CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-331 ■ 10 September, 2025 ■ আগরতলা ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ২৪ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

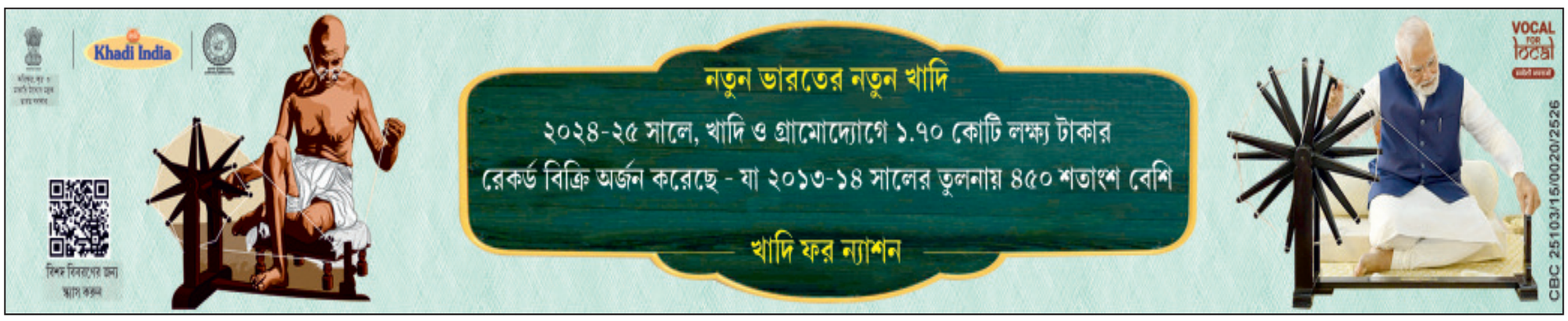

নেপালে সরকার পতন, দেশ ছেড়ে পালালেন ওলি

কাঠমান্ডু/নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ।। নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দেশজুড়ে ব্যাপক ও সহিংস বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগ করেছেন। শত শত বিক্ষোভকারীর তার কার্যালয়ে প্রবেশ করে সরকারবিরোধী স্লোগান দেয়ার পরই তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দেন। সোমবার থেকে দেশের বিভিন্ন শহরে শুরু হওয়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন 'জেনারেশন জি' তরুণদের নেতৃত্বে দ্রুত সহিংস আকার ধারণ করে। বিক্ষোভকারীরা মন্ত্রীর বাসভবনে আগুন দেওয়া, পাথর নিক্ষেপ ও সরকারি স্থাপনা ভাঙচুরসহ নানা ধরনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা চালিয়ে যান। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী ওলির ব্যক্তিগত বাড়ি বালকোটে আগুন ধরে গেলে পরিস্থিতি তীব্র আকার নেয়। বিক্ষোভের সময় পুলিশের গুলিতে অন্তত ১৯ জন নিহত হন এবং কয়েকশ মানুষ আহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সরকার মঙ্গলবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলেও শান্তি ফেরেনি। এতে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা আরও বাড়ে এবং অবশেষে প্রধানমন্ত্রী ওলির পদত্যাগে গতি আনে।

এই বিক্ষোভে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের পাশাপাশি কমপক্ষে চারজন মন্ত্রীও পদত্যাগ করেছেন। বিক্ষোভের একপর্যায়ে একটি ভিডিও সামনে এসেছে, যেখানে দেখা যায় বিক্ষোভকারীরা নেপালের অর্থমন্ত্রী বিষ্ণু প্রসাদ পাওডেলকে তাড়া করছেন। এ সময় জনরোষের মুখে প্রাণ বাঁচাতে মন্ত্রীকে দৌড়াতে দেখা যায় এবং কিছু লোক তাকে লাথি ও মারধর করে।

৭৩ বছর বয়সী কেপি শর্মা ওলি নেপালের রাজনৈতিক এক প্রভাবশালী ও বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব। ওলি ছোটবেলায় তার মাকে হারান এবং দাদীর কাছে বড় হন। স্কুল জীবনে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং কারাবাসের সময় মাধ্যমিকের সমতুল্য আর্টস ইন্টারমিডিয়েট ডিগ্রি অর্জন করেন। তার স্ত্রী রচনা শাক্যও একজন কমিউনিস্ট কর্মী। রাজনীতির জগতে তিনি ১৯৬৬ সালে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে সক্রিয় হন এবং ১৯৭০ সালে কমিউনিস্ট

পার্টিতে যোগ দেন। একই বছর পঞ্চায়েত সরকারের হাতে গ্রেফতার হন এবং ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত প্রায় ১৪ বছর জেল খাটেন।

১৯৯০ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পর তার রাজনৈতিক উত্থান ঘটে এবং ১৯৯১ সালে তিনি প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি সিপিএন (ইউএমএল) দলের কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন এবং বিভিন্ন সময় মন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৪ সালে তিনি সিপিএন-ইউএমএলের পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচিত হন এবং পরে প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন।

বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতায় নেপালে ১৭ বছরে ১৪টি সরকার পরিবর্তন হয়েছে, যা দেশের গভীর রাজনৈতিক সংকটের ইঙ্গিত। গত সোমবার সরকার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেমন ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ও এক্সে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় তরুণ প্রজন্ম ক্ষুব্ধ হয়ে সড়কে নেমে আসে। বিক্ষোভ দমন করতে নিরাপত্তা বাহিনী গুলি চালালে প্রাণহানি ঘটে। বিভিন্ন মন্ত্রী ও নেতাদের বাড়িতে হামলার খবর পাওয়া যায়। ললিতপুরের যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী পৃথ্বী সুব্বা গুরুংয়ের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়, এবং অর্থমন্ত্রী বিষ্ণু পাওডেলের বাড়িতে পাথর ছোঁড়া হয়। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখাকের বাড়ি এবং সিপিএন (মাওবাদী কেন্দ্র) প্রধান পুষ্প কমল দাহালের বাসভবনেও আক্রমণ চালানো হয়।

তবে বিক্ষোভকারীদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা এবং তার বাড়িতে প্রবেশ ঠেকানো হয়। বিভিন্ন জেলায় কারফিউ জারি করা হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিক্ষোভ থামেনি। কাঠমান্ডুর নিউ বানেশ্বর, কালাঙ্কি চৌকসহ অন্যান্য এলাকায় কারফিউ উপেক্ষা করে বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। রাউতাহাট জেলার চন্দ্রনিগাহাপুরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় এবং একটি পুলিশ যানবাহনে আগুন দেওয়া হয়।

রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেই নেপালি কংগ্রেস নেতা ও কৃষি ও পশুপালন মন্ত্রী রামনাথ অধিকারী তার পদত্যাগপত্র জমা দেন। তিনি জানান, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার রক্ষা না করে সরকার গুলি চালিয়ে স্বৈরতন্ত্রের পথ তৈরিতে মেতে উঠেছে। কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক গগন থাপা নিহতদের জন্য প্রধানমন্ত্রী ওলিকে দায়িত্ব নেয়ার ও পদত্যাগের আহ্বান জানান।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাঁদার জুলুমবাজী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা

শান্তি বজায় রাখার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। শারদ উৎসব আনন্দ উৎসবের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করা ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। পাশাপাশি ক্লাবগুলিকে জোর জবরদস্তি চাঁদা আদায় করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এক ভিডিও বার্তার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আসন্ন শারদোৎসবকে সামনে রেখে প্রতিটি জনপদে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ অটুট রাখা, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নেশার বিরুদ্ধে জনচেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্লাব ও সামাজিক সংস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রত্যেককে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রেখে শারদোৎসব পালন করার আহ্বান করেন তিনি। পাশাপাশি ট্রাফিক আইন মেনে চলার ও নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরো বলেন,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হ্যাপিয়েস্ট আওয়ার ঘিরে অভিযোগের ঝড়, তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। আগরতলায় চিলড্রেনস পার্কের উল্টোদিকে বিতর্কিত রোজ ভ্যালি গ্রুপের নির্মিত একটি ভবনের ত্রিতলে সদ্য খোলা বার ও রেস্টুরেন্ট 'হ্যাপিয়েস্ট আওয়ার' ঘিরে শুরু হয়েছে প্রবল বিক্ষোভ ও একাধিক অভিযোগের স্রোত।

বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ড.) মানিক সাহার নজরে এলে তিনি প্রশাসনিক আধিকারিকদের দ্রুত তদন্ত করে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বারটির উদ্বোধনের পর থেকেই এলাকাজুড়ে ক্ষোভ দেখা দেয়। স্থানীয় বাসিন্দা, সমাজিক সংগঠন এবং একাধিক রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে উঠে আসে আইনগত বৈধতা, নিরাপত্তা এবং নৈতিকতা সংক্রান্ত প্রশ্ন। সূত্রের খবর, উত্তেজনা ক্রমেই রূপ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হিমাচল ও পাঞ্জাবের বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর।। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হিমাচল প্রদেশের কাংরা থেকে পাঞ্জাবের গুরদাসপুরে পৌঁছে বন্যার কবলিত অঞ্চলের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন। তিনি আগে মণ্ডি ও কুল্লু জেলায় বিমান থেকে বন্যা ও ভূমিধসের ক্ষতি পরিদর্শন করেন। গুরদাসপুরে পৌঁছে তাকে স্বাগত জানান পাঞ্জাবের গভর্নর গুলাব চন্দ কাটারিয়া, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী কুলদীপ সিং ধলিওয়াল, পশুপালন মন্ত্রী গুরমীত সিং খুড্ডিয়ানসহ অন্যান্য বিজেপি নেতা ও রাজ্য সরকারের কর্মকর্তারা।

প্রধানমন্ত্রী মোদি বন্যার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের পাশাপাশি একটি বিশেষ সভা ডেকে পাঞ্জাবে বন্যা পরিস্থিতির আপডেট নেবেন এবং সম্ভাব্য বন্যাকবলিত পরিবারের সঙ্গেও কথা বলবেন। তাঁর সফরের আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী জানান, কেন্দ্র সরকার এই দুঃসময়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আছে এবং তাদের সকল সহায়তা নিশ্চিত করবে।

হিমাচল প্রদেশে প্রধানমন্ত্রী মোদির আগমন উপলক্ষে গাগ্গল বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর শিব প্রতাপ শুক্লা, মুখ্যমন্ত্রী সুকভিন্দর সিং সুকু, উপ-মুখ্যমন্ত্রী মুকেশ আগ্নিহোত্রী, বিরোধী দলনেতা জয় রাম ঠাকুর, রাজ্য বিজেপি সভাপতি রাজীব বিন্দলসহ অন্যান্য নেতারা। হিমাচল প্রদেশে জুন ২০ থেকে সেপ্টেম্বর ৮ তারিখ পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট ভূমিধস, বন্যা ও ক্লাউডবার্স্টে ৪১২২ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে এবং ৩৭০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। রাজ্যের জরুরি কার্যক্রম কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, এদের মধ্যে ২০৫ জন বৃষ্টির প্রভাবে, ৪৩ জন ভূমিধসে, ১৭ জন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার মালিক আমি, জোর গলায় বললেন প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরার মালিক প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। আজ দিল্লির যন্তর মন্তরে তিপ্রাসাদের স্বার্থ সম্বলিত অরাজনৈতিক জমায়েতে তিনি নিজেই নিজেকে ত্রিপুরার মালিক হিসেবে জোর গলায় দাবি করলেন।

সভা মঞ্চ থেকে প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন সিপিআইএমের বিরুদ্ধেও সরব হন। তাঁর অভিযোগ, "আমার পিতা কিরিট বিক্রম কিশোর দেববর্মনকে হত্যা করেছে সিপিআইএম। শুধু তাই নয়, তারা পুরো রাজ্যকে লুটপাট করেছে।" উল্লেখ্য, ১৯৪৯ সালে মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী ভারতভুক্তির চুক্তিতে সই করেন, যার ফলে ত্রিপুরা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। সেই ঐতিহাসিক চুক্তির প্রেক্ষিতে প্রদ্যোতের এই মন্তব্য কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে।

প্রদ্যোত জানান, এটি কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, বরং তিপ্রাসাদের অধিকার রক্ষার লড়াই। তাঁর কথায়, "তিপ্রাসারা দরিদ্র হলেও দুর্বল নয়। আমরা এক হয়ে অধিকার ছিনিয়ে নেব। কেন্দ্রকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকমা ভাষা গুগল অনুবাদ প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভূক্ত হবে ঃ রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। চাকমা ভাষার উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ ও কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ চাকমা ভাষা উন্নয়ন সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির এক বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে চাকমা ভাষাকে গুগল অনুবাদ প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত করা, একটি জাতীয় সেমিনার আয়োজন করা এবং আগামী ৭ আগস্ট 'চাকমা লিপি ও ভাষা দিবস' পালন করা।

গুরুত্ব পূর্ণ বৈঠক শেষে এই তথ্য জানান। মন্ত্রী, যিনি এই উপদেষ্টা কমিটির পৃষ্ঠপোষক, জানান যে ভাষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। তিনি বলেন আজ সাতটি উপ-কমিটি গঠন

১১ই কৈলাসহরে ১২ ঘন্টার বনধের ডাক কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ সেপ্টেম্বর।। আগামী ১১ ই সেপ্টেম্বর ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে কৈলাসহরে ১২ ঘন্টার ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল বেলা জেলা কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানানো হয়, উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন।

১১ দফা দাবি গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবি হল ডাকবাংলা থেকে রাঙ্গাউটি যাবার রাস্তা দ্রুত সংস্কার করতে হবে, শহরে এবং গ্রামে জল নিষ্কাশনের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপি রাধাকৃষ্ণণ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত

মঙ্গলবার উপরাষ্ট্রপতি পদে সিপি রাধাকৃষ্ণণ নির্বাচিত হওয়ার পর মিষ্টি মুখ করাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ।। এনডিএ প্রার্থী এবং মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সি.পি. রাধাকৃষ্ণন ভারতের নতুন উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত ভোটগণনায় তিনি ৪৫২টি ভোট পেয়ে বিরোধী জোট ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থী বি. সুদর্শন রেড্ডিকে পরাজিত করেছেন। সুদর্শন রেড্ডি ৩০০টি ভোট পেয়েছেন।

আজ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সংসদ ভবনে ভোটগ্রহণ চলেছে। ভোটারদের মধ্যে ৯৮ শতাংশের বেশি সাংসদ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। সন্ধ্যা ৬টা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কন্যা সন্তান হত্যা, গ্রেফতার জন্মদাতা !

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ সেপ্টেম্বর।। কন্যা হত্যার দায়ে পিতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে কৈলাসহর মহকুমার লাটিয়াপুরা গ্রামে। এব্যাপারে মঙ্গলবার দুপুর বেলা কৈলাসহর ইরানি থানার ওসি বিরাজ দেববর্মা সংবাদ মাধ্যমকে জানান, লাটিয়াপুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা নেছার আলী ওরফে আনয়ার নামে এক যুবক চলতি মাসের ৭ তারিখ কৈলাসহর উনকোটি জেলা হাসপাতালে তার ৭ বছরের নাবালিকা মেয়েকে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের মাধ্যমে মৃত অবস্থায় নিয়ে আসে। এবং সে দাবী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রপ্তানির অনুমতি অন্তবর্তী সরকারের

পুজোর বাজারে পদ্মার ইলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।।: দুর্গোৎসবের আনন্দে এবারও সামিল হতে চলেছে পদ্মার ইলিশ। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এবছর ভারতে ১,২০০ টন ইলিশ রফতানির অনুমতি দিয়েছে। যদিও বরাদ্দ পদ্মার ইলিশ রফতানি গত বছরের তুলনায় প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে ইউনূস সরকার। গতকাল বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে এবছর ১২০০ টন ইলিশ ভারতে রপ্তানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রপ্তানির জন্য বেশ কিছু শর্ত দেওয়া হয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বর অফিস চলাকালীন হার্ড কপিতে আবেদন করতে পারবেন আগ্রহী ব্যক্তিরা।

আর মাত্র ১৮ দিন

আবেদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নথি, ট্রেড লাইসেন্স, ইআরসি, আয়কর সার্টিফিকেট, ভ্যাট সার্টিফিকেট, বিক্রয় চুক্তিপত্র, মৎস্য অধিদপ্তরের লাইসেন্স-সহ আবেদন জানাতে পারবেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আদেশে আরও বলা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর,২০২৫ ইং
২৪ ভাদ্র, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

অগ্নিগর্ভ নেপাল

নেপালের সার্বিক পরিস্থিতি বর্তমানে বেশ জটিল ও অস্থির। দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনীর বিশেষ বিমানে সৌদি আরবে আশ্রয় নিয়েছেন। দেশে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক সংকট এবং সামাজিক অসন্তোষের কারণে দেশটি এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়া যাইতেছে। নেপালের রাজনীতিতে বর্তমানে চরম অস্থিরতা বিরাজ করিতেছে। সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরকারের নিষেধাজ্ঞা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে তরুণ প্রজন্মের ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়, যাহা দ্রুত সহিংস রূপ নেয়। এই বিক্ষোভের মুখে প্রধানমন্ত্রী কে.পি. শর্মা ওলি এবং রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌডেল পদত্যাগের ঘোষণা দেন। নেপালের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের একটি বড় কারণ হইলো আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা। এই পদ্ধতির কারণে কোনো একক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারে না। ফলে প্রায়শই দুর্বল ও অস্থিতিশীল জোট সরকার গঠিত হয়। এই দুর্বল জোটগুলো বিদেশি হস্তক্ষেপের জন্য সহজ ক্ষেত্র তৈরি করে। নেপালের রাজনীতিতে ভারত ও চীনের মতো প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রভাব অত্যন্ত বেশি। উভয় দেশই নেপালের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাহাদের প্রভাব বিস্তারে তৎপর, যাহা রাজনৈতিক অস্থিরতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে।নেপাল বর্তমানে একটি গভীর অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়া যাইতেছে। জ্বালানি মূল্যবৃদ্ধি, চূড়ান্ত বেকারত্ব এবং ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি জনগণের ক্রয়ক্ষমতাকে দ্রুত হ্রাস করিয়াছে।একসময় চাল রপ্তানিকারী দেশ হইলেও নেপাল এখন চাল আমদানি করিতে বাধ্য হইতেছে। নেপালের অর্থনীতিতে পর্যটন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পর্যটন খাতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়িয়াছে। নেপাল একটি বহুসাংস্কৃতিক রাষ্ট্র, যেখানে বিভিন্ন জাতিগত ও আদিবাসী গোষ্ঠীর বসবাস। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা এখানে সবচেয়ে বেশি।নেপালের সংস্কৃতিতে হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির মিশ্রণ দেখা যায়। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, যেমন দশাইন, তিহার এবং বুদ্ধ জয়ন্তী, দেশটিতে ব্যাপকভাবে পালিত হয়। সাম্প্রতিক বিক্ষোভের পেছনে মূল চালিকাশক্তি হলো তরুণ প্রজন্ম। দুর্নীতি, বেকারত্ব এবং সরকারের কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে তাহাদের হতাশা থেকেই এই বিক্ষোভের সূত্রপাত হইয়াছে।চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে নেপালের নিরাপত্তা পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। বিক্ষোভ দমনে পুলিশের গুলিতে বহু মানুষের মৃত্যু হইয়াছে এবং শত শত মানুষ আহত হইয়াছেন। রাজধানী কাঠমান্ডুসহ বিভিন্ন শহরে কারফিউ জারি করা হইয়াছে।নেপালের এই অস্থির পরিস্থিতির কারণে ভারতের সঙ্গে নেপালের সীমান্তেও নিরাপত্তা বাড়ানো হইয়াছে। ভারত তাহাদের পাঁচ সীমান্তবর্তী রাজ্যে নজরদারি বাড়াইয়াছে এবং নাকা তল্লাশি শুরু করিয়াছে।ভারত ও নেপালের মধ্যে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক সম্পর্কের ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত। উভয়ের মধ্যে রহিয়াছে উন্মুক্ত সীমান্ত এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্ক।যদিও এই সম্পর্ক মধুর, তবে মাঝে মাঝে সীমান্ত সংঘাত এবং আঞ্চলিক বিরোধের কারণে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বিশেষ করিয়া কালাপানি, লিম্পিয়াধুরা ও লিপুলেখ অঞ্চল নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে।ভারত নেপালের অন্যতম বৃহত্তম ব্যবসায়িক অংশীদার এবং উন্নয়ন সহযোগী। নেপালের বর্তমান অমনি করবো পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের নেপালে যাতায়াতের উপর ভারতের তরফে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে।

এলপিজি সুরক্ষা সপ্তাহের অন্তর্গত এক সুরক্ষা ক্লিনিকের ব্যবস্থা করা হয় সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৯ সেপ্টেম্বর: সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত(এমএমডি) কলেজে আজ ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের আইওসিএল ডিস্ট্রিবিউটর, ইন্দানে, খুশিমাতা সার্ভিস, সাব্রুম শাখার ব্যবস্থাপনায় এলপিজি সুরক্ষা সপ্তাহের অন্তর্গত এক সুরক্ষা ক্লিনিকের ব্যবস্থা করা হয়।

এলপিজি সুরক্ষা সপ্তাহ হলো একটি বার্ষিক সচেতনতা প্রচারাভিযান যা গ্রাহকদের এলপিজি সিলিন্ডার এবং তার সরঞ্জামগুলির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করতে গ্যাস সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়।

এই সপ্তাহের প্রধান লক্ষ্য হল এলপিজি ব্যবহারের সময় দুর্ঘটনা, যেমন গ্যাস লিকেজ বা আগুন লাগা, প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবহারকারীদের সঠিক পদ্ধতি এবং সতর্কতা সম্পর্কে জানানো। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে নিয়মিত সরঞ্জাম পরীক্ষা করা, টিউব এবং হোস পাইপের সঠিক প্রতিস্থাপন এবং সিলিন্ডার ও ভালভ ঠিকমতো বন্ধ রাখা ইত্যাদি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজ অধ্যক্ষ ড.অনুপম গুহ, সাব্রুম, ইন্দানে, খুশিমাতা সার্ভিসের কর্ণধার মনোজিত দে, কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, প্রথম সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীসহ আরও অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

ক্লিনিকে এলপিজি ব্যবহারের জন্য কি কি সচেতনতা অবলম্বন করা প্রয়োজন তা হাতে-কলমে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। সকলকে সচেতন হওয়ার অবেদন করা হয় ইন্দানে,খুশিমাতা সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে কলেজের সহায়তায় এধরনের সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান কলেজ এনএসএস ইউনিটের অভিযোজিত গ্রামেও করা হবে। কলেজ এনএসএস ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার অধ্যাপক অরূপ পাটারী সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বিশ্বকর্মা পূজা ও দুর্গোৎসবকে ঘিরে ব্যস্ততা তুঙ্গে, কর্মব্যস্ত কমলপুরের মৃৎশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৯ সেপ্টেম্বর: দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা সমাগত। আর তার কয়েকদিন পরই শারদোৎসব, দুর্গাপূজা। ফলে এখন মৃৎশিল্পীদের ব্যস্ততা তুঙ্গে। প্রতিমা তৈরির কাজ নিয়ে দিন-রাত এক করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন শিল্পীরা। ঘরে ঘরে যেমন পূজার প্রস্তুতি চলছে, তেমনি কর্মচাঞ্চল্যে ভরপুর কমলপুর মহকুমার প্রতিমা শিল্পীদের কারখানাগুলি।

মহকুমার অন্যতম প্রবীণ মৃৎশিল্পী হালহালী বাজারের মলয় দেব। ১৯৬৭ সাল থেকে তিনি প্রতিমা গড়ার কাজে যুক্ত। শুধু মাটির প্রতিমা নয়, সিমেন্টের মূর্তি ও বিভিন্ন ভাস্কর্য তৈরি করে তিনি সুনাম কুড়িয়েছেন। এ বছর বিশ্বকর্মা পূজার জন্য তিনি মোট ৬৫টি প্রতিমার অর্ডার পেয়েছেন। পাশাপাশি দুর্গাপূজার জন্য ইতিমধ্যেই ১৬টি প্রতিমার কাজ হাতে নিয়েছেন।

মলয় দেবের কারখানায় মৌসুমে প্রায় ১৭ জন কর্মচারী কাজ করেন। এর বাইরে আরও দুইজন কর্মী সারা বছর ধরে নিয়মিতভাবে বেতনভুক্ত কর্মী হিসেবে যুক্ত আছেন। তাঁর তৈরি দুর্গা প্রতিমা মহকুমার নামীদামী ক্লাবগুলোতে যায়। এর মধ্যে অন্যতম কমলপুর শহরের বনেদি 'আপনজন ক্লাব'। এছাড়া সালেমা, হালহালী, মানিক ভান্ডার, দুর্গা চৌমুহনীসহ প্রত্যন্ত এলাকার বিভিন্ন ক্লাবেও তাঁর তৈরি প্রতিমার চাহিদা রয়েছে। এ বছরও তিনি সেসব ক্লাব থেকে প্রতিমার অর্ডার পেয়েছেন।

তবে প্রতিমা তৈরির সাজসজ্জার সামগ্রী ও অন্যান্য উপকরণের দাম আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। ফলে বিক্রির পর লাভ তুলনামূলকভাবে কম হচ্ছে বলে জানিয়েছেন এই অভিজ্ঞ শিল্পী। তাঁর কথায়, "এই পেশার প্রতি টানেই আজও প্রতিমা গড়ে চলেছি। প্রতিটি অর্ডার সম্পূর্ণ করার মধ্যে অন্য রকম এক তৃপ্তি আছে।"

বিশ্বকর্মা পূজা থেকে শুরু করে দুর্গোৎসবসবকিছুকে ঘিরে মৃৎশিল্পীদের কারখানায় এখন উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে।

'মনে পড়ে সেই সব দিন'

অসীম সুর চৌধুরী

১৯৫৮ সালের কথা। আমেরিকার লসঅ্যাঞ্জেলেসে একটা বিখ্যাত ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের দোকান ছিল। হসারা আমেরিকায় এটাই ছিল একমাত্র শোরুম যেখানে প্রকৃত ও উৎকৃষ্ট ভারতীয় বাজনার দর্শন পাওয়া যেত। একদিন পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের এক বাঙালি যুবক ওই দোকানে এসে বাদ্যযন্ত্রের সংগ্রহ এব দেখতে লাগলেন। যুবকের পোষাক ছিল খুবই সাধারণ। ফলে ওই অভিজাত এবং দোকানের সেলসগার্লরা তাঁকে খুব একটা পাত্তা দিলেন না। তারই মধ্যে একটি মেয়ে, এব যার নাম ক্রিসটিনা, তিনি এগিয়ে এসে ন জিজ্ঞেস করলেন, "বলুন আপনার জন্য কি বা করতে পারি।" যুবকটি সেতারের সংগ্রহ ভ্যা দেখতে চাইলেন। ক্রিপটিনা ওই দোকানে মজুত সমস্ত ধরনের সেতারের দর্শন করিয়ে দিলেন। একটি সেতার যুবকটির এবং খুব পছন্দ হল। কিন্তু সেটা অনেকটা উঁচু তাকে রাখা ছিল। যুবকটি তখন পছন্দের সেতারটা । দেখিয়ে বললেন। "ওই সেতারটা একটু ইনামান।" উঁচু থেকে নামাতে হবে বলে এর ক্রিসটিনা ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু যুবকটি নাছোড়বান্দা। ওই সেতারটাই চাই। ততক্ষণে দোকানের মালিক, যার নাম ডেভিড বানাড, এসে হাজির। সব শুনে মি. বানার্ড ওই সেতার নামাতে আদেশ দিলেন। নামাবার পর ক্রিসটিনা বললেন, "দেখুন, এই সেতারটার - নাম হচ্ছে" বস সেতার, এটা সবাই বাজাতে জানে না, বড়বড় অনুষ্ঠানেই এটা বাজানো হয়। তখন সেই যুবক বললেন, "আপনারা একে "বস সেতার" বলেন, কিন্তু আমরা ভারতীয়রা একে "সুর বাহার সেতার" বলি। আমি কি এটা একবার বাজাতে পারি?

মি. বানাডি ওই যুবকের উৎসাহ দেখে তাঁকে হতাশ করতে চাননি। তিনি বাজাবার অনুমতি দিলেন। যুবকটি বাজানো শুরু করলো। যত সময় যেতে লাগলো তত আশপাশের লোকেরা এসে ওই দোকানে ভিড় জমাতে শুরু করলো। সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলো। যখন শেষ হল, মি. বানাডি আবেগতাড়িত গলায় বললেন, "আপনি কে। আমি এর আগে পণ্ডিত রবিশংকরের সেতার শুনেছি, ওনার মতো এত সুন্দর সেতার কেউ বাজাতে পারে না। আপনি তাঁর কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি। সেই যুবকটি সামান্য হেসে বললেন,"এই সেতারটা আমি কিনতে চাই। তখন দোকানের মালিক মি. বার্নাড বললেন, "কিনবেন কেন? এটা আমার তরফ থেকে আপনাকে উপহার।" দোকানের সেলসগার্ল ক্রিসটিনা সেতার শুনে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, একটা ডলারের নোট যুবকের হাতে দিয়ে তাতে অটোগ্রাফ চাইলেন। যুবকটি সেই ডলারের উপর নাম লিখে দিলেন, "সলিল চৌধুরী"। হ্যাঁ, সেই যুবকটি ছিলেন বাংলা ও হিন্দি সিনেমা জগতের বিখ্যাত সলিলদা, যিনি একই সঙ্গে গীতিকার ও সুরকার হিসাবে অনেক কালজয়ী গানের স্রষ্টা। আজ থেকে একশ বছর আগে ১৯২৫ সালে ১৯ নভেম্বর সলিল চৌধুরী দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বারুইপুর অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা জ্ঞানেন্দ্রময় চৌধুরী ছিলেন অসমের লতাবাড়ি চাবাগানের ডাক্তার, কিন্তু সংগীতের দারুণ অনুরাগী। বাবার কাছেই প্রথম সংগীত শিক্ষার হাতেখড়ি। তারপর জ্যাঠতুতো দাদা নিখিল চৌধুরীর কাছে সঙ্গীতের তালিম গ্রহণ করেন। নিখিলবাবুর সঙ্গীতের দল "মিলন পরিষদ" এর মাধ্যমেই গানের জগতে পা রেখেছিলেন। বাঁশি তো তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিলই, এছাড়া আরো অনেক বাদ্যযন্ত্রের উপর তাঁর দখল ছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বঙ্গবাসী কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভকরেন। কিন্তু এখানে পড়ার সময়ই তাঁর রাজনীতির ব্যাপারে আগ্রহ জন্মায়। ১৯৪৪ সালে যোগ দেন "ভারতীয় গণনাট্য সংঘ" বা "আইপিটিএ" তে। এটা ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন। শুরু হল জীবনের এক নতুন অধ্যায়। গণসঙ্গীত লেখ্য এবং সুর করা শুরু করেন তিনি। গণনাট্য সংঘের হয়ে নানা শহর এবং গ্রামগঞ্জে ভ্রমণ করতে থাকার সময় তাঁর গানগুলোকে সাধারণ মানুষ দারুণভাবে গ্রহণ করেছিল।

১৯৪৫ সালে রংপুর ছাত্র সম্মেলনে সলিল চৌধুরীর কথা ও সুরে রচিত একটা গান গাওয়া হয়, যেটা ছিল "বিচারপতি তোমার বিচার করবে যাবা"। তদানীন্তন ব্রিটিশ শাসকদের আত্যাচারের বিরুদ্ধে এই গান ছিল প্রতিবাদ। এই গান রাতারাতি তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। এরপর "রানার", "অবাক পৃথিবী"র মতো গান সেই সময় বাংলার কোণে কোণে তুফান তুলেছিল। কিন্তু এই কালজয়ী গানগুলোর কোনও রেকর্ডিং তখনো হয়নি। যদি কোনওভাবে রেকর্ডিং করা যায়, এই উদ্দেশ্যে তরণ সলিল দেখা করতে গেলেন বরেণ্য সঙ্গীতকার ও শিল্পী হেমন্ত মুখপাধ্যায়ের সঙ্গে।

সেটা ১৯৪৮ সাল। সেই সময় হেমন্তবাবু থাকতেন ভবানীপুরের ইন্দ্র রায় রোডে। সলিল চৌধুরী তাঁর বাড়িতে গিয়ে বেশকিছু গান শোনালেন, যেগুলো গণনাট্য সংঘে গাওয়া হয়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানগুলো পছন্দ হলো কিন্তু তিনি সেই গান রেকর্ড করতে অপারগ বলে জানালেন। ভবিষ্যতে কোনও নতুন গান তৈরি করে সলিল চৌধুরীকে নিয়ে আসতে বললেন। সলিল চৌধুরী বিদায় নিয়ে রাস্তা অবধি চলেই গিয়েছিলেন, সেই সময় তাঁর মনে পড়লো একটা অর্ধসমাপ্ত লেখা গানের কথা। হেমন্তবাবু পাশেই ছিলেন, বিদায় জানাতে এসেছিলেন। সলিল চৌধুরী তাঁকে ওই গানের কথাটা জানালেন। আবার আবার দু'জনে দু' ঘরে এসে বসলেন। সলিল গান শুরু করলেন-"কোনও এক গাঁয়ের বধুর কথা তোমায় শোনাই শোনো"। এই অর্ধেক গান শুনেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় উচ্ছ্বসিত। তিনি বললেন, এই গানটা রেকর্ডিং করার জন্য একেবারে আদর্শ। তাড়াতাড়ি এটা শেষ কর, আমি গানটা রেকর্ডিং করতে চাই। সলিল চৌধুরী বাড়ি ফিরে গেলেন। দিন দুয়েকের মধ্যেই পুরো গান তৈরি হয়ে হেমন্তবাবুর হাতে পৌঁছে গেলো। ১৯৪৯ সালে আগস্ট মাসে হেমন্তের গলায় রেকর ডেহল সেই কালজয়ী গান, "কোনও এক গাঁয়ের বধুর কথা তোমায় শোনাই শোনো"। বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই এই গান সুপার সুপার হিট। বাংলা তো বটেই, তার বাইরে ও এই গানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। এই গান বাংলা গানের সংজ্ঞাই বদলে দিলো। এতদিন বঙ্গের সঙ্গীত আটকে ছিল ফুল, পাখি, প্রেম, নদী ইত্যাদি বিষয়ের উপর। শুরু হল এক নতুন ধারা, "শৃঙ্খল মুক্তির গান", যা তখনকার দিনের সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করে নিল। একে একে বেরোল সলিল-হেমন্ত জুটির সব কালজয়ী গান। "রানার", "পাচিচর গান", "অবাক পৃথিবী", "ঠিকানা", "ধিতাং ধিতাং বলে", ইত্যাদি ইত্যাদি। ১৯৪৯ সালে সুরকার হিসাবে সলিল চৌধুরীর প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র "পরিবর্তন" মুক্তি পায়। এরপর আরও কিছু বাংলা ছবিতে তিনি সুরারোপ করেছেন। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে প্রথম বলিউড থেকে আমন্ত্রন পান। চিত্র পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জির সঙ্গে সলিল চৌধুরীর বন্ধুত্ব ছিল। কিংবদন্তী চলচ্চিত্র বিমল রায়ের সঙ্গে তিনিই পরিচালক বিমল সলিলের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। সলিলের লেখা একটা গল্প তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। "রিক্সাওয়ালা" নামের এই গল্পটা নিয়ে বিমলবাবু হিন্দি ছবি "দো বিঘাজমিন" করতে চাইছিলেন। ঠিক হলো এই ছবির চিত্রনাট্য লিখবেন সলিল এবং সুরও তিনিই দেবেন। হিন্দি ছবিতে প্রথম সুযোগ পেয়ে নিজেকে উজাড় করে দিলেন সলিল। ১৯৫৩ সালে মুক্তি পাওয়া এই ছবি শুধু দেশেই নয় বিদেশেও সাড়া ফেলে দিয়েছিল। পরের বছর প্রথম ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার চালু হল। আর তাতে বাজিমাৎ করল "দো বিঘা জমিন"। সেরা চলচ্চিত্র আর সেরা পরিচালক, দুটো বিভাগেই পুরস্কার ছিনিয়ে নিল এই ছবি। কান চলচ্চিত্র উৎসবেও একটি বিভাগে সেরার পুরস্কার পেয়েছিল এই সিনেমা। এরপর সলিল চৌধুরীকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। পরপর হিন্দি ছবিতে সুর দিতে লাগলেন। একই সঙ্গে বাংলা গানের সুরারোপও চললো। এছাড়া অন্যান্য ভাষা যেমন মালয়ালাম, মারাঠা, তামিল, ওড়িয়া, তেলুগু, গুজরাটি, অসমিয়া, কানাড়া ইত্যাদি সমস্ত প্রধান ভারতীয় ভাষার গানে তাঁর সুরের অবাধ যাতায়াত ছিল। মোট ৭৫টা হিন্দি চলচ্চিত্র এবং ৪১টা বাংলা চলচ্চিত্রে সুরকার ও গীতিকার হিসাবে সলিল চৌধুরীর অবদান রয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় মালয়ালাম চলচ্চিত্রেও তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার জাল বিস্তৃত ছিল। মোট ২৭টা মালয়ালাম ছবিতে সুর করা দারুণ কৃতিত্বের ব্যাপার। বিমল রায়ের সাড়া জাগানো হিন্দি ছবি "মধুমতি"র জন্য ১৯৫৯ সালে সেরা সঙ্গীত পরিচালকের শিরোপা লাভ করেন তিনি। এই প্রতিভাবান মানুষটি শুধু সঙ্গীতকার ও গীতিকার হয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি একধারে গল্পকার, কবি, গায়ক, চিত্রনাট্যকার, এমন কি একটি সিনেমার পরিচালক হিসাবেও তাঁর দক্ষতা দেখিয়েছেন।

সলিল চৌধুরীর সবচেয়ে পছন্দের গায়ক ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এছাড়া মান্না দে, মুকেশ, মহঃ রফি প্রমুখ গায়কদের তিনি তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন। গায়িকাদের মধ্যে অবশ্যই লতা মঙ্গেশকর প্রথম পছন্দ। কিন্তু সুচিত্রা মিত্র থেকে শুরু করে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্ত্রী সবিতা চৌধুরী, কন্যা অন্তরা চৌধুরী প্রমুখ গায়ক গায়িকা তাঁর গানে নানা সময়ে ব্যবহৃত হয়েছে। মান্না দে বা মুকেশ তাঁর সুরে হিন্দিতে অনেক গান গেয়েছেন। তুলনায় কিশোরকুমারের গলায় গান অনেক কম কিন্তু হিট। প্রথম দিকে কিশোরকুমারকে গায়ক হিসাবে সলিল খুব একটা মানতেন না। কারণ কিশোরকুমারের কোনও ধরাবাঁধা গানের শিক্ষা ছিল না। কোনও সঙ্গীতের তালিম নেননি। এমনকি স্বরলিপিও পড়তে পারতেন না। ১৯৫৪ সালে পরিচালক বিমল রায় তাঁর "নকড়ি" ছবির সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে সলিল চৌধুরীকে মননীত করেছিলেন। এই ছবির মুখ্য অভিনেতা ছিলেন কিশোরকুমার। কিশোরকুমার চাইছিলেন যে এই ছবির গানগুলো তিনি গাইবেন। বিশেষ করে ছোটা সা ঘর হোগা, বাদল ও কি ছাও মে... এই গানটা কিশোরের খুব পছন্দ ছিল। কিন্তু সলিল ঠিক করে রেখেছিলেন গানটা হেমন্ত মুখার্জিকে দিয়ে গাওয়াবেন। কিশোর গিয়ে পরিচালক বিমলদাকে খুব ধরলেন। বিমল রায় সলিলকে বলতেই তিনি পত্রপাঠ তা খারিজ করে দিলেন, বললেন, "কিশোর কি গাইবে। ও কোনও প্রশিক্ষিত গায়কই নয়।" কিন্তু কিশোরকুমার সলিল চৌধুরীর পিছনে পড়ে রইলেন। অনেক অনুরোধের পর সলিল রাজি হলেন। "নকড়ি" ছবির সেই গান কিন্তু দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল।

এরপর "মুসাফির", "হাফ টিকেট", "অন্নদাতা"র মতো বেশ কয়েকটা ছবির গানে কিশোরকে তিনি মনোনীত করেছিলেন। "হাফ টিকেট" ছবির একটা গান, "আকে সিধি লাগি দিল পে" তো ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এই গানে পুরুষ ও মহিলা উভয় কণ্ঠেই কিশোরকুমার গেয়েছেন। "অন্নদাতা" ছবির একটা গান ছিল "গুজর যায়ে দিন দিন দিন কি হর পল গিন গিন গিন..."। এই গানটার মধ্যে অনেক চড়াই-উৎরাই রয়েছে। খুব সোজা গান ছিল না সেটা। তা সত্ত্বেও সলিল চৌধুরী ঠিক করলেন, কিশোরকে দিয়েই এই গানটা গাওয়াবেন।

কিশোরকুমারকে তাঁর পেডার রোডের ফ্ল্যাটে ডেকে পাঠালেন। সোফায় বসে দু'জনের গানের রিহার্সাল শুরু হল। সলিল চৌধুরী গানের কম্পোজিশান শোনাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ শোনার পর কিশোর প্রথমে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তারপর দেওয়াল ধরে থাকলেন, শেষে মাটিতে বসে পড়লেন। সলিল চৌধুরী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল কিশোর?' কিশোরকুমার মুখ নীচু করে বললেন, "দাদা, এই গানটা খুব কঠিন, আমার দ্বারা হবে না।" কিন্তু সলিল চৌধুরী ছাড়ার পাত্র নন। অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে কিশোরকে বাজি করালেন। এই গানের রেকর্ডিংয়ের সময় কিশোর এতই নার্ভাস ছিলেন যে, ১৮ বার টেক দেওয়ার পর গানটা নিখুঁত হয়েছিল। ১৯৭২ সালে মুক্তি পাওয়া "অন্নদাতা" ছবির এই গানটা কিন্তু খুব হিট হল। ভারতীয় সঙ্গীতে ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ব্যবহার আগে অনেকেই করেছিলেন। কিন্তু সলিল চৌধুরীই প্রথম, যিনি ভারতীয়র সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। দেশিয় বাঁশি, তবলা, বেহালা, সেতার ইত্যাদির সঙ্গে বিদেশি অর্কেস্ট্রা, ক্যাথিড্রাল কয়্যার, ট্রাম্পেট, পিয়ানো এবং আরও অনেক কিছু এমনভাবে জুড়েছেন, যাতে তা বিদেশি হয়েও সেগুলো শ্রুতিমধুর ভারতীয় গান হয়ে উঠেছে। সঙ্গীত নিয়ে তাঁর নিরন্তন পরীক্ষা নিরীক্ষা বেশিরভাগ সময়ই সফল হয়েছে এবং শ্রোতারা তা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছে। এ ব্যাপারে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসুরি হলেন রাহুল দেব বর্মণ। মহান সঙ্গীত পরিচালকের সব চেয়ে বড় গুণ হল সঠিক গায়ক গায়িকার নির্বাচন। হৃষীকেশ মুখার্জির "আনন্দ" ছবিতে সলিল চৌধুরী দুটো গান "ম্যায়নে তেরে লিয়ে" এবং "কাঁহী দূর যব দিন ঢল যায়ে" মুকেশকে দিয়ে গাওয়ালেন। এই গান দুটো ভালই প্রশংসা পেয়েছিল। কিন্তু সুপার হিট হল "জিন্দেগি ক্যায়সি ইয়ে পহেলি হায়", যার গায়ক ছিলেন মান্না দে। আর এক হিন্দি ছবি "ছোটি সি বাত" এ গাওয়ালেন দক্ষিণ ভারতীয় গায়ক জেসুদাসকে দিয়ে। তখনও বলিউড তাঁকে চিনতো না। এই ছবির "জানেমন জানেমন" গানটা জেসুদাসকে রাতারাতি জনপ্রিয় করে দিল। ১৯৭১ সালে গুলজারের প্রথম পরিচালিত ছবি "মেরে আপনে" মুক্তি পায়। এই ছবির "কোই হোতা জিসকো আপনা" গানটা তিনি কিশোরকুমারকে দিয়ে গাওয়ালেন যা কিশোরের অন্যতম সেরা গানের মধ্যে একটা। সলিল তাঁর প্রিয় গায়ক মুকেশ বা মান্না দেকে দিয়ে কিন্তু গানটা গাওয়ান নি। ক্যারিয়ারের শেষের দিকে এসে কিশোর কুমারকে দিয়ে আবার একটা অবিস্মরণীয় গান গাওয়ালেন। ১৯৮৯ সালে বাংলা ছবি "স্বর্ণ তৃষ্ণা" মুক্তি পায়। পাশাপাশি এর হিন্দি ভাসান আখরি বদলা ও চলছিল। মিথুন চক্রবর্তী অভিনীত এই ছবির নাম অনেকেরই এখন আর স্মরণে নেই। কিন্তু যখন এর গান "মনে পড়ে সেই সব দিন" অথবা হিন্দিতে "মন করে ইয়াদ ও দিন", আমরা শুনি তখন এমন কেউ নেই যিনি মোহিত হয়ে গানটা শুনবেন না।

চলচ্চিত্র শিল্পে কোনও সুরকার কয়েক যুগ ধরে তখনই রাজত্ব করতে পারবে যখন তাঁর সুর সময়ের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয়। সলিল চৌধুরী ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৯৫ পর্য্যন্ত বাংলা ও হিন্দি উভয় সিনেমাতে টানা কাজ করে গেছেন। এর সাথে আধুনিক গান, গণ সঙ্গীত, কবিতা পাঠ এসব তো রয়েছেই। পঞ্চাশ দশকের মধুমতি সিনেমার "আজা রে পরদেশী" আর সত্তর দশকে ছোটি সি বাত ছবির "না জানে কিউ", দুটো গানের গায়িকা দাতা মঙ্গেস্কর কিন্তু সুরের বৈশিষ্টে অনেক তফাৎ। আবার চল্লিশ দশকের "কোন এক গাঁয়ের বধূ" আর সত্তর দশকের "আজ নয় গুন গুন গুঞ্জন প্রেমে" মধ্যে সুর ও যন্ত্র সংগীতের বিরাট পার্থক্য চোখে পড়ে। আবার সলিল চৌধুরীর নিজের গাওয়া গান "এই রোকো পৃথিবীর গাড়িটা গামাও", একেবারেই অন্যরকম। এর আগে বাংলা গানে এমন সুর কেউ দেননি। একেই বলে বহুমুখী প্রতিভা।

আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে ১৯৯৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর সবার প্রিয় সলিলদা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। রেখে গেলেন গীত ও সঙ্গীতের বিশাল খাজানা। ষাট ও সত্তর দশককে বাংলা ও হিন্দি গানের গানের স্বর্ণযুগ বলা বলা হয়। হয়। সেই সময় ভারতীয় লঘু সঙ্গীতকে যাঁরা সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে অবশ্যই সলিল চৌধুরীর নাম জ্বলজ্বল করছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> ভারতীয় সঙ্গীতে ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ব্যবহার আগে অনেকেই করেছিলেন। কিন্তু সলিল চৌধুরীই প্রথম, যিনি ভারতীয়র সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। দেশিয় বাঁশি, তবলা, বেহালা, সেতার ইত্যাদির সঙ্গে বিদেশি অর্কেস্ট্রা, ক্যাথিড্রাল কয়্যার, ট্রাম্পেট, পিয়ানো এবং আরও অনেক কিছু এমনভাবে জুড়েছেন, যাতে তা বিদেশি হয়েও শ্রুতিমধুর ভারতীয় গান হয়ে উঠেছে। সঙ্গীত নিয়ে তাঁর নিরন্তন পরীক্ষা নিরীক্ষা বেশিরভাগ সময়ই সফল হয়েছে এবং শ্রোতারা তা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মজদুর মনিটরিং সেলের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ডেপুটেশন। ছবি নিজস্ব।

উত্তর-পূর্ব ভারতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস, সাব-হিমালয়ান পশ্চিমবঙ্গও অন্তর্ভুক্ত: আইএমডি

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ভারতীয় আবহাওয়া দফতর আজ উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক অঞ্চলে, বিশেষ করে সাব-হিমালয়ান পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ও মণিপুরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে। এই অঞ্চলের কিছু স্থানে ভূমিধস ও জলাবদ্ধতার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।অন্যদিকে, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, কেরল, মাহে, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কারাইকাল, তেলেঙ্গানা ও উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশে আজ বজ্রবিদ্যুৎ ও ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। উপকূলবর্তী ও সমুদ্রগামীদের জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে।গুজরাট, রাজস্থান ও কচ্ছ অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থান, উত্তর গুজরাট এবং সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ জেলাগুলিতে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। কিছু স্থানে অতিভারী বৃষ্টির আশঙ্কাও রয়েছে। এই নিম্নচাপ আগামী দিনে পাকিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং ধীরে ধীরে দুর্বল হবে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সঙ্গে কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। নদীর জলস্তর নজরে রাখার জন্য প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়েছে।রাজধানী দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চলে ৯ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। মাঝে মাঝে হালকা বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে কিছুটা বেশি এবং রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা একটু কম থাকতে পারে।আবহাওয়া দফতরের মতে, আগামী কয়েকদিন সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে। পশ্চিম, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। নাগরিকদের ও প্রশাসনকে আবহাওয়ার সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক নির্দেশিকা মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে ডাকসু নির্বাচনে সেনার তরফে বার্তা জাতীয় নির্বাচনের মডেল বললেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

জাকির হোসেন, ঢাকা, ৯ সেপ্টেম্বর: দীর্ঘ সাত বছর পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন হলো মঙ্গলবার। একদা এই ডাকসু নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে থাকতো গোটা বাংলাদেশের রাজনীতি। কারণ দেশের রাজনীতির নিয়ামক শক্তি ছিলেন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। এখন সেই ধারার রাজনীতি দেশে নেই। ডাকসু-র কে নেতা হলেন, তা নিয়েও বিশেষ আগ্রহ নেই কারও। তবে, এবার ডাকসু ভোটের শেষ দিকে এসে মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী। এবারই প্রথম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্রভোটকে ঘিরে সেনা কর্তৃপক্ষ দু"দফায় বার্তা দিলো।

প্রথম দফার বার্তায় বলা হলো- ডাকসু ভোট নিয়ে তাদের কিছু করণীয় নেই। এ নিয়ে তাদের নজরদারিও নেই। দ্বিতীয় দফায় সোমবার ঢাকা সেনানিবাসে রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বলা হয়েছে, ডাকসু নির্বাচনের সঙ্গে সেনাবাহিনীর কোনও যোগাযোগ নেই। কিছু স্বার্থান্বেষী মহল নানা কথা অপপ্রচার করছে, যা ভিত্তিহীন।

ডাকসু ও হল (ছাত্রাবাস) সংসদের নির্বাচনে ভোটগ্রহণ মঙ্গলবার সকাল ন'টায় শুরু হয়ে শেষ হয় বিকেল চারটে নাগাদ। সোমবার সকাল থেকে বুধবার পর্যন্ত টানা তিন দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ত্রিস্তর নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন করেছে কর্তৃপক্ষ।

২০১৯ সালের ১১ মার্চ শেষ ভোটে ডাকসুর সহ-সভাপতি (ভিপি) হয়েছিলেন ছাত্র অধিকার পরিষদের তদানীন্তন নেতা নুরুল হক নুর। সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের গোলাম রব্বানী। সরকার নিষিদ্ধ করায় এবারের নির্বাচনে ছাত্রলীগ নেই। তবে জামায়াতের শাখা ইসলামী ছাত্রশিবির প্রচারে বিপুল অর্থ খরচ করে নজর কেড়েছে। এদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে বিএনপি-র ছাত্রদল এবং বামপন্থী ছাত্রজোটের। ডাকসু ভোটের সময় হঠাৎ কোনও রাজনৈতিক দুর্ঘটনার আশঙ্কায় বাড়তি সতর্কে ছিল পুলিশ ও গোয়েন্দারা।

এদিকে ডাকসু নির্বাচন-সহ অন্যান্য ছাত্র সংসদ নির্বাচন আগামী জাতীয় নির্বাচনের মডেল হবে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। চৌধুরী বলেন, অনেক বছর পর একটা নির্বাচন হচ্ছে। ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ আসেনি। নির্বাচন ভালো হচ্ছে। মঙ্গলবার ঢাকার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সভাকক্ষে আইনশৃঙ্খলা --- সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই কথা বলেন।

জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে জানিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ইতিমধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের টাকাপয়সার জন্য অর্থ মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠক করা হচ্ছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ডাকসু নির্বাচনে যাঁরা ভোট দিচ্ছেন, তাঁরা সবাই শতভাগ শিক্ষিত। জাতীয় নির্বাচনে যাঁরা ভোট দেবেন, তাঁরা শতভাগ শিক্ষিত নন। আবার ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার সবাই উচ্চ শিক্ষিত। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এমনটা হবে না।

জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে ডাকসু নির্বাচন পুরোপুরি মিলবে না জানিয়ে চৌধুরী বলেন, তবু ছাত্র সংসদ নির্বাচন আগামী জাতীয় নির্বাচনের একটি মডেল হিসেবে কাজ করবে। ডাকসুর পর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে। এসব নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়, সেই বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনা আছে বলে জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

এদিকে, ডাকসু নির্বাচন সরাসরি সম্প্রচারের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে এক সাংবাদিক মারা গেছেন। মঙ্গলবার নির্বাচন চলাকালীন এই ঘটনা ঘটে। মৃত সাংবাদিকের নাম তারিকুল শিবলী (৪০)। তিনি অনলাইন টেলিভিশন চ্যানেল "এস"-এর সিটি রিপোর্টার ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কার্জন হলের ভিতরে নির্বাচনের সরাসরি সম্প্রচারের সময় দুপুর ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ হঠাৎ করেই শিবলী অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে সহকর্মীরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) জরুরি বিভাগে নিয়ে যান, যেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার সহকর্মী সোহেল রানা বলেন, ''তিনি লাইভ সম্প্রচার করছিলেন, তখনই হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাই, কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে বাঁচাতে পারেননি।'' ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পুলিশ। ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ ফারুক বলেন, মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে এবং স্থানীয় থানায় বিষয়টি জানানো হয়েছে। চিকিৎসকরা প্রাথমিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করছেন, তবে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

অরুণাচল প্রদেশে প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গ পেপারলেস মন্ত্রিসভা বৈঠক

জিরো, ৯ সেপ্টেম্বর ডিজিটাল শাসনের পথে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করল অরুণাচল প্রদেশ সরকার। মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডুর নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রিসভা 'ক্যাবিনেট আপনার দ্বারে' কর্মসূচির অধীনে জিরোতে একটি পূর্ণাঙ্গ পেপারলেস বৈঠক করল। এই প্রথমবার রাজধানী ইটানগরের বাইরে অনুষ্ঠিত কোনও মন্ত্রিসভা বৈঠকে ই-ক্যাবিনেট অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।এই বৈঠকে রাজ্যের পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে 'অরুণাচল প্রদেশ শহর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা (সংশোধনী) বিল, ২০২৫'-এর খসড়া অনুমোদন করা হয়েছে। এই বিলের মাধ্যমে রাজ্যে নিয়ন্ত্রিত নগর উন্নয়ন সম্ভব হবে এবং কেন্দ্রের সংস্কার-সংযুক্ত প্রকল্পের অধীনে ১০০ কোটির প্রণোদনার যোগ্যতা অর্জন করবে রাজ্য। একইসঙ্গে শহরাঞ্চলের টেকসই উন্নয়নের জন্য মিউনিসিপ্যাল কর আদায় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মাবলিও অনুমোদিত হয়েছে।অগ্নি নিরাপত্তা পরিকাঠামো জোরদার করতে মেবো, কিমিন, দেওমালি ও লুংলা-তে চারটি নতুন অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যার জন্য ৬৮টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হবে। এছাড়াও, ভূমি বন্দোবস্ত আইনে সংশোধন করে সরকারী জমি কৃষি, আবাসন, বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রকল্পের জন্য সর্বোচ্চ ৫০ বছরের ইজারায় দেওয়া যাবে, যা পরবর্তীতে আরও ৪৯ বছর পর্যন্ত বাড়ানো যাবে।বৈঠকে আরও একাধিক দফতরের নিয়োগ বিধিতে সংশোধন আনা হয়েছে, যাতে প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়ানো যায়।রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু 'স্বচ্ছতা ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি পূরণের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ' বলে অভিহিত করেছেন। সরকারের লক্ষ্য, নাগরিক পরিষেবাগুলিকে আরও জনমুখী ও আধুনিক করে তোলা।

আসামের চা-জনজাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের জাতিগত স্বীকৃতি জটের অবসান, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ৯ সেপ্টেম্বর দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা জাতি শংসাপত্র ইস্যুতে সমাধানের পথে এগোলো আসাম সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সোমবার ঘোষণা করেছেন যে চা-জনজাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের জাতি শংসাপত্র সংক্রান্ত সমস্যার সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাধান হয়েছে। এই সমাধান সম্ভব হয়েছে আসাম টি ট্রাইব স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ও অল আদিবাসী স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ আসাম -এর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকার খুব শিগগিরই এ বিষয়ে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করবে।

এই আশ্বাস আসে এমন এক সময়ে, যখন তিনসুকিয়ার মাকুমে এনএইচ-৩৭-এ শত শত এএএসএএ সদস্য বিক্ষোভে নামে। তাদের দাবি ছিল, বর্তমানের ব্যাপক ও অস্পষ্ট শ্রেণিবিভাগের বদলে নির্দিষ্ট আদিবাসী পরিচয়ের ভিত্তিতে জাতি শংসাপত্র প্রদান করতে হবে। বর্তমানে রাজ্য সরকার চারটি বিভাগ চা-বাগান শ্রমিক, চা-বাগান জনজাতি, প্রাক্তন চা-বাগান শ্রমিক ও প্রাক্তন চা-বাগান জনজাতি এর আওতায় ওবিসি শংসাপত্র দিয়ে থাকে, যা বিক্ষোভকারীদের মতে প্রায় ১০০-রও বেশি পৃথক জাতিগোষ্ঠীর নিজস্বতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে মুছে দিচ্ছে।এএএসএএ নেতারা অভিযোগ করেন, এই শ্রেণিবিভাগের ফলে সাঁওতাল, ওড়াঁও, মুন্ডা, খরিয়া, ভুমিজ, তেলি, টাঁটি, কুর্মি, কর্মকার, মহতো, নাগবংশী, কানিকা ও রাজগড়-এর মতো জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র জাতিগত পরিচয় হারিয়ে যাচ্ছে। তারা হুঁশিয়ারি দেন, এই ইস্যুতে যদি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগেই সরকার কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়, তবে রাজনৈতিক পরিণতি ভোগ করতে হবে বিজেপি সরকারকে।বিক্ষোভ শেষে একটি স্মারকলিপি স্থানীয় সার্কল অফিসারকে জমা দেওয়া হয়। সংগঠন জানিয়েছে, সরকার যদি শীঘ্রই কোনও নির্দিষ্ট পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে তারা আন্দোলন আরও তীব্রতর করবে।মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার ফলে আপাতত কিছুটা উত্তেজনা প্রশমিত হতে পারে, তবে আদিবাসী নেতৃবৃন্দ সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া জানাতে রাজি নন।আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা, কারণ আদিবাসী জনগোষ্ঠী রাজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ভোটব্যাংক হিসেবে উঠে এসেছে।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T No: 10/EE/DIV-I/AMC/2025-26 **Dated : 03/09/2025**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC Invites Online Percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

Sl No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No. 28/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 6,36,836/-	Rs. 12,737/-	60 (Sixty) days
2	D.N.I.E.T No. 29/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 36,38,790/-	Rs. 72,776/-	90 (Ninety) days
3	D.N.I.E.T No. 30/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 30,69,646/-	Rs. 61,393/-	90 (Ninety) days

1. Last date and time for document downloading/bidding: **16-09-2025 at 14.00 Hrs/ 15.00 Hrs**
2. Time and date of opening of bid : **16-09-2025 at 16.00 Hrs (If Possible)**
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/-Illegible
(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division-I,
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T No: 11/EE/DIV-I/AMC/2025-26 **Dated : 08/09/2025**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC Invites Online Percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

Sl No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No. 31/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 7,17,164/-	Rs. 14,343/-	45 (Forty five) days

1. Last date and time for document downloading/bidding: **12-09-2025 at 14.00 Hrs/ 15.00 Hrs**
2. Time and date of opening of bid : **12-09-2025 at 16.00 Hrs (If Possible)**
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/-Illegible
(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division-I,
Agartala Municipal Corporation

মণিপুরে রাজ্যজুড়ে পুলিশের কড়া অভিযান, মাদক, জঙ্গি কার্যকলাপ ও মদ পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য

ইম্ফল, ৯ সেপ্টেম্বর মণিপুর জুড়ে বেআইনি কার্যকলাপ দমনে রাজ্য পুলিশ আরও একবার তীব্র তল্লাশি ও ধরপাকড় অভিযান চালিয়েছে। বিগত দুই দিনে চালানো এই অভিযান থেকে মাদক পাচারকারী, অবৈধ মদ ব্যবসায়ী, বিদ্রোহী সংগঠনের সদস্য ও বেআইনি যানবাহন চলাচলকারী একাধিক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। অভিযান জুড়ে রাজ্যজুড়ে প্রচুর পরিমাণে মাদক ও অস্ত্রসামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।৮ সেপ্টেম্বর, মোটরযান আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ৮৮ জনকে চালান কাটা হয়েছে এবং ১.২৭ লক্ষ জরিমানা আদায় করেছে পুলিশ। আগের দিন, ভিন্ন অভিযানে চারটি গাড়ি থেকে কালো ফিল্ম সরানো হয়েছে।চুরাচাঁদপুর জেলার সুয়াংদোহ গ্রামের থাংলুনপাউ সুকতে (৩২) ও হাউগিনলিয়ান ফাইপি (৩৫)-কে গুহ-১০২ঙ্ক-এর গুইতে রোড চেকগেট থেকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে একটি গাড়ি ও ১৭৬টি সাবানের কেসে ভরা ১.৯ কেজি ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে।একই দিনে ইম্ফল ইস্টের মহাবলি এলাকা থেকে ২৩ লিটার ডিআইসি মদ উদ্ধার করে পুলিশ, গ্রেফতার করা হয় সাতজনকে। অপরদিকে, কিরাও লৌথোক লৌকোন এলাকায় ইরিলবুং থানার পুলিশের অভিযানে একটি অস্থায়ী কোডিন সিরাপ বটলিং কারখানা ধ্বংস করা হয়। সেখান থেকে বটলিং মেশিন, প্লাস্টিক ক্যান, ১৪৬১টি খালি বোতল, ১৮৫টি ভর্তি বোতল ও অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।ইম্ফল ইস্ট থেকে আরিবাম মানসিশ (২৩) নামে এক যুবককে ১.৯৪ কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার করা হয়েছে। একইদিনে কেসিপি (আপুনবা সিটি মেইতেই)-এর সক্রিয় সদস্য অধিকারিময়ুম সতীশ কুমার (২০) ধরা পড়ে। তার কাছ থেকে বুলেট বাইক, মোবাইল ফোন, একাধিক সিম কার্ড, আধার ও প্যান কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে।অন্যদিকে, আরপিএফ/পিএলএ -এর সদস্য সাগলসেম অমরজিৎ সিং ওরফে সুরেন্দ্র ওরফে সাগর (৪৭)-কে ইম্ফল ওয়েস্ট থেকে স্কুল ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তোলা আদায়ের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন ও আধার কার্ড বাজেয়াপ্ত হয়েছে।সুরক্ষা বাহিনী গুহ-৩৭ রুটে জরুরি পণ্য বহনকারী ১৩০টি যানবাহনের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করেছে। রাজ্যের পার্বত্য ও সমতল অঞ্চলে মোট ১১৩টি চেকপয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে। তবে এসব তল্লাশিতে কোনো নতুন আটক বা গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেনি।মণিপুর পুলিশ জানিয়েছে, রাজ্যজুড়ে অপরাধ, মাদক পাচার ও জঙ্গি কার্যকলাপ রুখতে ভবিষ্যতেও এমন অভিযান আরও জোরদার করা হবে। সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে নজরদারি বজায় রাখতে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে চলমান তল্লাশি অভিযান অব্যাহত থাকবে।

PNIe-T No.:- 19/EE/DD/PWD(R&B)/2025-26
Dated. 06-09-2025.

The Executive Engineer, PWD (R&B) Dharmanagar Division, Dharmanagar (N) Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following works:

Email address: eedmr.rnb@gmail.com

1. DNIT No.: 70/EE/DD/PWD(R&B)/2025-26
2. DNIT No.: 71/EE/DD/PWD(R&B)/2025-26
3. DNIT No.: 72/EE/DD/PWD(R&B)/2025-26
4. DNIT No.: 73/EE/DD/PWD(R&B)/2025-26

Period of downloading of biding documents from 06-09-2025 to 15-09-2025.
Deadline for online bidding :- 15-09-2025 up to 3:00 PM.
Date and Time of opening bid :- 15-09-2025 at 4.00 PM.
Place of opening of bids :- Executive Engineer, PWD (R&B), Dharmanagar Division, Dharmanagar,(N) Tripura.
For details please contact to the office of the undersigned.
For details please visit https://tripuratenders.gov.in

For and behalf of the Governor of Tripura.
Executive Engineer PWD (R&B)
Dharmanagar Division
Dharmanagar,(N) Tripura

ICA/C-2201/25

বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে ২০২৪-২৫ ইং শিক্ষাবর্ষে OBC ছাত্রছাত্রীদের এককালীন আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন পত্র আহ্বান করা হয়েছিল এবং প্রাপ্ত সমস্ত আবেদন পত্রগুলি থেকে, মেধার ভিত্তিতে শর্তধীন পার্থীর তালিকা প্রকাশিত করা হয়েছিল, উক্ত তালিকা থেকে যাচাই বাছাইয়ের পর মেধার ভিত্তিতে পার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। নির্বাচিত পার্থীর তালিকা সকলের অবগতির জন্য অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের Website.www.obcw.tripura.gov.in এ দেওয়া হয়েছে এবং দপ্তরের নোটিস বোর্ডেও দেখা যেতে পারে। পূর্বের শর্তাবলী প্রযোজ্য।

বিস্তারিত বিবরনের জন্য অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর, গোর্খাবস্তি, এয়ারপোর্ট রোড, আগরতলা যোগাযোগ করা যেতে পারে। ওয়েবসাইটঃ www.obcw.tripura.gov.in দূরভাষ নম্বরঃ- (০৩৮১)২৩২-৯০৩৪ Whatsapp Number - 8729899332

নির্মল অধিকারী, আই.এ.এস
অতিরিক্ত সচিব এবং অধিকর্তা
অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর

ICA/D-933/25

Short Notice Inviting Tender

Sealed Tenders are hereby invited by the Directorate of Information Technology, Govt. of Tripura, ITI Road, Indranagar, Agartala-6 for arrangement of following:-

1. Video Conferencing and live interaction from event location and 2 other Government colleges
2. Video Conferencing with 4 nos. of Government Colleges of Unokoti and North Tripura District.
3.
Video Conferencing in Government Colleges during the event from Adwita Malla Barman Smriti Mahavidyalaya, Amarpur
4. Video conferencing with 2 Government colleges of Dhalai District.
5. Arrangement of LED Display Unit(s) and operation

Detailed terms & conditions may be seen at www.dit.tripura.gov.in. The interested tenderers may submit the tender at the office of the undersigned on or before 12th September, 2025.

Director
Directorate of IT,
Govt. of Tripura

ICA/C-2207/25

এক দেশ এক নির্বাচন নিয়ে মঙ্গলবার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ওজন কমাতে ডেইলি ওয়ার্কআউটের পাশাপাশি এই পানীয় ব্যবহার করুন

শরীরের মেদ ঝরানোর জন্য আমরা কত কী না করে থাকি! ঘুম থেকে উঠেই সকালে খালিপেটে বিভিন্ন পানীয়ে চুমুক দিই। এই পানীয়গুলি হজম শক্তি বাড়নোর পাশাপাশি বিপাকহার বৃদ্ধি করে। কিন্তু আপনি কি জানেন, রাত্রে ডিনার সেরেও আপনি বেশ কিছু পানীয়ে চুমুক দিতে পারেন? এতে দ্রুত মেদ ঝরার সম্ভাবনা থাকে।

ডেইলি ওয়ার্কআউটের পাশাপাশি এমন ৫ পানীয় ব্যবহার করে মাত্র চার মাসে ২৫ কেজি ওজন কমালেন একজন ফিটনেস প্রশিক্ষক। আমাকা তাঁর ইনস্টাগ্রাম পেজ 'শ্রেড উইথ আমাকা'-তে সম্প্রতি এই ৫টি পানীয় সম্পর্কে জানিয়েছেন। ডিনার শেষে আপনিও এই পানীয়গুলিতে চুমুক দিতে পারেন। রইল তালিকা।

ঈষদুষ্ণ লেবু-জল- অনেকেই সকালে খালিপেটে উষ্ণ জলে পাতি লেবু মিশিয়ে খান। কিন্তু এই পানীয় সকালের পরিবর্তে যদি রাতে খাওয়া যায়, তাহলে উপকার মেলে আরও বেশি। ঘুমনোর অন্তত ৩০ মিনিট আগে এই পানীয়টি খেতে হবে। লেবুতে থাকা পেকটিন ফাইবার ওজন কমাতে সাহায্য করে।

দারুচিনি চা- দারুচিনি চা রাতে ডিনার শেষে পান করলে দায়ণ ফল মেলে। ঘুমের মধ্যেই ফ্যাট গলাতে সাহায্য করে এই চা। দারুচিনি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে শরীরে চর্বি জমতে পারে না। মেটাবলিজম উন্নত করতে সাহায্য করে। এটি ফাইবার সমৃদ্ধ হওয়ায় খিদে কমায়। ঘুমোতে যাওয়ার অন্তত ৩০ মিনিট আগে দারুচিনির চা খেতে হবে।

আদা চা- প্রতি রাতে ডিনার সেরে আদা চা পান করলে ঘুম ভালো হয়। আদায় থাকা উপাদান বিপাকহার বৃদ্ধির পাশাপাশি খিদে নিয়ন্ত্রণেও সহায়ক। বদহজম দূর করার পাশাপাশি ফ্যাট পুড়িয়ে ফেলতেও আদা অপরিহার্য।

আপেল সিডার ভিনেগার- এক গ্লাস গরম জলে এক বা দু'চামচ আপেল সিডার ভিনেগার মিশিয়ে পানীয় তৈরি করুন। এই পানীয় ডিনারের পর খেলে ওজন কমে। এতে থাকা অ্যাসিটিক অ্যাসিড ক্ষুধা কমায়। বিপাক ক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে।

ক্যামোমাইল টি- এটি হল রাতের আদর্শ পানীয়। ক্যামোমাইল হল এক ধরনের ফুল। এর মধ্যে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি যৌগগুলি বহু শারীরিক সমস্যায় কাজে লাগে। ওজন কমাতে এই চা-এর তুলনা হয় না

মহিলাদের মধ্যে বাড়ছে হার্ট ব্লকের সম্ভাবনা

হৃদরোগ এখন আর শুধুই পুরুষদের রোগ নয়। এদেশে নারীদের মধ্যেও করোনারি আর্টারি ডিজিজ বা হৃদযন্ত্রে ধমনি ব্লক হয়ে যাওয়া রোগ ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নারীদের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে CAD। আরও আশঙ্কার বিষয় হল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই রোগের পেছনে বংশগত ঝুঁকি থেকে শুরু করে একাধিক শারীরিক ও মানসিক কারণ জড়িয়ে আছে। নারীরা CAD-তে আক্রান্ত হলে, পুরুষদের তুলনায় তাঁদের বয়স

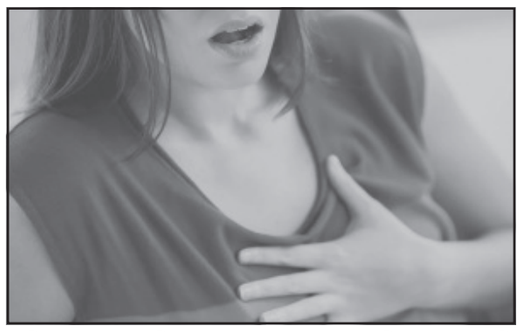

বেশি হয় এবং একাধিক রকমের কার্ডিওভাসকুলার (হৃদসংশ্লিষ্ট) ঝুঁকি তাঁদের শরীরে আগে থেকেই উপস্থিত থাকে। পুরুষদের থেকে প্রায় ১০ বছর বয়সে পিছিয়ে থাকলেও, ধূমপান, ডায়াবেটিস এবং অকাল মেনোপজ নারী শরীরের ন্যাচারাল ডিফেন্স মেকানিজম বা সুরক্ষা ধ্বংস করে দেয়। ফলে অসুখ বাড়ছে।

রিস্ক ফ্যাক্টর- নারীদের হৃদরোগের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ রিস্ক ফ্যাক্টর কাজ করে। যে ফ্যাক্টরগুলো পুরুষদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না বা তুলনায় কম হয়। সেগুলি হল মেনোপজ বা ঋতু বন্ধের পর ইস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রা কমে যাওয়া, যা শরীরকে ঠিকমতো সুরক্ষা দিতে সক্ষম। ব্যহত হয় সেই প্রক্রিয়া। গর্ভাবস্থায় জটিলতা। যেমন উচ্চ রক্তচাপ, গর্ভকালীন ডায়াবেটিস। অকাল প্রসব। পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম। অকাল মেনোপজ। রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া। মাইগ্রেন ও দীর্ঘস্থায়ী অবসাদ। অটোইমিউন ডিজিজ। যেমন রিউমাটয়েড আথ্রাইটিস ও সিস্টেমিক লুপাস। এই সমস্ত উপসর্গ নারীদের হৃদরোগের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। ডায়াবেটিস ও ধূমপানে নারীর দ্বিগুণ বিপদ ডায়াবেটিস আক্রান্ত নারীদের CAD-তে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা পুরুষদের তুলনায় সাতগুণ বেশি। পাশাপাশি ধূমপান নারীদের শরীরে ইস্ট্রোজেন হরমোনের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দিয়ে হৃদরোগের আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে। ফলে নারীরা পুরুষদের তুলনায় আরও তাড়াতাড়ি ও ভয়ঙ্কর রকমের হার্ট অ্যাটাকের মুখোমুখি হন। আর্থসামাজিক পরিস্থিতি ও মানসিক চাপ-ভারতের মতো দেশে, নিম্ন-আর্থসামাজিক স্তরের নারীদের মধ্যে হৃদরোগের প্রকোপ তুলনামূলক বেশি। একইসঙ্গে আধুনিক জীবনের দ্রুতগামীতা, শহুরে একাকীত্ব, কর্মজীবী মহিলাদের প্রচণ্ড মানসিকচাপ-সব মিলিয়ে ডিপ্রেশন এখন মহিলাদের নিত্য সঙ্গী। যা নারীদের হৃদরোগের একটা বড় কারণ হয়ে উঠছে।

পুজোয় অ্যাসিডিটি থেকে চটজলদি বাঁচতে কী করবেন

পুজোর ক'দিন জমিয়ে খাওয়াদাওয়া! তবে তা নিয়ম মেনে হওয়ার উপায় কই? একদিকে চলে রাত জেগে ঠাকুর দেখার পর্ব। অন্যদিকে অসময়ে বাইরের স্পাইসি খাবারদাবার খাওয়া। পুজোর পাঁচদিন নিয়ম ভাঙার অনিয়মই যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়ায় ছোট-বড় সকলের জন্য। মন মেনে নিলেও, শরীর কেন সইবে এই অত্যাচার? বাইরের ফাস্ট ফুডই হোক বা মশলাদার খাবার, সমস্যা তৈরি করে নিমেষেই। তাই এ সময় গ্যাস-অম্বলে ভোগার সম্ভাবনা থাকে খুব বেশি। পুজোর সময় যাতে অ্যাসিডিটির খপ্পরে পড়ে কাবু না হতে হয়, তার জন্য রইল কিছু ঘরোয়া টিপস। এগুলি মেনে চললেই মুশকিল আসান।

মৌরি: পুজোর কটা দিন খাবার খাওয়ার পর মুখশুদ্ধি হিসেবে মৌরি রাখুন। মৌরিতে রয়েছে অ্যানিথোল যৌগ। এটি আমাদের হজম প্রক্রিয়াকে উন্নত করে। পেটের মধ্যে অ্যাসিডের উৎপাদন কমায়। পরিপাকতন্ত্রের সুস্থতা বজায় রাখে। ফলে, খাবারে অনিয়ম বা অতিরিক্ত খাওয়া-দাওয়া হলেও খুব একটা সমস্যা তৈরি হবে না। আদা: পুজোর পাঁচদিন নিয়ম করে প্রতিদিন সকালে আদা ভেজানো জল ফুটিয়ে খান। আদাতে রয়েছে জিঞ্জেরল নামক উপাদান। এটি পাকস্থলীর অ্যাসিড উৎপাদন কমায়। গ্যাস অম্বল দূর করে। তাই, সারারত আদা কুচি জলে ভিজিয়ে রাখুন। সকালে উঠে সেই জল ফুটিয়ে খেয়ে নিলেই বদহজম নিয়ে আর কোনও দুশ্চিন্তা থাকবে না।

জোয়ান: ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে অতিরিক্ত খাওয়া হয়ে গিয়েছে? আর তাতেই প্রাণ আইঢাই শুরু হয়ে গেছে আপনার! এখন উপায়? কুছ পরোয়া নেহি। পকেটে রাখুন কাঁচা জোয়ান। জোয়ানে রয়েছে থাইমল নামক যৌগ। এটি হজমে সহায়ক উৎসেচক বাড়িয়ে হজমে সাহায্য করে। এছাড়া জোয়ানে থাকা সোডিয়াম শরীরে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ভারসাম্য বজায় রাখে। ফলে, অ্যাসিডিটির ভয় থাকে না।

কলা: প্রতিদিন সকালে একটা করে কলা খান। কলা প্রাকৃতিক অ্যান্টাসিড হিসাবে কাজ করে পাকস্থলীর অতিরিক্ত অ্যাসিডকে প্রশমিত করতে পারে। আবার অ্যাসিড রিফ্লাক্সের ফলে সৃষ্ট অস্বস্তি কমাতেও এর জুড়ি মেলা ভার। হাতের কাছে এই ক'টি জিনিস রাখলেই হবে। কোনওরকম চিন্তা না বাড়িয়ে পুজোতে কবজি ডুবিয়ে খাওয়া-দাওয়া করুন। অ্যাসিডিটি থেকে চটজলদি রেহাই পেতে এই ঘরোয়া টিপস মেনে চললেই ফল পাবেন।

পুজোর আড্ডায় চায়ের সঙ্গে 'টা'

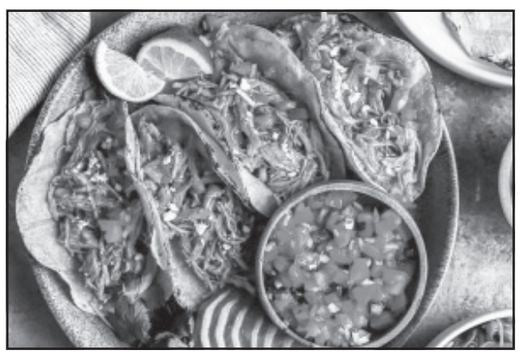

পুজোর কদিন বাড়িতে অতিথি সমাগম লেগেই থাকে। আর স্নাকস না থাকলে কি আড্ডা জমে? অগত্যা হেঁশেলমুখো হতেই হয়। কারণ অনলাইন অর্ডার এসময়ে সময়সাপেক্ষ। তবে কুছ পরোয়া নেহি! ঝটপট চিকেনের এমন কয়েকটি স্নাকসের রেসিপি জেনে নিন যেগুলো বানাতে সময় কম লাগলেও স্বাদে রেস্তরাঁকেও দশ গোল দেবে।

চিকেন পপকর্ন- ম্যারিনেশনের জন্য উপকরণ- চিকেন ব্রেস্ট (ছোট কিউব কাট) — ২ কাপ, আদাবাটা — ১ চা-চামচ, রসুনবাটা — ১ চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়ো --- ১ চা-চামচ, নুন পরিমাণমতো, লাল লঙ্কাগুঁড়ো — আধ চা-চামচ ও বাটার মিল্ক (১ কাপ দুধে ১ টেবিল চামচ ভিনিগার/লেবুর রস ৫ মিনিট রেখে বানানো)।

শুকনো উপকরণ- ময়দা — ১ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার — ২ টেবিল চামচ, লাল মরিচগুঁড়ো — ১ চা-চামচ, মেশানো হার্বস— ১ চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়ো— আধ চা-চামচ, তেল পরিমাণমতো। প্রণালী— একটি পাত্রে ম্যারিনেশনের সব গুঁড়োমশলা একসঙ্গে চিকেন ব্রেস্টের ভাল করে মিশিয়ে নিন। রেখে দিন ১ ঘণ্টা। এবার ম্যারিনেট করা চিকেনে বাটার মিল্ক দিয়ে আরও ১ ঘণ্টা রেখে দিন। একটি ছড়ানো পাত্রে ময়দা-সহ সব শুকনো উপকরণ মিশিয়ে নিন। চিকেন ব্রেস্টের টুকরোগুলো শুকনো ময়দায় ভালো করে মিশিয়ে তুলে রাখুন। কড়াইতে অনেকটা তেল গরম করতে দিন। তেল গরম হলে ময়দায় গড়ানো টুকরো মাঝারি আঁচে ভেজে তুলে পছন্দমতো সস দিয়ে গরম—গরম পরিবেশন করুন।

টক-ঝাল শ্রেডেড চিকেন

উপকরণ- সেদ্ধ চিকেন (১ কাপ) (ঝিরি করে জুলিয়ান করে কাটা), পেঁয়াজ কুচি (১টি বড় পেঁয়াজ খুব পাতলা করে কুচানো), ক্যাপসিকাম কুচি (লাল, সবুজ) (২ টেবল চামচ), কাঁচা লঙ্কা কুচি লম্বা করে (২ টি), আদা কুচি (লঙ্কা করে ১ টেবল চামচ), নুন (স্বাদমত), লাইট সয়া সস (২ চা চামচ), আধভাঙা মরিচ গুঁড়ো (১ চা চামচ), সাদা তেল (২ টেবল চামচ)। প্রণালী- প্রথমে ননস্টিক প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে হালকা করে ভেজে তাতে সেদ্ধ জুলিয়ান চিকেন দিন। এবার আঁচ কমিয়ে একে একে সব উপকরণগুলো দিয়ে স্টার ফ্রাই করে নিন। চিকেন ও সবজি মিলেমিশে গেলে নামিয়ে নিন। স্ন্যাকসের পাশাপাশি চাইলে চাইলে রুটি বা ব্রেডের সঙ্গেও পরিবেশন করতে পারেন।

উপকরণ- চিকেন (বোনলেস, ২০০ গ্রাম), গোলমরিচগুঁড়ো (আধ-চা চামচ), নুন (স্বাদ মতো), লাল লঙ্কা গুঁড়ো (১ চা-চামচ), কাঁচালঙ্কা (২ টি), আদা রসুন বাটা (২ চামচ), হলুদ গুঁড়ো (১/৪ চা-চামচ), পিৎজা চিজ (গ্রেটেড, ৫০ গ্রাম), সাদা তেল (ভাজার জন্য)।

প্রণালী- একটা মিক্সিতে চিকেন, নুন, কাঁচালঙ্কা, লাল লঙ্কাগুঁড়ো, আদা-রসুন বাটা ও গোলমরিচ দিন। ভালো করে ব্লেন্ড করুন যাতে মিহি হয়। আধঘন্টা ফ্রিজে রেখে দিন। একটা বাটিতে বেসন, নুন, জল, বেকিং সোডা মেশান। ভালো করে ফেটিয়ে নিন যাতে দলা না থাকে। চিকেনের মিশ্রণ ফ্রিজ থেকে বের করে নিন। একটা বড়ো পাত্রে তেল ব্রাশ করে মিশ্রণটা ছড়িয়ে রাখুন। তার উপর গ্রেটেড চিজ বিছিয়ে দিন। সেখান থেকে অল্প মণ্ড তুলে মুড়ে ছোট বল তৈরি করুন। প্যানে তেল গরম করুন। চিকেন বলগুলো বেসনের গোলায় ডুবিয়ে লালচে করে ভেজে তুলুন। চাটনির সাথে পরিবেশন করুন।

পুজোর আগে লেমনগ্রাস ব্যবহারে সুস্থ রাখুন চুল

পুজোর আগে রূপচর্চায় কোনও ত্রুটি না রাখতে পার্লার থেকে শুরু করে ঘরোয়া টোটকা সবেতেই কমবেশি ভরসা রাখেন অনেকেই। অনেকেই এক্ষেত্রে বেছে নেন ভেষজ নানা উপাদান। এক্ষেত্রে বেছে নিতে পারেন লেমনগ্রাস। মনে রাখবেন লেমনগ্রাস দিয়ে বানানো চা যেমন আপনার মন-মেজাজ চাঙ্গা করে দেয় তেমনই ভালো রাখে চুলের স্বাস্থ্য। কীভাবে জেনে নিন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, লেমনগ্রাসে রয়েছে এমন কিছু উপাদান যা আপনার চুলের স্বাস্থ্য উন্নত রাখে। খুশকি নিয়ন্ত্রণ করে। শুধু তাই নয় চুল পড়ার সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি স্ক্যাল্পে রক্তচলাচলেও সাহায্য করে। লেমনগ্রাসে থাকা আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, ফোলেট, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি ইত্যাদি উপাদান রয়েছে ফোলেটে। লেমনগ্রাস চুলে পিএইচ ব্যালান্স বজায় রাখতে সাহায্য করে। লেমনগ্রাসে থাকা রয়েছে অ্যান্টিসেপটিক যা স্ক্যাল্পে যে কোনও ছত্রাকঘটিত আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। প্রথমে একটি পাত্রে জল গরম করে নিয়ে তাতে বেশ কয়েকটি লেমনগ্রাসের পাতা দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিন। এরপর আঁচ বন্ধ করে ওই পাত্রের মুখ কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রেখে দিন। এরপর ছেঁকে নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা রোজমেরি ওয়েল দিয়ে মিশিয়ে নিন। চাইলে এতে অ্যালোভেরা জেলও ব্যবহার করতে পারেন। শ্যাম্পু করার পর চুল ধুয়ে নিয়ে এরপর লেমনগ্রাসের জল দিয়ে চুলটা ধুয়ে নিয়ে মাথায় ম্যাসাজ করে নিন। সপ্তাহে দু'দিন এইভাবে ব্যবহার করুন লেমনগ্রাস। পুজোর আগেই মিলবে ফল।

পুজোয় জেল্লাদার ত্বক পেতে বাড়িতেই করুন ফ্রুট ফেসিয়াল

পুজো আসতে হাতে আর মাত্র এক মাস। সুতরাং উৎসবের দিনগুলোয় 'সখার প্রেমে অলক্ষ্য প্রাণের অমূল্য হেমে' সেজে ওঠার অর্থাৎ ত্বকচর্চা, কেশচর্চার মোক্ষম সময় এটাই। অপেক্ষা না করে এখন থেকেই ত্বকচর্চা শুরু করে দিন। তবে বাজারচলতি প্রসাধনীদ্রব্য দিয়ে নয়, বরং বাড়িতেই ফল দিয়ে নিয়ম করে ফ্রুট ফেসিয়াল করুন। পার্লারের জন্য গাঁটের কড়িও খসবে না, আবার ভিড়ে লাইনও দিতে হবে না।

ফ্রুট ফেসিয়াল যেমন ত্বককে পুষ্টি জোগায়, তেমনই জেল্লাদারও করে তোলে। আর এই ত্বকচর্চার জন্য পুজোর আগে পার্লারে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ না করলেও অসুবিধে নেই। শুধুমাত্র ফল দিয়েই হবে কেল্লাফতে। পেঁপে, কলা, কমলালেবু, বেদানা- এই ফলগুলি কিন্তু ত্বকের জেল্লা ফেরাতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে।

উল্লেখ্য, ফ্রুট ফেসিয়াল করার আগে সবার প্রথমে স্ক্রাবিং দরকার। টক দইয়ের সঙ্গে ওটস মিক্সারে পেস্ট করে নিয়ে তাতে মধু দিন। সেটা মুখে, গলায়, কাঁধে লাগিয়ে মিনিট পনেরো রেখে হালকা শুকোতে দিন। এরপর ইষদুষ্ণ জল দিয়ে সার্কুলার মোশনে আসতে আসতে শুষ্ক চামড়ার জায়গাটা ঘষুন। তারপর ধুয়ে ফেলুন। এবার ফ্রুট ফেসিয়ালের পালা। বেদানার রসের সঙ্গে ময়দা, মধু মিশিয়ে ফেস মাস্ক তৈরি করুন। দেখবেন ত্বক ঝকঝকে হয়ে উঠবে। যাঁদের শুষ্ক ত্বকের সমস্যা রয়েছে তাঁরা অবশ্যই ব্যবহার করুন কলা। কলার মধ্যে ভিটামিন কে, সি, ই, ফাইবার রয়েছে। যা ত্বকের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার হিসাবে কাজ করে। একটি কলা চটকে নিয়ে সারা মুখে ভালো করে মেখে নিন। একটু শুকিয়ে টান ধরে এলে ধুয়ে ফেলুন। আরেকটি ফ্রুট ফেসিয়ালও দারুণ কার্যকরী। কীভাবে এই ফেসিয়াল করবেন, তাই তো? তাহলে জেনে নিন। পাকা পেঁপে চটকে নিয়ে তার মধ্যে মধু মিশিয়ে নিন। কিছুক্ষণ রেখে হালকা উষ্ণজলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন ত্বক ঝকঝকে হয়ে উঠবে। পুজোর আগে সপ্তাহে অন্তত দিন দুয়েক সময় করে করুন। তাহলেই দেখবেন প্যান্ডেলে আপনিই হয়ে উঠবেন অনন্যা। ত্বকের লাবণ্য বাড়াতে দিন দুয়েক অন্তর টম্যাটোর রসও লাগাতে পারেন। পনোরো মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। কাঁচা দুধের সঙ্গে বেসনের ফেসপ্যাকও খুব উপকারী।

অন্ত্রের সমস্যার কারণ হতে পারে মানসিকও

কিছু খেলেই গ্যাস-অম্বলে ভোগেন! দিনভর বুক জ্বালা, পেট ব্যথার সমস্যা চলতেই থাকে? বাজার চলতি গ্যাসের ওষুধ খেয়ে সাময়িক স্বস্তি মিললেও, সুরাহা কিছুতেই হয় না। নিয়ম মেনে খাওয়া-দাওয়া ও পর্যাপ্ত বিশ্রামের পরও একই হাল? তাহলে জেনে রাখা প্রয়োজন, আপনার পেটের সমস্যার মূলে রয়েছে দিনভর দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ। আজ্ঞে হ্যাঁ, অন্ত্রের স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হওয়ার মূলে রয়েছে আপনার মানসিক অবস্থা। এমনই জানাচ্ছে সাম্প্রতিক গবেষণা।

আপনার মেজাজের উপরই নির্ভর করে আপনার হজমের স্বাস্থ্য। কর্পোরেট লাইফ, অত্যাধিক ব্যস্ততা, মানসিক চাপ, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার সূক্ষ্ম ভারসাম্যকে ব্যহত করে। ধীর বা ত্বরান্বিত করে হজম প্রক্রিয়াকে। এমনকী প্রভাবিত করতে পারে ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোমের মতো অবস্থাকেও। হার্ভাড হেলথ পাবলিশিং-এর একটি তথ্য মতে, উদ্বেগ, চাপ বা উত্তেজনার মতো আবেগগুলি গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সিস্টেমকে প্রভাবিত করে। এমনকী এনআইএইচ- এ প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে, অত্যাধিক মানসিক চাপ অন্ত্রের স্বাস্থ্যকে দুর্বল করে তোলে। পেটের উপকারী জীবাণু হ্রাস করে। পরিবর্তে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে বমি ভাব, পেট ব্যথা, বদহজম, গ্যাস-অম্বল লেগেই থাকে।

(১) উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা কিংবা যেকোনও মানসিক চাপ থেকে বেরোনোর চেষ্টা করুন। অযথা উত্তেজিত হয়ে উঠবেন না। প্রতিদিন আধ ঘন্টা করে যোগব্যায়াম করুন। খাওয়ার পর ৫ মিনিট বজ্রাসনে বসে থাকুন। নিয়মিত ও দীর্ঘ অভ্যাসে সুফল পাবেন। সঙ্গে অন্যান্য সমস্যাও ধীরে ধীরে দূর হবে। (২) ফাস্ট ফুড খাওয়া বন্ধ করুন। মশলাদার ও ভাজাভুজি থেকে দূরে থাকুন। বেশি করে ফাইবার যুক্ত খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন। এতে বদহজমের সমস্যা কমবে। পেটের স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। (৩) সকালে ঘুম থেকে উঠেই তামার পাত্রে ভেজানো জল পান করুন। এতে গ্যাস-অম্বলের সমস্যা চিরতরে মিটবে। এছাড়াও দৈনিক ৩ লিটার জল প্রতিদিন পান করুন। শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করে শরীরকে সতেজ ও সুস্থ রাখবে। (৪) প্রতিদিন সকালে ৩০ মিনিট শরীরচর্চা করুন। যোগব্যায়ামের পাশাপাশি প্রাণায়াম করুন। সময়ের অভাব হলে অন্তত ১৫ মিনিট অনুলোম-বিলোম, কপালভাতি বা যেকোনও সহজ প্রাণায়াম অভ্যাস করতে পারেন। এতে অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ধীরে ধীরে হজম প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

পুজোর আগেই চুলের জেল্লা ফেরাতে ব্যবহার করুন গ্রিন কফি

সারা বছর ধরেই চুল পড়ার সমস্যায় জেরবার? সেই সমস্যা আরও কয়েক গুণ বাড়ে যখন বর্ষাকাল আসে। ব্যয়বহুল চিকিৎসাও সবসময় চুলের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে পারে না। তাই বিভিন্ন প্রাকৃতিক জিনিসের উপরই ভরসা রাখেন অনেকে। এই মুহূর্তে ভীষণ ট্রেন্ডিং গ্রিন কফি দিয়ে চুলের পরিচর্য্যা। সামনেই পুজো। উৎসবের দিনগুলোয় চুলের জেল্লা বাড়াতে গ্রিন কফি ব্যবহার করুন। কীভাবে ব্যবহার করবেন? গ্রিন কফি জল দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিন। মিশ্রণটি স্বাভাবিক তাপমাত্রায়

এলে তা দিয়ে ভালোভাবে চুল ধুয়ে ফেলুন। মনে রাখবেন গ্রিন কফিতে থাকা প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট চুলের টক্সিন দূর করতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয় চুলের ফলিকলে পুষ্টি জোগাতেও সাহায্য করে।

এছাড়াও গ্রিন কফি গুঁড়ো করে অলিভ অয়েলের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে তা শ্যাম্পু করার আগে মাথায় ভালো করে ম্যাসাজ করে নিন। মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালনাতেও সাহায্য করে এই উপাদান। শুধু তাই নয় এতে থাকা প্রচুর পরিমাণে অ্যামিনো অ্যাসিড চুল জটমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, হেয়ার প্যাক হিসাবেও গ্রিন কফি ব্যবহার করতে পারেন। গ্রিন কফি গুঁড়োর সঙ্গে অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে মাথায় আধঘণ্টা মেখে তারপর শ্যাম্পু করে নিন। এতে ফল মিলবে হাতেনাতে এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

মঙ্গলবার সদর জেলা কংগ্রেসের তরফে পুর নিগমে অফিসে ডেপুটেশন। ছবি নিজস্ব।

‘রাহুল-প্রিয়াঙ্কা মডেলে’ সন্তানদের দলীয় নেতৃত্বে আনছেন শেখ হাসিনা

জাকির হোসেন, ঢাকা, ৯ সেপ্টেম্বর: ১৯৮১ সালের ১৭ মে থেকে আজ অবধি, একটানা চুয়াল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা। দল ও রাজনীতির প্রতিটি পদক্ষেপে তিনিই শেষ কথা। কিন্তু এত বছরেও উত্তরাধিকার নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলেননি তিনি। গত বছরের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে দলের সংগঠন ভেঙে পড়েছে। বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার দলটির কার্যক্রমও নিষিদ্ধ করে রেখেছে। ফলে সামনে এসেছে সেই পুরনো প্রশ্ন ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগের হাল ধরবেন কে?

ভারতে নির্বাসিত জীবনে ৭৮ বছরে পা দিতে চলা শেখ হাসিনা এখন বাধ্য হচ্ছেন সেই উত্তরাধিকার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে। দলীয় সূত্রের খবর, ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এবং বোন শেখ রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববিকে নেতৃত্বের জন্য গড়ে তুলতে চাইছেন হাসিনা অনেকটা ভারতের কংগ্রেসে রাহুল-প্রিয়াঙ্কার মতো যৌথ মডেলের ধাঁচে, এমনটাই উঠে এসেছে বিবিসি বাংলার প্রতিবেদনে।

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, সজীব ওয়াজেদ জয় মার্কিন নাগরিক হলেও দলে মুখপাত্রের ভূমিকা নিচ্ছেন। তিনি সমাজমাধ্যম ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে মায়ের পক্ষে বক্তব্য রাখছেন। অন্যদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালক পদ থেকে ছুটিতে পাঠানোর পর সায়মা সরাসরি রাজনীতিতে সক্রিয় হয়েছেন ভাষণের খসড়া তৈরি থেকে শুরু করে দিল্লিতে নেত্রীর পক্ষ থেকে বৈঠক করা পর্যন্ত। দলীয় এক নেতা বলেন, “হাসিনা ধীরে ধীরে ছেলেমেয়ের উপরেই ভরসা বাড়াচ্ছেন।” তবে প্রকাশ্যে কেউ নাম প্রকাশ করে কথা বলতে চাননি।

হাসিনা সরকারের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত অবশ্য দাবি করেছেন, ”এই মুহূর্তে আমাদের অগ্রাধিকার বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার। কে কোন পদে থাকবে সেটা এখন আলোচনাই হচ্ছে না।” তবে তাঁরও স্বীকারোক্তি, হাসিনার পরিবারের সকলে এখনই সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন।

‘রাহুল-প্রিয়াঙ্কা মডেলেই’ হাসিনা: বয়স ও শারীরিক সমস্যার কারণে সোনিয়া গান্ধী যত পিছিয়ে যাচ্ছেন, ততই কংগ্রেসে নেতৃত্ব সামলাচ্ছেন তাঁর ছেলে-মেয়ে রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। সোনিয়া এখনও রাজ্যসভার সাংসদ ও সংসদীয় বৈঠকে সক্রিয়। তবে দলের আন্দোলন, ধরনা বা সাংবাদিক বৈঠকের মুখ আজ রাহুলই। পাশে প্রিয়াঙ্কা কিন্তু কখনোই বড় ভাইকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি।

গত লোকসভা ভোটে প্রিয়াঙ্কা নিজে দাঁড়াননি। তখনই বলেন, “এটা রাহুল গান্ধীর নির্বাচন, আলোটা ওর দিকেই থাকুক।” পরে রাহুল দুটি আসনেই জয়ী হলে কেরালার ওয়েনাড ছেড়ে দেন। সেখান থেকে প্রিয়াঙ্কা জয়ী হয়ে সংসদে এলেও বিরোধী দলনেতা রাহুলই রইলেন। অথচ প্রিয়াঙ্কাই ১৯৯৯ থেকে মায়ের হয়ে প্রচারে সক্রিয়, আর রাহুল রাজনীতিতে আসেন ২০০৪-এ। আজ কংগ্রেস চলছে ‘রাহুল সামনে, প্রিয়াঙ্কা পাশে’ মডেলেই।

আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রেও শেখ হাসিনা নাকি সেই একই ফর্মুলাই প্রয়োগ করতে চাইছেন দাবি ঘনিষ্ঠ সূত্রের। হাসিনা-গান্ধী পরিবারের সম্পর্কও পুরনো। সমবয়সী দুই নেত্রী সোনিয়া ও হাসিনা নিয়মিতই দেখা করেছেন, এমনকি বিজেপি আমলেও।

২০২৩ সালের সফরে হাসিনা বারবার রাষ্ট্রদূতকে বলেছিলেন রাহুলের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করতে। তখন ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’য় ব্যস্ত রাহুল অবশেষে ৬ ডিসেম্বর রাতে চেন্নাই যাওয়ার আগে দিল্লির হোটেলে হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিনোদ শর্মার কথায়, “আওয়ামী লীগের মতো পরিবারকেন্দ্রিক দলে নেতৃত্বও আসবে ‘ফার্স ফ্যামিলি’ থেকেই এটাই স্বাভাবিক। বিজেপি মডেল এ দলের জন্য নয়।”

দলীয় অভ্যন্তরে বড় রদবদলও হয়েছে। একসময়ের প্রভাবশালী সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কার্যত কোণঠাসা। বরং কলকাতায় অবস্থানরত প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, বাহাউদ্দিন নাসিম ও জাহাঙ্গীর কবির নানকের উপরেই এখন বেশি নির্ভর করছেন হাসিনা। সায়মা তাঁদের সঙ্গে সমন্বয় করছেন, আর সজীব আমেরিকা থেকে দলের পক্ষে বয়ান তৈরি করছেন।

৭৬ বছরের পুরনো আওয়ামী লীগ আজ ইতিহাসের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সংকটে। কিন্তু সংকটেও দলীয় নেতৃত্বের রাশ থাকছে যথারীতি ‘ফার্স ফ্যামিলি’র হাতেই!

দিল্লি মুখ্যমন্ত্রী সচিবালয়ে বোমা হুমকির ই-মেইল, পুলিশের সন্দেহ ভুয়া হুমকি

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর — দিল্লি মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে মঙ্গলবার দুপুরে একটি বোমা হামলার হুমকি সংক্রান্ত ই-মেইল আসায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ই-মেইলে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, বিকেল ৩:৩০ টায় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে বোমা নিষ্ক্রিয়করণ স্কোয়াড সচিবালয়ে পৌঁছে যায় এবং তল্লাশি শুরু করে। পাশাপাশি, মৌলানা আজাদ মেডিকেল কলেজ -এও একই ধরনের হুমকি ফোন আসে।দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, এই হুমকি বার্তাটি পূর্ববর্তী কিছু ভুয়া হুমকির সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে। সাইবার সেল ইতিমধ্যেই ই-মেইলটির উৎস শনাক্ত করার কাজ শুরু করেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোনও ঝুঁকি না নিয়ে সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী সচিবালয়ে বোমা হুমকির কথা বলা ই-মেইল পাওয়ার পরই, তৎক্ষণাৎ স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর অনুসরণ করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বোমা শনাক্তকরণ ও নিষ্ক্রিয়করণ দল সচিবালয় ও এমএএমসি— দুই স্থানেই কাজ শুরু করে।ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (সেন্ট্রাল), এসিপি কামলা মার্কেট, ও আইপি এস্টেট থানার এসএইচও-সহ সিনিয়র অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন। মৌলানা আজাদ মেডিকেল কলেজে আইপি এস্টেট থানার অতিরিক্ত ট্র্যাফিক অফিসার তদারকিতে ছিলেন। দু’টি এলাকাতেই প্রবেশ ও নির্গমন পথে কড়া নিরাপত্তা জারি করা হয়েছে।দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (সেন্ট্রাল) নিধিন ভালসন এক বিবৃতিতে বলেন, ’সচিবালয় এবং এমএএমসি উভয় জায়গাতেই তল্লাশি চলছে। এখনো পর্যন্ত কোনও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। তবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যা যা পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, তা করা হচ্ছে। আতঙ্কের কোনও কারণ নেই।’তিনি আরও বলেন, সাইবার পুলিশের একটি বিশেষ দল ই-মেইলটির উৎস ও প্রামাণিকতা খতিয়ে দেখছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, হুমকিটি আসলে অন্য কোনও রাজ্যের উদ্দেশে পাঠানো হয়ে থাকতে পারে। তবুও, পুলিশ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সচিবালয় ও মেডিকেল কলেজ দুই এলাকাতেই স্নিফার ডগ এবং প্রযুক্তিগত দলের সহায়তায় তল্লাশি চলছে। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, ট্র্যাফিক পুলিশ এবং স্পেশাল সেল-ও এ বিষয়ে সহায়তা করছে।উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে দিল্লি ও আশেপাশের বিভিন্ন স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একাধিক ভুয়া বোমা হুমকির ঘটনা ঘটেছে। ফলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগেভাগেই সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।

মণিপুরে কুকি জঙ্গি ক্যাম্প স্থাপনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সরব ফুথহিলস নাগা সংস্থা, অমিত শাহকে স্মারকলিপি পেশ

ইম্ফল, ৯ সেপ্টেম্বর মণিপুরের কাংপোকপিতে কুকি জঙ্গি সংগঠনগুলির জন্য নির্ধারিত শিবির স্থাপনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানাল ফুথহিলস নাগা কো-অর্ডিনেশন কমিটি। এই সংস্থা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে একটি কঠোর ভাষায় লেখা স্মারকলিপি পেশ করেছে, যেখানে তারা এই পরিকল্পনা অবিলম্বে বাতিল করার দাবি জানিয়েছে।এফএনসিসি-র অভিযোগ, কাংপোকপির সাইকুল থানার অন্তর্গত সিজাং-এ সিনাই ক্যাম্প এবং কাংচুপ থানার অধীন খারাম ভাইপেই-তে থিংসাত ক্যাম্প স্থাপনের প্রস্তাব সরাসরি নাগা জনগণের ঐতিহ্যবাহী ও পৈতৃক ভূমির উপর হস্তক্ষেপ। সংস্থাটি জানিয়েছে, এই এলাকাগুলি ঐতিহাসিকভাবে নাগা জনগণের অন্তর্গত এবং সেখানে জঙ্গি ক্যাম্প স্থাপন সংবিধান ও প্রথাগত অধিকারের চরম লঙ্ঘন।স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়েছে, এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষা চালানো হয়েছে, যা ভূমির প্রকৃত মালিকদের জ্ঞান, সম্মতি বা পরামর্শ ছাড়াই করা হয়েছে। এফএনসিসি এই পদক্ষেপকে একতরফা, অসাংবিধানিক ও অপমানজনক বলে আখ্যা দিয়েছে এবং দাবি করেছে, এটি মণিপুর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আগের প্রতিশ্রুতিকে লঙ্ঘন করে, যেখানে বলা হয়েছিল যে নাগা জনগণের আবেগকে সম্মান জানিয়ে ছদ্রঞ্জ চুক্তি পর্যালোচনা করা হবে।এফএনসিসি জানিয়েছে, তারা এর আগে সরকারের আশ্বাসের ভিত্তিতে আন্দোলন স্থগিত করেছিল। কিন্তু এখন এই ক্যাম্প স্থাপনের পরিকল্পনা তাদের সঙ্গে করা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সামিল। সংগঠনটি স্পষ্ট করে দিয়েছে, নাগা সম্প্রদায় এই ধরনের কোনও ক্যাম্প স্থাপনের অনুমতি দেবে না এবং সমস্ত উপলব্ধ উপায়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। এমনকি প্রয়োজনে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে সরাসরি প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথাও জানানো হয়েছে।স্মারকলিপিতে লেখা হয়েছে, “আমরা সম্পূর্ণ গুরুত্বসহকারে পুনরায় জানাচ্ছি, নাগা জনগণ আমাদের পৈতৃক ভূমি রক্ষায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত, ঐক্যবদ্ধ এবং আপসহীন অবস্থানে রয়েছে।” সংগঠনটি এই ঘটনার সব ধরনের পরিণতির জন্য সরকারকেই দায়ী করবে বলে জানিয়েছে।এফএনসিসি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেছে, যাতে তিনি অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করেন এবং কুকি জঙ্গিদের নির্ধারিত ক্যাম্প সংক্রান্ত সমস্ত প্রস্তাব বাতিল করেন। পাশাপাশি, তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে নাগা আদিবাসী জমির মালিকদের সাংবিধানিক ও প্রথাগত অধিকার রক্ষা করতে এবং মণিপুরে সম্ভাব্য সংঘাতের উত্তেজনা প্রশমিত করতে।

আসামে মোদীর সম্ভাব্য সফর ঘিরে প্রস্তুতি চূড়ান্ত মিজোরামে রেল প্রকল্প উদ্বোধনের অপেক্ষা

গুয়াহাটী/আইজল, ৯ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আসন্ন উত্তর-পূর্ব সফরকে ঘিরে আসাম ও মিজোরামে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন, আগামী ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য সফর উপলক্ষে তিনি একাধিক বৈঠক করেছেন এবং রাজ্য সরকার মোদীকে স্বাগত জানাতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সফরের প্রথম দিনে প্রধানমন্ত্রী গুয়াহাটী শহরে ভারতরত্ন ডঃ ভূপেন হাজারিকার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে অংশ নেবেন এবং তাঁর সম্মানে ১০০ মূল্যের একটি স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করবেন।

১৪ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী মোদীর দরং জেলার মঙ্গলদৈ সফরের কথা রয়েছে। তিনি সেখানে গুয়াহাটী রিং রোড প্রকল্প এবং কুরুয়া-নারেঙ্গিকে সংযোগকারী ব্রহ্মপুত্র সেতু উদ্বোধন করবেন। এছাড়া মঙ্গলদৈ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং গোলাঘাট জেলার নুমালিগড় রিফাইনারিতে নির্মিত ৪,২০০ কোটি টাকার বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

অন্যদিকে, মিজোরামে প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কা সাপডাংগার নেতৃত্বে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী সেখানে বৈরাবি-সাইরাং রেল প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। এই ৫১.৩৮ কিমি দীর্ঘ রেললাইনটি মিজোরামের রাজধানী আইজলকে আসামের শিলচরের সঙ্গে সংযুক্ত করবে এবং রাজ্যকে ভারতের রেল মানচিত্রে আনবে। প্রকল্পটিতে রয়েছে ৪৮টি সুড়ঙ্গ, ৫৫টি বড় সেতু ও ৮৭টি ছোট সেতু, যার মধ্যে ব্রিজ ১৪৪ দেশের সবচেয়ে উঁচু পিয়ারের রেল সেতু হিসেবে বিবেচিত (১০৪ মিটার উচ্চতা)।

সফর ঘিরে লেনগপুই বিমানবন্দর, সাইরাং রেল স্টেশন, থুয়াম্পুই হেলিপ্যাড ও আইজলের লাম্মুয়াল মাঠে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে পর্যবেক্ষণ চলছে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, অতিথি সংবর্ধনা, আবাসন ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি নিয়েও। মিজোরামের মুখ্যসচিব খিল্লি রাম মীনা, রাজ্য ও রেল বিভাগের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা এই প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেছেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়ন ও সংযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই সফরকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

উত্তরপ্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর কোর্স স্বীকৃতি ও ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে তদন্তের নির্দেশ

লখনউ, ৯ সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু থাকা কোর্সগুলোর স্বীকৃতি ও ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যাপক তদন্তের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর নির্দেশে প্রতিটি বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে বিশেষ তদন্ত দল গঠন করা হবে, যার কাজ হবে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বীকৃতি ও ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় অনিয়ম খতিয়ে দেখা।এই বিশেষ তদন্ত দলে একজন সিনিয়র প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পুলিশ বিভাগের প্রতিনিধি, এবং শিক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তা থাকবেন। এই কমিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।তদন্ত প্রক্রিয়ায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি হলফনামা জমা দিতে হবে, যেখানে উল্লেখ থাকবে যে তারা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড দ্বারা অনুমোদিত কোর্সই পরিচালনা করছে। সেইসঙ্গে চলমান সমস্ত ক্লাস ও কোর্সের একটি সম্পূর্ণ তালিকা ও স্বীকৃতি সংক্রান্ত শংসাপত্রও জমা দিতে হবে।তদন্তে যদি কোথাও অস্বীকৃত কোর্স বা বেআইনি ভর্তি প্রমাণিত হয়, তবে সেই প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি, ছাত্রদের কাছ থেকে নেওয়া পুরো ফি সুদসহ ফেরত দেওয়ার নির্দেশও জারি করা হয়েছে।সরকারি সূত্র অনুযায়ী, এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রিত রাখা, এবং ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ স্পষ্ট জানিয়েছেন, “বেআইনি শিক্ষা বানিজ্য বা ছাত্রদের সঙ্গে প্রতারণা বরদাস্ত করা হবে না।”

গ্লোবাল সাউথ-এর কণ্ঠস্বর জোরালো করতে ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করলেন এস. জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর : ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর মঙ্গলবার তৃতীয় গ্লোবাল সাউথ ইয়ং ডিপ্লোম্যাটস ফোরামের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং গ্লোবাল সাউথ-এর পক্ষে ভারতের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

সমাজমাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টে জয়শঙ্কর লেখেন, “তৃতীয় গ্লোবাল সাউথ ইয়ং ডিপ্লোম্যাটস ফোরামের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নিতে পেরে আনন্দিত। গ্লোবাল সাউথ-এর এজেন্ডাকে এগিয়ে নেওয়ার পেছনে থাকা অনুভূতি ও সংহতির কথা বলেছি। সেইসঙ্গে গ্লোবাল সাউথ-এর কণ্ঠস্বরকে প্রকাশ, প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালী করতে ভারতের প্রতিশ্রুতি পুনরায় ব্যক্ত করেছি।”

সোমবার সুশমা স্বরাজ ফরেন সার্ভিস ইনস্টিটিউটে এই ফোরামের উদ্বোধন করেন সাউথ বিভাগের সচিব রাষ্ট্রদূত নীনা মালহোত্রা। এবারের ফোরামে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, ইউরেশিয়া ও ওশেনিয়ার ৪২টি দেশ থেকে ৪২ জন তরুণ কূটনীতিক অংশ নিচ্ছেন।

প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উদ্বোধনী বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত মালহোত্রা জিএসওযাইডিএফ -এর প্রেক্ষাপট, অগ্রাধিকার এবং এর বিকাশ ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান নিয়ে আলোচনা করেন। SSIFS-এর ডিন রাষ্ট্রদূত রাজ শ্রীবাস্তব ভারতের পররাষ্ট্র নীতির মূলনীতিগুলো ব্যাখ্যা করেন, ইনস্টিটিউটের কম্পিটেন্সি-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ধারণা তুলে ধরেন এবং ‘আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্ব’ কিভাবে গ্লোবাল সাউথ-কে বোঝাতে সাহায্য করে, তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। পাশাপাশি তিনি পুরো কর্মসূচির কাঠামো বোঝান ও অংশগ্রহণকারীদের পরবর্তী দুই সপ্তাহে ফলপ্রসূ সময় কাটানোর শুভেচ্ছা জানান।

এর আগে আগস্ট মাসে, জাপানের জনপ্রিয় দৈনিক দি ইয়োমিউরি শিম্বুন-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ভারত যে সব বৈশ্বিক উদ্যোগ নিচ্ছে যেমন মিশন লাইফ, কোয়ালিশন ফর ডিসাস্টার বে. সিলিে য. ন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার , ইন্টারন্যাশনাল সোলার এলায়েন্স, এবং গ্লোবাল বায়োফুয়েলস অ্যালায়েন্স সবই গ্লোবাল সাউথ-এর স্বার্থ রক্ষায় নিবেদিত।

তিনি আরও বলেন, “বিশ্ব সম্প্রদায় ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে একটি আরও ন্যায়সংগত বিশ্ব গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হলে গ্লোবাল সাউথ-কে অগ্রাধিকার দিতে হবে।”

প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও বলেন, কোভিড-১৯ মহামারী, সংঘাত ও সরবরাহ ব্যবস্থার ব্যাঘাত গ্লোবাল সাউথ-কে যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তা স্পষ্ট। এই অঞ্চলের দেশগুলো এখনো বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থা, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা, ঋণ ও আর্থিক চাপের মতো নানা সংকটে ভুগছে, যা তাদের উন্নয়ন অগ্রাধিকারে বড় প্রভাব ফেলছে।তিনি জানান, গ্লোবাল সাউথ-এর একজন সদস্য হিসেবে ভারত এসব চ্যালেঞ্জ গভীরভাবে উপলব্ধি করে এবং এই সমস্যা গুলিকে বৈশ্বিক অগ্রাধিকারে আনতে ভারত সদা সচেষ্ট।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, “আমাদের জি২০ সভাপতিত্বে আফ্রিকান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে গ্লোবাল সাউথ-এর আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরা হয়েছে। একইভাবে, ব্রিকস -এর মাধ্যমেও গ্লোবাল সাউথ-এর স্বার্থ রক্ষায় আমরা সক্রিয়ভাবে কাজ করছি।”

মেক্সিকোতে ট্রেন ও বাসের সংঘর্ষে ১০ জন নিহত আহত ৬১ জন

মেক্সিকো, ৯ সেপ্টেম্বর : মেক্সিকোর মধ্যাঞ্চলে একটি ট্রেন ও ডাবল-ডেকার যাত্রীবাহী বাসের ভয়াবহ সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৬১ জন।রাজ্যের বেসামরিক সুরক্ষা বিভাগের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, কীভাবে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা এখনও নিশ্চিত নয়।স্থানীয় সময় গতকাল এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে মেক্সিকোর অ্যাটলাকোমুলকো পৌরসভার একটি মহাসড়কে।

ঘটনাস্থল থেকে জানা গেছে, সংঘর্ষের পর ট্রেনটি বাসটিকে কিছুদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়, এতে বাসের ছাদ ছিঁড়ে যায়। দুর্ঘটনায় বাসের অধিকাংশ যাত্রী গুরুতর আহত হন।

ট্রেনটি কানাডিয়ান প্যাসিফিক কানসাস সিটি দে মেক্সিকো রেলওয়ের মালিকানাধীন। সংস্থাটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, চলন্ত ট্রেনের সামনে দিয়ে পাস করার চেষ্টা করছিল বাসটি। সংস্থাটি নিহতদের পরিবারদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে চালকদের প্রতি রেলক্রসিংয়ে সিগন্যাল এবং থামার নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আহতদের স্থানীয় হাসপাতালগুলোতে ভর্তি করা হয়েছে এবং দুর্ঘটনার তদন্ত চলছে।

মঙ্গলকাব্য ও পুঁথি- পাঁচালী পাঠ উৎসবে মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

নেশাগ্রস্ত স্বামীর নির্যাতনে অতিষ্ঠ গৃহবধূ, অবশেষে মুখ খুললেন সংবাদমাধ্যমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৯ সেপ্টেম্বর: প্রতিনিয়ত মদ্যপান করে স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, সঙ্গে মিথ্যা অভিযোগ ও অপমানজনক কথাবার্তাএমনই অভিযোগ উঠেছে সোনামুড়া থানার গরুরবান্দ এলাকার বাসিন্দা রামু দাসের বিরুদ্ধে। স্বামীর দীর্ঘদিনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে সংবাদমাধ্যমের সামনে স্বামীর কুকীর্তি প্রকাশ করলেন তাঁর স্ত্রী লিপি দাস।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, প্রায় ১৪ বছর আগে গরুরবান্দ এলাকার গোপাল দাসের ছেলে রামু দাসের সঙ্গে চরিলাম এলাকার পবিত্র দাসের মেয়ে লিপি দাসের বিয়ে হয়। বর্তমানে তাঁদের একটি ১৩ বছরের ছেলে ও একটি ১০ বছরের কন্যা সন্তান রয়েছে।

স্ত্রীর অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই রামু দাস নিয়মিত মদ্যপান করে তাঁর উপর কখনও শারীরিক, কখনও মানসিক নির্যাতন চালাত। সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এতদিন সবকিছু চুপচাপ সহ্য করেছেন তিনি। লিপি দাস জানান, স্বামীর কাছ থেকে কখনও কোনো আর্থিক সাহায্য পাননি। বরং স্থানীয় একটি সমবায় কাপড়ের দোকানে কাজ করে সংসার চালান তিনি নিজেই।

অভিযোগ, প্রতিদিন রাতেই নেশা করে বাড়ি ফিরে স্বামী তাঁর উপর হামলা চালাত। গতকাল রাতে সেই নির্যাতনের মাত্রা চরমে পৌঁছায়। বাধ্য হয়েই সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হন লিপি দাস।

তাঁর বক্তব্য, "বিয়ের পর থেকে আমি স্বামীর কাছ থেকে এক টাকাও দাবি করিনি। নিজের রুজি রোজগারেই সংসার চালাচ্ছি। তবুও শান্তি পাচ্ছি না। এবার স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করব।"

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এ বিষয়ে পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন লিপি দাস। এলাকায় এই ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

দ্রুতগতির ফলে বাইক দুর্ঘটনায় নিহত বিদ্যালয় পরিদর্শকের ছেলে

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর : বাইক দূর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। গতকাল রাতে বাগমা এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দূর্ঘটনার কবলে পড়ে ওই যুবক। সাথে সাথে প্রত্যক্ষদর্শীরা তাকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে ওই যুবক বাইকে চড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। বাগমা এলাকায় একটি বাঁকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি সোজা একটি লরিট সঙ্গে ধাক্কা খায়। ধাক্কায় ওই ছিটকে পড়ে যান এবং মাথায় গুরুতর আঘাত পান। দুর্ঘটনার পরই স্থানীয়রা ছুটে এসে তাকে দ্রুত গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে, চিকিৎসকরা জানান যে হাসপাতালে আনার আগেই তিনি মারা যান।

আরও জানা গিয়েছে, ওই যুবক উদয়পুর বিদ্যালয় পরিদর্শকের ছেলে রিপন জমাতিয়া (২৫)। দ্রুত গতির কারণেই সে দূর্ঘটনার কবলে পড়ে। রিপনের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং সহপাঠী-বন্ধুদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।

এক দেশ এক নির্বাচনকে সামনে রেখে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কর্মশালা

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর : আজ বিজেপি প্রদেশ যুব মোর্চার উদ্যোগে আগরতলার মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে এক দেশ এক নির্বাচনকে সামনে রেখে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।এদিনের উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি তথা বিধায়ক সুশান্ত দেব, সহ সভাপতি ভিকি প্রসাদ সহ অন্যান্য কার্যকর্তারা।

এদিন বিধায়ক সুশান্ত বলেন, এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের এক দেশ এক নির্বাচনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা। তিনি জানান আগামীদিনে অন্যান্য জেলাতেও এই কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রিপুরা ৫০টি নতুন স্কাউট এন্ড গাইড ইউনিট পেতে চলেছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: স্কাউটস এন্ড গাইডের সদস্যরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং সমাজে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ।

আজ আগরতলার পূর্বাশা কমপ্লেক্সস্থিত আরবান হাটে আয়োজিত প্রথম জাতীয় সংহতি শিবির ২০২৫ - এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত কার্যক্রমের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা পুরনো স্মৃতি স্মরণ করে বলেন যে তাঁর স্কুলের দিনগুলিতে তিনি স্কাউট এন্ড গাইডের পরিবর্তে ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস (এনসিসি) বেছে নিয়েছিলেন। ১৯৭০ সালে জুনিয়র ডিভিশন বয়েজ ক্যাম্পে তাঁকে ত্রিপুরা রাজ্যের সেরা ও স্মার্ট ক্যাডেট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। সেটা আমি এখনো মনে করতে পারি। আর সেখানে থাকলে দেশপ্রেম এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটবে। যেটা আমি এনসিসি থেকে অর্জন করেছি এবং সম্ভবত আপনারাও সেটা অর্জন করতে পারবেন। প্রায় ১৮টি রাজ্য এখানে অংশগ্রহণ করেছে এবং আমি অবশ্যই আয়োজক এবং অংশগ্রহণকারী দলগুলিকে অভিনন্দন জানাই। সারা দেশের ১৮টি রাজ্যের ৩৬৮ জন স্কাউটস এন্ড গাইড, ৫০ জন রোভার্স এন্ড রেঞ্জারস এবং অফিসিয়ালরা এই শিবিরে যোগদান করেছেন। এবছরের থিম হচ্ছে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই শিবির আজ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। এই শিবির শুধু একটি ইভেন্ট নয়, এটা ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের উদযাপন। বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা এখানে এসেছেন এবং আমি লক্ষ্য করছি যে এই বৈচিত্র্য ত্রিপুরায় প্রতিফলিত হচ্ছে। স্কাউটদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রস্তুত থাকা। সেটা আপনারা সকলেই জানেন। তবে গাইডদের জন্য আরও একটি সম্পর্কিত মূলমন্ত্র রয়েছে - সার্ভিস বিফোর সেলফ - যা এই ক্ষেত্রের গুরুত্বকে তুলে ধরে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে স্কাউট এন্ড গাইডরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। যেমন - বন্যা, ভূমিকম্প, দুর্ঘটনা ইত্যাদি। সমাজে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা প্রাথমিক চিকিৎসা, জরুরী সেবা, দুর্যোগ প্রস্তুতি, যোগাযোগ, টিম ম্যানেজমেন্ট সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরায় স্কাউটস এন্ড গাইডের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন। বর্তমানে প্রায় ২১৪টি উচ্চ এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্কাউট এন্ড গাইড ইউনিট রয়েছে, যেখানে প্রায় ৬,০৭০ এবং ২১৪ ইউনিট লিডার রয়েছেন। বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে ৫০টি নতুন ইউনিট খোলার প্রস্তাব রয়েছে। এছাড়াও প্রায় ৩৬৫ রোভার এবং রেঞ্জারস রয়েছেন। স্কাউটস এন্ড গাইডরা দেশে যুব বিকাশের স্তম্ভ হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, পশ্চিম জেলার ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিত শীল, বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডার্লং, নয়াদিল্লিস্থিত ভারত স্কাউট এন্ড গাইডসের সহ অধিকর্তা অমলেন্দু শর্মা সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিগণ।

গুলিবিদ্ধ হয়ে সঙ্কটাপন্ন যুবক, আটক দুই

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালি মহকুমার অন্তর্গত দেবেন্দ্র পাড়ায় গতকাল রাতে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আহত যুবক বর্তমানে আমবাসা জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন এবং তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। ওই ঘটনায় পুলিশ দুইজনকে আটক করেছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, গতকাল রাতে দেবেন্দ্র পাড়ায় গুলির শব্দ শোনা যায়। এলাকার বাসিন্দারা তড়িঘড়ি করে সেখানে ছুটে গিয়ে দেখেন ওই পাড়ার বাসিন্দা সদামনি ত্রিপুরা(৪৫) রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা ছৈলেংটা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে আমবাসা জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ।

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আহতেট পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন

তার উপর গুলি চালিয়েছেপ কর্মসিং ত্রিপুরা এবং খাকসা মোহন ত্রিপুরা নামে দুই যুবক। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দুইজনকে আটক করেছে। সে বিষয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

শ্রীমৎ উপাসক বন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজজীর শুভ আগমন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর" ২৫ রবিবার আগরতলা বনমালীপুরস্থিত শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গন" আশ্রমের ৪৪ তম শুভ প্রতিষ্ঠা দিবস ও ১৫ তম স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে মহানাম সম্প্রদায়ের সর্ব ভারতীয় সভাপতি শ্রীমৎ উপাসক বন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজজী আগামী ১০ ই সেপ্টেম্বর সকালে শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গন" এ শুভ পদার্পণ করবেন এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অবস্থান করবেন ।এই সময় মহারাজজী প্রত্যেক দিন সকালে দীক্ষা প্রদান করবেন ও সন্ধ্যা য় ভাগবত পাঠ করবেন ।যারা দীক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক তাদের আশ্রমে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে ।জাতি, ধর্ম , বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে অনুষ্ঠানের দিনগুলোতে উপস্থিত থাকতে আহবান জানিয়েছেন নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের সাধারণ সম্পাদক সুদীপ কুমার রায়।

ওরিয়েন্টাল ক্লাবে বিশাল স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত ৫০৭ জন রোগী পেলেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৯ সেপ্টেম্বর: আজ দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়ায় ওরিয়েন্টাল ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় মেগা স্বাস্থ্য শিবির। এই শিবির স্থানীয় মানুষের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছে। এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল ওরিয়েন্টাল ক্লাব বিলোনিয়া, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ, অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশনাল হেলথ মিশন ত্রিপুরা এবং দক্ষিণ জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির যৌথ উদ্যোগে। এদিন মোট ৫০৭ জন রোগী বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেন। রোগীদের জন্য বিনামূল্যে করা হয় র‍্যান্ডম ব্লাড সুগার, ছঙ্কম্ভ্জ্ত্বছঙ্খঝ, ছজ্জঝ ও ম্যালেরিয়া পরীক্ষা সহ নানা স্বাস্থ্য পরীক্ষা। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দলে ছিলেন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. কনক চৌধুরী, ডা. অচিন্ত্য পাল, ডা. দেবাশিস পাল, গাইনোকলজিস্ট ডা. কৌশিক মহাজন, ডা. অরূপ রায়, চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. অমিত সেন, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সুশান্ত দাস, সার্জারি বিশেষজ্ঞ ডা. তমাল সরকার, ডা. ফিলিপ রিয়াং, অর্থোপেডিক্স সার্জন ডা. স্নেহাশিস দত্ত, ইএনটি বিশেষজ্ঞ ডা. সুতপ ভট্টাচার্য, ফিজিক্যাল মেডিসিন ও রিহ্যাবিলিটেশন বিশেষজ্ঞ ডা. সুমিত দেবনাথ, ডেন্টাল সার্জন ড্যা. সঞ্জয় বিশ্বাস

চাঁদার জুলুমবাজী নিয়ে

● প্রথম পাতার পর

পূজার চাঁদা সংগ্রহের সময় সাধারণ মানুষের উপর কোনো প্রকার জুলুম বা চাপ সৃষ্টি না হয়, সে বিষয়ে পূজা আয়োজকদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। উৎসবের দিনগুলোতে রাজ্য প্রশাসন দায়িত্ব পালনে সর্বদা তৎপর রয়েছে।

হ্যাপিয়েস্ট আওয়ার

● প্রথম পাতার পর

নেয় বিশৃঙ্খলায়, যার জেরে প্রশাসনকে বাড়াতে হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

প্রশাসনিক সূত্রে আরও জানা গেছে, 'হ্যাপিয়েস্ট আওয়ার'-এর বার লাইসেন্স খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে লাইসেন্স বাতিল হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

মুখ্যমন্ত্রী কঠোরভাবে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে জনসুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। তদন্তের পরবর্তী অগ্রগতি ও বারটির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য পদক্ষেপের অপেক্ষায় রয়েছে রাজ্যবাসী।

পুজোর বাজারে

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে, প্রতি কেজি ইলিশের ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য সাড়ে ১২ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মূল্যে ১০০০ টাকার বেশি) নির্ধারণ করেছে সরকার। কিন্তু গতবছরের তুলনায় বরাদ্দ পদ্মার ইলিশ রফতানি প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে ইউনূস সরকার। প্রসঙ্গত, গত বছরের পুজোর মরশুমে বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রক প্রথমে প্রায় ৩,০০০ টন ইলিশ ভারতে রফতানির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু পরে তা কমিয়ে ২,৪২০ টন ইলিশ ভারতে পাঠানোর অনুমতি দিয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকার। এ বার তা আরও কমিয়ে ১,২০০ টন রফতানির অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। প্রতি কেজি ইলিশ ন্যূনতম সাড়ে ১২ ডলারে রফতানি করা যাবে ।উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত বাংলাদেশের জাতীয় রফতানি নীতি (২০১৫-১৮) অনুসারে, শর্তসাপেক্ষে রফতানি পণ্যের তালিকায় রয়েছে ইলিশ। তবে বিদেশে ইলিশ রফতানির প্রথম অনুমতি দেওয়া হয় ২০১৯ সালে। তখন থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত পুজোর সময়ে ভারতে ইলিশ পাঠানো হত। শেখ হাসিনার সরকার ইলিশ রফতানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও দুর্গাপুজোর সময়ে ভারতে ইলিশ রফতানি হয়ে আসছে গত বেশ কয়েক বছর ধরে।

কন্যা সন্তান হত্যা, গ্রেফতার

● প্রথম পাতার পর

করে তার নাবালিকা মেয়ে গামছা দিয়ে ফাঁসি দিয়েছে, এরপর চিকিৎসকদের সন্দেহ জাগলে কৈলাসহর মহিলা থানায় খবর পাঠায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে।

অন্যদিকে গতকাল অর্থাৎ ৮ তারিখ নাবালিকার মৃতদেহ জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করে পরিবারের লোকেদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গতকাল অর্থাৎ ৮ তারিখ উক্ত বিষয় নিয়ে মৃত নাবালিকার মা রাজনা বেগম অভিযুক্ত যুবক নেছার আলী ওরফে আনয়ারের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করে ইরানি থানায়। মঙ্গলবার দুপুরে অভিযুক্ত পিতার তিন দিনের পুলিশি রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ করেছে ইরানি থানার পুলিশ।

হিমাচল ও পাঞ্জাবের

● প্রথম পাতার পর

ক্লাউডবার্স ও ৯ জন ফ্ল্যাশ ফ্লাডে মারা গেছেন। এছাড়া ৪১ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন এবং রাস্তা দুর্ঘটনায় ১৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

রাজ্যে ৬১৯টি রাস্তা বন্ধ রয়েছে যার মধ্যে ৪টি জাতীয় সড়ক, এবং ১৭৪৮টি পাওয়ার ট্রান্সফরমার ও ৪৬১টি পানীয় জলের প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মোট ৬৩৪৪টি বাড়ি, ৪৬১টি দোকান ও কারখানা আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি জমিও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বন্যার কারণে পাঞ্জাব, হিমাচল ও অন্যান্য অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি প্রধানের বাড়িতে নির্ধারিত ডিনার গেথারিং বাতিল করা হয়েছে। হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুকু প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বন সংরক্ষণ আইন শিথিল করার আবেদন করবেন, যাতে বন্যায় ভূমিহীন হওয়া মানুষদের বনাঞ্চলের জমি দেওয়া যেতে পারে। তিনি আরও প্রধানমন্ত্রীকে হিমালয় অঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাবেন।

বন্যাকবলিত রাজ্যগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্য যেমন আরুণাচল প্রদেশ, আসাম, হরিয়ানা, ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, গোয়া ও গুজরাত প্রতিটি রাজ্য ৫ কোটি টাকা করে অনুদান দিয়েছে এবং খাদ্য ও ত্রাণ সামগ্রীর ট্রাক পাঠিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বন্যার দুঃসহ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

চাকমা ভাষা গুগল

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে। বৈঠকে চাকমা লিপিকে গুগল অনুবাদ প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০ হাজার শব্দ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং আরও সংগ্রহ করা হবে। এছাড়াও জাতীয় সেমিনার আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী আরও জানান, ২০১১ সালের জনগণনায় ত্রিপুরায় চাকমা সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ছিল ৭৯ হাজার। বেসরকারি তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.২৫ লক্ষে।

তিনি বলেন, মোট আটটি সম্প্রদায় রয়েছে এবং তাদের ভাষার বিকাশের জন্য যেমন চাকমা, মণিপুরি, ককবরক প্রভৃতি ভাষার ক্ষেত্রে, ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তর গঠন করা হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, ত্রিপুরার প্রায় ১২৩টি বিদ্যালয়ে ১ম থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের চাকমা ভাষা পড়ানো হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, যেমন ত্রিপুরায় প্রতি বছর ১৯ জানুয়ারি ককবরক দিবস উদযাপিত হয়, তেমনই ৭ই আগস্ট চাকমা লিপি ও ভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে চেয়ারম্যান শম্ভু লাল চাকমা এবং অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সিপি রাধাকৃষ্ণণ

থেকে শুরু হয় ভোট গণনা। ফলাফল প্রকাশ করেন রাজ্যসভার সচিব ও রিটার্নিং অফিসার পি.সি. মোদী। সরকারি সূত্র অনুযায়ী, ৭৬৭টি ভোটের মধ্যে ৭৫২টি বৈধ এবং ১৫টি অবৈধ হিসেবে গণ্য হয়েছে। ১৩ জন সংসদ সদস্য ভোটদানে বিরত ছিলেন।

বিজু জনতা দল(বিজেডি), শিরোমণি আকালি দল(এসএডি) এবং ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) পূর্বেই ভোটদানে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বিরত থাকা সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বি.জে.ডি-র ৭ জন সাংসদ, তেলেঙ্গানা ও পাঞ্জাবের সাংসদগণ এবং একজন স্বতন্ত্র সদস্য। উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য মোট ৭৮৮ জন সাংসদ ভোট দিতে পারেন। যদিও বর্তমানে ৭৮১ জন সদস্য যোগ্য। এনডিএ-র দখলে ছিল ৪৩৯টি ভোট, যার সাথে ওয়াইএসআর কংগ্রেসের সমর্থন পাওয়ায় রাধাকৃষ্ণনের জয় অনেকটাই নিশ্চিত ছিল। অপরদিকে, সুদর্শন রেড্ডি ইন্ডিয়া ব্লক ছাড়াও আপ (আম আদমি পার্টি)-এর সমর্থন পেয়েছেন। সি.পি. রাধাকৃষ্ণনের জয় এনডিএ-র ধারাবাহিক সাফল্যকেই নির্দেশ করে। ২০২২ সালে জগদীপ ধনখর ৫২৮টি ভোট পেয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ২০১৭-তে বেঙ্কাইয়া নাইডু পেয়েছিলেন ৫১৬টি ভোট। তুলনামূলকভাবে রাধাকৃষ্ণনের প্রাপ্ত ভোট কম হলেও তা যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করে।

উপ-রাষ্ট্রপতি পদে থাকাকালীন সি.পি. রাধাকৃষ্ণন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করবেন এবং রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে বা শূন্যপদে দায়িত্ব সামলাবেন। ভারতীয় সংবিধানের ৬৪ ও ৬৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এই নির্বাচন পরিচালিত হয়েছে।

বিরোধী প্রার্থী বি. সুদর্শন রেড্ডি ভোটে হেরে এক বিবৃতিতে বলেন, আমি এই ফলাফলকে বিনম্রভাবে মেনে নিচ্ছি। গণতন্ত্রের প্রতি আমার অটল বিশ্বাস রয়েছে। এটা শুধু একটি নির্বাচন নয়, এটি ছিল সংবিধান, ন্যায়বিচার এবং মানুষের মর্যাদার লড়াই। আমি বিরোধী দলগুলিকে কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা আমাকে সম্মিলিত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত করেছিল।

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, ২০২২ সালের তুলনায় বিরোধী জোট এবার ৪০ শতাংশ ভোট পেয়েছে, যা গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এনডিএ-র জয় সংখ্যার খেলা হলেও, আদর্শিক লড়াই এখনও চলবে। অপরদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক্স-এ লিখেছেন, আপনার প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও মাটির সঙ্গে জুড়ে থাকা নেতৃত্ব সংসদের কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যোগ করবে। আপনাকে শুভেচ্ছা জানাই।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ২০২৫ সালের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী থিরু সি.পি. রাধাকৃষ্ণনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। এক্স-এ দেওয়া বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ২০২৫ সালের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভের জন্য থিরু সি.পি. রাধাকৃষ্ণন জিকে অভিনন্দন। সমাজসেবা এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য তাঁর জীবন বরাবরই উৎসর্গিত। আমি নিশ্চিত, তিনি একজন উৎকৃষ্ট ভাইস-প্রেসিডেন্ট হবেন, যিনি আমাদের সংবিধানিক মূল্যবোধকে আরও দৃঢ় করবেন এবং সংসদীয় আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করবেন।

ত্রিপুরার মালিক

● প্রথম পাতার পর

শেষবারের মতো সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।"

প্রসঙ্গত, ১৮ মাস আগে তিপ্রাসাদের স্বার্থ সম্বলিত একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও এখনো তা বাস্তবায়ন হয়নি। প্রদ্যোতের দাবি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁকে জানিয়েছেন তিপ্রাসাদের দাবি তাৎপর্যপূর্ণ, এবং কেন্দ্র এটি বাস্তবায়নে আগ্রহী। কিন্তু রাজ্য সরকারই নানাভাবে বাধা দিচ্ছে। এদিনের সভা থেকে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন সকল তিপ্রাসাকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্য, "প্রয়োজনে আমি জিতেন্দ্র চৌধুরীর পায়ে ধরব, পাতাল-কন্যা জমাতিয়াকেও রাজি করাব। কিন্তু আমাদের এক হতে হবেই। এভাবে চলতে দেওয়া যাবেনা।" তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই লড়াইয়ের জন্য জেলে যেতেও প্রস্তুত তিনি।

এদিকে রাজ্যের অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও কড়া বার্তা দিয়েছেন তিনি। তার কথায়, ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকেই গোটা দেশে অনুপ্রবেশ হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার দাবি জানান তিনি।

সভা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব ত্রিপুরা আসনের সাংসদ কৃতি দেবী দেববর্মনও। তাঁর উপস্থিতি এদিনের কর্মসূচিকে বিশেষ গুরুত্ব এনে দেয়। পাশাপাশি তাঁর উপস্থিতি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চর্চাও শুরু হয়েছে। কেননা তিনি বিজেপির টিকিটেই লোকসভার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। যদিও প্রদ্যোতের দাবি, তাঁর বোন আগে তিপ্রাসা, তারপর সাংসদ। তাই তিপ্রাসা হিসেবেই তিনি যোগদান করেছেন এদিনের কর্মসুচিতে। রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে প্রদ্যোতের বক্তব্য। বিশেষত, "ত্রিপুরার মালিক" দাবি এবং সিপিআইএমের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র অভিযোগ ঘিরে নতুন বিতর্কের সূচনা হয়েছে। তবে তাঁর এই আন্দোলন তিপ্রাসাদের মধ্যে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে আপাতত রাজনৈতিক মহল জল্পনায় মত্ত।

১১ই কৈলাসহরে

● প্রথম পাতার পর

ব্যবস্থা করতে হবে সহ আরও ইত্যাদি দাবিতে এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে, ধর্মঘটের দিন সকালবেলা কংগ্রেস দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের পক্ষ থেকে শহরে পিকেটিং বের করা হবে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই ধর্মঘটের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা।

নেপালে সরকার

● প্রথম পাতার পর

এদিকে প্রধানমন্ত্রী ওলি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি 'জেনারেশন জি'র সঙ্গে সরকারের দূরত্ব তথ্যের অভাবে সৃষ্ট বিভ্রান্তি বলে উল্লেখ করেন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধের কোনও ইচ্ছা সরকারের নেই বলে আশ্বাস দেন। তিনি নিহতদের প্রতি শোক প্রকাশ করে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সহিংসতার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠনের কথা জানান।

অন্যদিকে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নেপালে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে। ভারত নেপালের বন্ধু ও প্রতিবেশী দেশ হিসেবে পরিস্থিতি সংযম এবং শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের প্রত্যাশা প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি, ভারতীয় সীমান্ত এলাকায়বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলাসহ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উত্তরাখণ্ড ও সিকিমে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) সীমান্তে অতিরিক্ত নজরদারি চালাচ্ছে এবং যানবাহন ও বাণিজ্যের উপর কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

পরিস্থিতি এখনও স্থিতিশীল হয়নি এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সহিংসতা ও অশান্তি অব্যাহত রয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, গণআন্দোলন, নিরাপত্তা বাহিনীর কঠোর পদক্ষেপ এবং সরকারী পদত্যাগের মধ্য দিয়ে নেপালের ভবিষ্যত নিয়ে সন্দেহ ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। আন্তর্জাতিক মহল বিশেষ করে ভারত এই সংকটের উন্নতি ও নেপালে শান্তির প্রত্যাবর্তন কামনা করছে।

এদিকে, নেপালে চলমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা চরম আকার ধারণ করেছে, যার ফলে মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কাঠমান্ডু শহর ও আশেপাশের এলাকায় বিক্ষোভ ও সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধির কারণে বিমান চলাচলের পক্ষে নিরাপদ পরিবেশ নেই বলে জানিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। কোটেশ্বর এলাকায় ধোঁয়া ও আগুন ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় দুপুর ১২:৪৫ মিনিট থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বেসরকারি দেশীয় এয়ারলাইন্স, যেমন বুদ্ধ এয়ার, সমস্ত অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট স্থগিত করেছে। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে, ফ্লাইট ক্রুরা পর্যন্ত বিমানবন্দরে পৌঁছাতে পারছেন না, কারণ বিক্ষোভকারীরা রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিয়েছে।

বিমানবন্দর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভারতের দিল্লি ও মুম্বাই থেকে কাঠমান্ডুর উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া বেশ কয়েকটি ফ্লাইট আকাশপথে ভেসে থাকতে বাধ্য হয় এবং পরবর্তীতে বিকল্প এয়ারপোর্টে অবতরণ করতে হয়। ইন্ডিগো-এর দুটি ফ্লাইট (৬ক্ক১৫৩ ও ৬ক্ক১৫৭) যথাক্রমে দিল্লি ও মুম্বাই থেকে কাঠমান্ডুর উদ্দেশ্যে রওনা দিলেও অবতরণের অনুমতি না পেয়ে লক্ষ্মৌতে নামতে বাধ্য হয়। ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে কাঠমান্ডু থেকে ও কাঠমান্ডু-গামী সব ফ্লাইট সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। যাত্রীদের বিকল্প ফ্লাইট বুকিং অথবা টিকিটের অর্থ ফেরতের বিষয়ে ওয়েবসাইটে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে এবং এয়ারলাইন্সটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। একইসঙ্গে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষও মঙ্গলবার দিল্লি-কাঠমান্ডু রুটে চলাচলকারী জ্জ্জ২২৩১/২২৩২, জ্জ্জ২২১৯/২২২০, জ্জ্জ২১৭/২১৮ এবং জ্জ্জ২১১/২১২ নম্বর ফ্লাইটগুলো বাতিল করেছে। এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, যাত্রী এবং ক্রুদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে, এবং পরিস্থিতির উন্নতির ওপর ভিত্তি করে পুনরায় ফ্লাইট চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

অন্যদিকে, কাঠমান্ডু শহরে বিক্ষোভকারীদের সহিংস আন্দোলন তীব্রতর হয়েছে। সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা, এবং তরুণ প্রজন্মের প্রতি সরকারিভাবে উপেক্ষার অভিযোগকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন বিস্ফোরণ ঘটায়। সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সরকার তুলে নিলেও, আন্দোলনের ধারা থামেনি; বরং তা আরও সহিংস রূপ ধারণ করেছে। ড্রোন ফুটেজে দেখা যায়, বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন সরকারি স্থাপনায় ভাঙচুর চালাচ্ছে এবং রাজধানীর রাজপথে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। নিরাপত্তা বাহিনী টিয়ার গ্যাস, জল কামান এবং সরাসরি গুলি চালিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। এতে এখন পর্যন্ত অন্তত ১৯ জন নিহত এবং ৩০০ জনের বেশি আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সংসদ ভবন, রাষ্ট্রপতি রাম চন্দ্র পাউডেল-এর সরকারি বাসভবন এবং একাধিক মন্ত্রণালয়ে হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম।

এই চরম পরিস্থিতির মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি মঙ্গলবার বিকেলে এক জরুরি অল-পার্টি বৈঠক ডেকেছেন এবং সন্ধ্যায় এক টেলিভিশন ভাষণে তিনি জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান। তবে পরে এক নাটকীয় সিদ্ধান্তে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন। পদত্যাগপত্রে তিনি উল্লেখ করেন যে, "অসাধারণ পরিস্থিতির" মুখে এই সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেছেন, যাতে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সমাধানের পথ সুগম হয় এবং দেশ আবার স্থিতিশীলতার পথে ফিরতে পারে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে কেবল সরকার পরিবর্তনই নয়, বরং একটি বৃহত্তর কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন, যা তরুণ প্রজন্মের চাহিদা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করবে।

এই মুহূর্তে, কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কবে খুলবে বা বিমান চলাচল কবে স্বাভাবিক হবে, সে বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট ঘোষণা পাওয়া যায়নি। ভারতীয় দূতাবাস নাগরিকদের সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে এবং জরুরি প্রয়োজনে সহায়তার জন্য হেল্পলাইন চালু করেছে। পরিস্থিতি বিবেচনায়, নেপাল ভ্রমণ পরিকল্পনা করা যাত্রীদের জন্য সতর্কতা অবলম্বন এবং এয়ারলাইন্স ও দূতাবাসের আপডেট ফলো করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। পুরো পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে আন্তর্জাতিক মহল, এবং অনেকেই এই ঘটনাকে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক হিসেবে দেখছেন।

বেঙ্গালুরুতে কেসিএ-র ক্রিকেটে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে বড় স্কোরের লক্ষ্যে এগুচ্ছে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ম্যাচের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আজ পরিবর্তন আনা হয়েছে। সেদিন মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে টস জিতে প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে একবার মনে হয়েছে ব্যাটিং লাইন আপে সমৃদ্ধ ত্রিপুরা দল সিদ্ধান্ত ভুল করেছিল। আজ, মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে প্রথম দিনের খেলা শেষে ত্রিপুরা দিনভর ৮৪ ওভার খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে ২৩৭ রান সংগ্রহ করেছে। ব্যাঙ্গালুরুতে আলুর এক নম্বর মাঠ তথা প্লাটিনাম ওভালে কে সি এ আয়োজিত ডঃ ক্যাপ্টেন কে থিম্বাপিয়া মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা আজ থেকে শুরু হয়েছে। সকালে টস জিতে ত্রিপুরা দলের অধিনায়ক বিক্রম কুমার দাস প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ওপেনিং জুটি ২৬ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেও দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে রাজ্যদল ৮৪ ওভারে ছয় উইকেটে ২৩৭ রান সংগ্রহ করে। বিক্রম দেবনাথ ৩১ রানে এবং শুভম ঘোষ ৪৩ রানে উইকেটে রয়েছেন নাইট ওয়াচম্যান এর ভূমিকায়। রাজ্য দলের দুইজন পেশাদার ক্রিকেটার দলের সঙ্গে এই মুহূর্তে না থাকলেও ঋতুরাজ ঘোষ রায়ের ৬৩ রান, স্বপ্নীল সিং এর ২৮ রান, আনন্দ ভৌমিকের ২৬ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। ঋতুরাজ ঘোষ রায় ১৫৩ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৬৩ রানে কট আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরেন। শুভম ঘোষ অর্ধশতকের লক্ষ্যে আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের প্রথম বেলায় ব্যাট করতে নামবে। ছত্তিশগড়ের বোলার শশাঙ্ক তেওয়ারি একাই তিনটি উইকেট পেয়েছে ৫৭ রানের বিনিময়ে। এছাড়া সাহবান খান এবং বাসুদেব বারেথ একটি করে উইকেট পেয়েছেন।

টাইব্রেকারে ওমানকে হারিয়ে কাফা নেশনস কাপে তৃতীয় স্থানে শেষ করল ভারত, খালিদের দলকে জেতালেন গুরপ্রীত

কাফা নেশনস কাপে তৃতীয় স্থানে শেষ করল ভারত। টাইব্রেকারে ওমানের শেষ শট বাঁচিয়ে জয়ের নায়ক গুরপ্রীত সিংহ সান্ধু। নির্ধারিত সময়ে খেলা ১-১ শেষ হয়েছিল। অতিরিক্ত সময়েও কোনও দল গোল করতে পারেনি। টাইব্রেকারে ৩-২ ব্যবধানে জেতে ভারত। পেনাল্টি শুটআউটে ভারতের আনোয়ার আলি এবং উদান্তা সিংহ মিসকরেন। ওমানেরও প্রথম দু'টি শট বাইরে যায়। পঞ্চম শটটি আটকে দেন গুরপ্রীত। চলতি প্রতিযোগিতায় আরও একটি ম্যাচে গুরপ্রীতের গোলকিপিং জেতাল ভারতকে।ম্যাচের শুরুটা ভাল করেছিল ওমানই। বাঁ দিক থেকে দৌড়ে বক্সে ক্রস করেছিলেন আল মুশাফিরি। তবে ভারতের রক্ষণ সেই বল ক্লিয়ার করে দেয়। ম্যাচ এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে ওমান জাঁকিয়ে বসতে থাকে। একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে তারা। ভারতীয়রা তখন রক্ষণ সামলাতেই ব্যস্ত। বলের দখল ছিল ওমানেরই। ১১ মিনিটের মাথায় প্রথম সুযোগ তৈরি করে ভারত। ফ্রিকিক থেকে লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের শট বক্সে ভেসে এসেছিল। প্রথমে ওমান সেই বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হলেও, ভারত সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। দু'মিনিট পরে প্রায় গোল করে ফেলেছিল ভারত। লম্বা থ্রো থেকে হেড করেছিলেন আনোয়ার আলি। সেই বল সরাসরি যায় ওমানের কিপার আল মুখাইনির কাছে। দ্রুততার সঙ্গে সেই বল ক্লিয়ার করেন তিনি। এর পর ম্যাচে ভারতের প্রাধান্য বাড়তে থাকে। ওমানের বক্সে একটি ফাউলকে কেন্দ্র করে বিতর্ক হয়। বিক্রমপ্রতাপ সিংহ এবং আল মুখাইনির মধ্যে সংঘর্ষের কারণে রেফারি ওমানকে ফ্রিকিক দেন। তবে বিক্রম প্রতিবাদ করেন। রেফারি তাতে কর্ণপাত করেননি।কিছু ক্ষণ পরেই ওমানের কাছে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ এসেছিল। রাহুল ভেকে এবং গুরপ্রীত সিংহ সান্ধুর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে বল পেয়ে গিয়েছিলেন আর রাওয়াহি। তাঁর শটে অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। গোলে থাকলে গুরপ্রীতের কিছু করার ছিল না। প্রথমার্ধে ভারত আর একটি সুযোগ তৈরি করলেও গোল হয়নি।দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে ওমান আগ্রাসী ফুটবল খেলতে থাকে। বোঝাই যাচ্ছিল দ্রুত গোল করতে চায় তারা। হয়ও তাই। ৫৫ মিনিটে এগিয়ে যায় ওমান। টানা চাপের মুখে ভেঙে পড়ে ভারতের রক্ষণ। বাঁ দিক থেকে ভেসে আসা ক্রস প্রথম প্রয়াসেই শট নেন জামিল সালিম আল ইয়াহমাদি। বল গুরপ্রীতকে এড়িয়ে জালে জড়িয়ে যায়।এর পরেই গোলের লক্ষ্যে মনবীর সিংহ এবং নাওরেম মহেশকে নামিয়ে দেন কোচ খালিদ জামিল। তাতে ভারতের আক্রমণের ঝাঁজও বাড়ে। কিছু ক্ষণ পরে সুরেশ সিংহ এবং উদান্তা সিংহকেও নামিয়ে দেন খালিদ। সেই উদান্তাই সমতা ফেরান। রাহুলের লম্বা থ্রো হেডে ফ্লিক করেছিলেন দানিশ ফারুক। ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথা ছুঁইয়ে গোল করেন উদান্তা। ভারতের আক্রমণ আরও বাড়লেও নির্ধারিত সময়ে জয়সূচক গোল করতে পারেনি তারা। খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে।অতিরিক্ত সময়েও ওমানের মধ্যে গোল করার আগ্রহ বেশি দেখা যায়। নিজেদের মধ্যে পাস খেলতে খেলতে আক্রমণে উঠতে থাকে তারা। এর মাঝেই লাল কার্ড দেখেন ওমানের আলি সুলেমান আল বুসাইদি। ১০ জন হয়ে যায় ওমান। সেই সুযোগে দাপট দেখাতে থাকে ভারতে। এর পর দুই দলের লড়াই হতে থাকে মাঝমাঠে। দু'দলই চেষ্টা করছিল বিপক্ষের ভুলের সুযোগ নিয়ে গোল করার। কিন্তু বিপক্ষের ফুটবলার কম থাকার সুবিধা নিতে পারেনি ভারত। খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে।

কেকেআরে গম্ভীরের 'হাতের পুতুল' ছিলেন শ্রেয়স! সেই কারণেই কি এশিয়া কাপে ব্রাত্য প্রাক্তন নাইট নেতা

ভারতের এশিয়া কাপের দলে শ্রেয়স আয়ার জায়গা না পাওয়ার পর অবাক হয়েছিলেন অনেকেই। ফর্মে থাকা শ্রেয়সকে কেন নেওয়া হয়নি? নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর জানিয়েছিলেন, ১৫ জনের বেশি ক্রিকেটার নেওয়া যাবে না বলে বাদ পড়েছেন শ্রেয়স। সেটাই কি কারণ? শ্রেয়সের জায়গা না পাওয়ার নেপথ্যে কি গৌতম গম্ভীর? শ্রেয়সের কথায় তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।কলকাতা নাইট রাইডার্সকে আইপিএল জিতিয়েছিলেন শ্রেয়স। সেই সময় কেকেআরের মেন্টর গম্ভীর। অধিনায়ক হিসাবে ১০ বছর পর দলকে চ্যাম্পিয়ন করলেও তাঁর কথা বলার জায়গা ছিল না বলে জানিয়েছেন শ্রেয়স। 'জিকিউ ইন্ডিয়া'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শ্রেয়স বলেন, ''কলকাতায় থাকাকালীন আমি আলোচনার মধ্যে থাকতাম। আমার সামনেই পরিকল্পনা করা হত। কিন্তু আমাকে পুরোপুরি যুক্ত করা হত না। আমার কথার গুরুত্ব ছিল না।'' তবে কি সব সিদ্ধান্ত গম্ভীরই নিতেন? তাঁর 'হাতের পুতুল' ছিলেন শ্রেয়স। সরাসরি না বললেও প্রাক্তন নাইট অধিনায়কের কথায় সেই ইঙ্গিত।গত বারের নিলামের আগে শ্রেয়সকে ছেড়ে দিয়েছিল কেকেআর। জানা গিয়েছিল, তিনি নিজেই আর কলকাতায় থাকতে চাইছিলেন না। নিলামে ২৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় শ্রেয়সকে কিনেছিল পঞ্জাব কিংস। নতুন দলকে প্রথম বারই ফাইনালে তুলেছিলেন তিনি। আইপিএল জেতাতে না পারলেও পঞ্জাবে যে সম্মান তিনি পেয়েছেন, সে কথা জানিয়েছে শ্রেয়স।পঞ্জাবে পুরনো কোচ রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে মিলে দলকে চালিয়েছেন শ্রেয়স। তিনি বলেন, ''পঞ্জাব আমাকে সব রকম স্বাধীনতা দিয়েছে। দলের ম্যানেজমেন্ট, কোচ সকলে আমার কথাকে গুরুত্ব দিয়েছে। মাঠের বাইরে ও মাঠে আমি পরিকল্পনা করেছি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নিজের মতো দল চালিয়েছি। এই স্বাধীনতা আমি কোথাও পাইনি।''শ্রেয়সের কথা থেকে ইঙ্গিত, কোচ গম্ভীর হয়তো বিশেষ পছন্দ করেন না তাঁকে। সেই কারণেই কি এশিয়া কাপের দলে জায়গা হল না? বদলে ভারত 'এ' দলের নেতৃত্ব দিয়ে মন ভোলানো হল তাঁর। আপাতত সে সব নিয়ে ভাবতে চাইছেন না শ্রেয়স। তিনি বলেন, ''যা আমার হাতে আছে সেটা নিয়েই আমি বলতে পারি। আমি ভাল খেলার চেষ্টা করছি। নিজেকে নিয়ে খাটছি। সুযোগ পেলে প্রমাণ করব। তত দিন অপেক্ষা করব।''

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে প্রথম জয় জার্মানির, তুরস্ককে ৬ গোলের মালা স্পেনের

হারের ধাক্কা ভুলে জয়ে ফিরল জার্মানি। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে প্রথম জয় পেল তারা। নর্দান আয়ারল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে জার্মানি। অন্য ম্যাচে তুরস্ককে ৬-০ গোলে হারিয়েছে স্পেন।আগের ম্যাচে স্লোভাকিয়ার কাছে ০-২ গোলে হেরেছিল জার্মানি। সেই ধাক্কা দ্বিতীয় ম্যাচে কাটিয়ে উঠেছেন জুলিয়ান নাগেলসম্যানের ছেলেরা। খেলা শুরুর ৭ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায় জার্মানি। সের্জি গ্যানাব্রির পাস থেকে গোল করেন বেইলি পিকক-ফারেল।গোল খাওয়ার পর আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ায় নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড। সুযোগ তৈরি করতে থাকে তারা। জার্মানি কিছুটা রক্ষণাত্মক হয়ে পড়ে। তার খেসারত দিতে হয় তাদের। ৩৩ মিনিটের মাথায় কর্নার থেকে গোল করেন নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের ইসাক প্রাইস। ১-১ গোলে বিরতিতে যায় দু'দল।দ্বিতীয়ার্ধে জার্মানির খেলায় আক্রমণ চোখে পড়ছিল। মরিয়া রক্ষণ করার চেষ্টা করছিল নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড। তবে বেশি ক্ষণ সেটা করতে পারেনি তারা। ৬৯ মিনিটে ডেভিড রাউমের পাস থেকে গোল করেন নাদিয়েম আমিরি। তিন মিনিট পর দুর্দান্ত ফ্রিকিকে দলের তৃতীয় গোল করেন ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজ। ৩-১ গোলে এগিয়ে যায় জার্মানি। আর ফিরতে পারেনি নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড। আগের ম্যাচে হারের পর এই জয় জার্মানির ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস অনেকটা বাড়াবে। বিশ্বফুটবলে দাপট অব্যাহত গত ইউরো কাপের চ্যাম্পিয়ন স্পেনের। তুরস্কের বিরুদ্ধে বড় জয় পেয়েছে তারা। ম্যাচের ৬ মিনিটে প্রথম গোল করেন পেদ্রি। ২২ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান মিকেল মেরিনো। বিরতির ঠিক আগে নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোল করেন মেরিনো।দ্বিতীয়ার্ধে ৫৭ মিনিটের মাথায় নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন মেরিনো। এক মিনিট পরেই স্পেনের পাঁচ নম্বর গোল করেন ফেরান টোরেস। ৬২ মিনিটে দলের ষষ্ঠ ও নিজের দ্বিতীয় গোল করেন পেদ্রি। গোলসংখ্যা বাড়ানোর সুযোগ পেলেও তার পর আর গোল হয়নি।গোল করতে না পারলেও নজর কেড়েছেন মিকেল ওয়্যারজাবাল ও লামিন ইয়ামাল। ওয়্যালজাবাল তিনটি ও ইয়ামাল দু'টি গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে পর পর দু'ম্যাচ জিতল স্পেন। অন্য দিকে প্রতিযোগিতায় প্রথম হারের সম্মুখীন হল তুরস্ক।

শেষ ম্যাচ মেসির ?

বৃহস্পতিবার রাতে (ভারতীয় সময় শুক্রবার ভোরে) হয়তো দেশের মাটিতে আর্জেন্টিনার হয়ে শেষ ম্যাচ খেলতে চলেছেন লিয়োনেল মেসি। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ভেনেজুয়েলা ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে এসে তেমনই ইঙ্গিত দিলেন কোচ লিয়োনেল স্কালোনি। এটাও জানিয়ে রাখলেন, মেসি যাতে দেশের মাটিতে আরও ম্যাচ খেলতে পারেন সেটাও তিনি চান।স্কালোনির কথায়, "এটা বিশেষ একটা ম্যাচ। লিয়ো আগেই জানিয়েছিল এই ম্যাচে ও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বে। কারণ যোগ্যতা অর্জন পর্বে দেশের মাটিতে এটাই আমাদের শেষ ম্যাচ। আমাদের উচিত প্রতিটা মিনিট উপভোগ করা। সবচেয়ে বেশি উপভোগ করব আমি। লিয়োকে কোচিং করানো আমার জীবনে সবচেয়ে আনন্দের অনুভূতি। আশা করি যে সমর্থকেরা স্টেডিয়ামে যাবেন তারাও যেন ম্যাচটা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারেন।"এর পরেই নিজের অবস্থান থেকে একটু ঘুরে গিয়েছেন স্কালোনি। বলেছেন, "হয়তো বৃহস্পতিবার আর্জেন্টিনায় লিয়োর শেষ ম্যাচ হচ্ছে না। কারণ আমরা আরও একটা ম্যাচ খেলার চেষ্টা করব। লিয়ো আরও একটা ম্যাচ খেলার যোগ্য। লিয়ো অনুশীলনে এলে ওর মধ্যে এমন জিনিস দেখতে পাই যেটা বাকি কারও মধ্যে দেখি না। ব্যক্তি হিসাবেও ও অনেকের চেয়ে আলাদা।"কেরিয়ারের শুরুর দিকে মেসিকে অনেক আর্জেন্টিনীয়ই পছন্দ করতেন না। তাঁরা এগিয়ে রাখতেন দিয়েগো মারাদোনাকে। তবে কাতারে মেসি দেশকে বিশ্বকাপ জেতানোর পর সব বদলে গিয়েছে।

রাজ্যের দিকপাল ফুটবলার রঞ্জিত ভট্টাচার্য প্রয়াত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যের কিংবদন্তি ফুটবলার তথা ত্রিপুরা ফুটবলে অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সচিব রঞ্জিত ভট্টাচার্য্য প্রয়াত হয়েছেন। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন থেকে এক শোক বার্তায় অতীব দুঃখের সঙ্গে জানানো হয়েছে যে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সচিব রঞ্জিত ভট্টাচার্য্য গতকাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। উনার প্রয়াণে ক্রীড়া জগতে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে এবং অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে উনার এই প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত এবং মর্মাহত। উনার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করা হয়েছে। উনার শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতিও ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সম্পাদক অমিত চৌধুরী এক বিবৃতিতে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। উল্লেখ্য, মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। উনি স্ত্রী, এক পুত্র এবং পুত্রবধূ সহ অনেক আত্মীয় পরিজন এবং গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন। বলাবাহুল্য, টাউন ক্লাবের পক্ষ থেকেও এক শোক প্রস্তাবে জানানো হয়েছে, যে টাউন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা রঞ্জিত ভট্টাচার্য্যের প্রয়াণে ক্রীড়া জগতে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে এবং অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। টাউন ক্লাবের পক্ষ থেকে উনার এই প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত এবং মর্মাহত। উনার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করা হয়েছে। উনি প্রথম জীবনে বোধজং স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিক ছিলেন। উনার হাত ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর খেলোয়াড় তৈরি হয়েছেন এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। উনি অন্যতম ক্রীড়া সংগঠকও ছিলেন।

ক্রীড়া আঙ্গিকে সেরা নবগ্রাম স্কুল ঘিরে সংবর্ধনার জোয়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শারীর শিক্ষক শিল্পী সরকার এবং অমিয় কুমার দাস কে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। এবারও ক্রীড়া আঙ্গিকে রাজ্য সেরা স্কুলের শিরোপা দখল করায় নবগ্রাম স্কুল ঘিরে অত্র এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজ করছে। সে উপলক্ষে আজ, মঙ্গলবার মোহনপুর ক্রীড়া অধিকর্তার কার্য্যালয়ে আয়োজিত এক বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে নবগ্রাম স্কুলের দুজন জুনিয়র পি আই শিল্পী সরকার এবং অমিয় দাস কে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, সমাজসেবী প্রদীপ বরণ রায়, মোহনপুর আর ডি ব্লকের ভিডিও ধৃতি সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সিনিয়র ইনফরমেটিভ অফিসার অশোক কুমার দেববর্মা, সাব ডিভিশনাল ইয়ুথ প্রোগ্রাম অফিসার শ্রীমতি জ্যোতি দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সংবর্ধিত হয়ে শারীর শিক্ষক অমীয় কুমার দাস সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

গোয়ায় অনুষ্ঠিত জাতীয় অনূর্ধ-১৩ দাবায় নবম স্থান পেলো আরাধ্যা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় দাবায় আবারও সাফল্য ত্রিপুরার আরাধ্যা-র। নবম স্থান দখল করলো পূর্বোত্তরের সর্বকনিষ্ঠ ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু ত্রিপুরার আরাধ্যা দাস (১৮৫৮)। এগারো রাউন্ডে ৮ পয়েন্ট অর্জন করে। মঙ্গলবার শেষ হয় জাতীয় অনূর্ধ ১৩ দাবা প্রতিযোগিতা। গোয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছিলো এবারের আসর। বালিকা বিভাগে সাড়ে ৯ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তেলেঙ্গানার মোদিপাল্লি দীপশিখা (১৯৩৪)। বালিকা বিভাগে রাজ্যের অপর দাবাড়ু অঙ্কিতা সরকার (১৫৬৫) ৬ পয়েন্ট পেয়ে ৭৫ তম স্থান দখল করে। আসরে বালিকা বিভাগে আসরে অংশ নিয়েছিলো ২০২ জন দাবাড়ু। বালক বিভাগে আসরে অংশ নিয়েছিলো ৩৯৫ জন দাবাড়ু। আসরে ১০ পয়েন্ট পেয়ে দেশের সেরা দাবাড়ুর সম্মান পেয়েছে মহারাষ্ট্রের বাদোলে শৌণক (২০৮৬)। রাজ্যের দাবাড়ুদের মধ্যে শাক্য সিংহ মোদক (১৭৪৯) সাত পয়েন্ট অর্জন করে ৬৫তম স্থান দখল করে। বালক বিভাগে রাজ্যের অপর দাবাড়ু অভ্রনীল দে সাড়ে চার পয়েন্ট পেয়ে ২৯৬ তম স্থান দখল করে। আরাধ্যাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক এবং সচিব মিঠু দেবনাথ সহ অন্যান্যরা।

বন্ধু'র বিরুদ্ধে খেলতে হবে শুভমনকে! এশিয়া কাপে ভারতের বিরুদ্ধে আমিরশাহির অস্ত্র এক ভারতীয়ই

বুধবার এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে ভারত। অভিষেক শর্মার সঙ্গে শুভমন গিলের ওপেন করা প্রায় পাকা। সেখানে ছোটবেলার 'বন্ধু'র বিরুদ্ধে খেলতে হবে শুভমনকে। ভারতের বিরুদ্ধে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বড় অস্ত্র সিমরনজিৎ সিংহ। ছোটবেলায় শুভমন গিলের সঙ্গে অনেক ক্রিকেট খেলেছেন এই স্পিনার।পঞ্জাবের লুধিয়ানার ছেলে সিমরনজিৎ। ছোটতে মোহালিতে পঞ্জাব ক্রিকেট সংস্থার মাঠে অনুশীলন করতেন তিনি। সেখানেই অনুশীলন করতেন শুভমন। ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে সিমরনজিৎ বলেন, "শুভমনকে ছোট থেকে আমি চিনি। জানি না আমার কথা ওর মনে আছে কি না। শুভমনের বয়স যখন ১১-১২ বছর তখন ওর সঙ্গে খেলেছি। আমরা পঞ্জাব ক্রিকেট সংস্থার মাঠে অনুশীলন করতাম। সকাল ৬টা থেকে ১১টা পর্যন্ত অনুশীলন হত। তার পর শুভমন ওর বাবার সঙ্গে আসত। আমি অনুশীলনের পরেও থেকে যেতাম। শুভমনকে অনেক বল করেছি।"পঞ্জাবের বয়সভিত্তিক দলে খেললেও রঞ্জি দলে খেলার সুযোগ পাননি সিমরনজিৎ। ২০১৭ সালে প্রাথমিক দলে থাকলেও মূল দলে জায়গা পাননি। আইপিএলে পঞ্জাব কিংসের নেটেও বল করেছেন তিনি। কিন্তু আইপিএল খেলার সুযোগ পাননি। কোভিডের পর বদলে যায় তাঁর জীবন।দুবাইয়ে অনুশীলন করতে গিয়ে আর ফিরতে পারেননি সিমরনজিৎ। তিনি বলেন, "২০২১ সালের এপ্রিল মাসে দুবাই এসেছিলাম। ২০ দিনের জন্য এসেছিলাম। সেই সময় ভারতে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ এল। আর ফিরতে পারিনি।" দুবাইয়ে ছোটদের কোচিং করাতে শুরু করেন ৩৫ বছর বয়সি সিমরনজিৎ। কিন্তু খেলার ইচ্ছা মনে থেকে গিয়েছিল। লালচাঁদ রাজপুত আমিরশাহির কোচ হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন সিমরনজিৎ। তাঁকে দেখে পছন্দ হয় রাজপুতের। সিমরনজিৎকে আমিরশাহির দলে নেন তিনি। সেই থেকে খেলছেন তিনি। সিমরনজিতের খেলায় খুশি রাজপুত বলেন, "টি-টোয়েন্টিতে বাঁহাতি স্পিনারেরা হাওয়ায় খুব একটা বল রাখে না। লেংথে বল করার চেষ্টা করে। কিন্তু সিমরনজিৎ সাহসি বোলার। ও চেষ্টা করে উইকেট তোলার।" আমিরশাহির হয়ে ১২টি টি-টোয়েন্টিতে ১৫ উইকেট নিয়েছেন সিমরনজিৎ। ওভার প্রতি ৬ রানের কম দিয়েছেন।

এশিয়া কাপের পুরস্কারমূল্য দ্বিগুণ বাড়ছে! চ্যাম্পিয়ন হলে কত টাকা পাবেন সূর্যেরা?

মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপের পর এ বার এশিয়া কাপের পুরস্কারমূল্যও বেড়েছে। জানা গিয়েছে, দ্বিগুণ বেড়েছে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের পুরস্কারমূল্য। এখনও পর্যন্ত এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল কোনও ঘোষণা না করলেও জানা গিয়েছে, পুরস্কারমূল্য বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে।২০২৩ সালে এশিয়া কাপ জিতে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা পেয়েছিল ভারতীয় দল। এ বার তা দ্বিগুণ বাড়ছে বলে খবর। এ বার চ্যাম্পিয়ন হলে ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা পাবেন সূর্যকুমার যাদবেরা। এ বার যে দল রানার্স হবে তারা ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা পাবে। প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটারকে দেওয়া হবে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। জানা গিয়েছে, প্রতিযোগিতা শুরুর আগে বা প্রতিযোগিতা চলাকালীন পুরস্কারমূল্য বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করে দেবে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল।এ বারের এশিয়া কাপের আয়োজক দেশ ভারত। কিন্তু প্রতিযোগিতা হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। দুবাই ও আবু ধাবির মাঠে হবে সব খেলা। মোট আটটি দল খেলছে এ বারের প্রতিযোগিতায় গ্রুপ এ-তে রয়েছে ভারত, পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও ওমান। গ্রুপ বি-তে রয়েছে আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও হংকং। গ্রুপ পর্বে প্রতিটি দল প্রতিটি দলের বিরুদ্ধে খেলবে। দু'টি গ্রুপ থেকে চারটি দল উঠবে সুপার ফোর-এ। সেখানেও প্রতিটি দল প্রতিটি দলের বিরুদ্ধে খেলবে। তার পর শীর্ষে থাকা দুই দল ফাইনালে উঠবে।মঙ্গলবার, ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু প্রতিযোগিতা। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি আফগানিস্তান ও হংকং। ভারতের প্রথম ম্যাচ বুধবার। সামনে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। ১৪ সেপ্টেম্বর, রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে ভারতীয় দল। গ্রুপ পর্বে ভারতের শেষ ম্যাচ ১৯ সেপ্টেম্বর ওমানের বিরুদ্ধে। ২৮ সেপ্টেম্বর হবে এশিয়া কাপের ফাইনাল।

আইএসএলের আগেই সুপার কাপ প্রতিযোগিতার সময় ঘোষণা ফেডারেশনের

ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি। তবে সুপার কাপের সূচি চূড়ান্ত করে ফেলল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ)। রবিবার বিবৃতি দিয়ে ফেডারেশন জানিয়েছে, আগামী ২৫ অক্টোবর থেকে শুরু হবে সুপার কাপ।আইএসএলের আগে সুপার কাপ আয়োজনের কথা আগেই জানিয়েছিল এআইএফএফ। সেই মতোই শনিবার রাতে ফেডারেশনের কার্য্যকরী কমিটির বৈঠকে প্রস্তাব রাখা হয়। সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে ভার্চুয়াল বৈঠকে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামী ২৫ অক্টোবর থেকে সুপার কাপ শুরু হবে। প্রতিযোগিতার ফাইনাল হবে ২২ নভেম্বর। অর্থাৎ প্রায় এক মাস ধরে চলবে প্রতিযোগিতা। যদিও জানানো হয়নি কোথায় হবে প্রতিযোগিতা।ঠিক হয়েছে, অংশগ্রহণকারী ১৬টি দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। গ্রুপ পর্বের প্রথম চারটি দল সেমিফাইনালে উঠবে। জানা গিয়েছে, সোমবার থেকেই সংশ্লিষ্ট ক্লাবগুলির সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করবে এআইএফএফ। এছাড়াও ফেডারেশনের নির্বাচন প্রক্রিয়া তদারকির জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কমিটির সভাপতি হবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও। কমিটিতে থাকবেন এএফসির অডিট ও কমপ্লায়েন্স কমিটির সদস্য শ্রী কেশবরন মুরুগাসু এবং ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে।

নেশনস কাপের নক আউটে ভারত!

অবশেষে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন খালিদ জামিল। কাফা নেশনস কাপের নক আউটে উঠল ভারত। গ্রুপের প্রথম ম্যাচে তাজিকিস্তানকে হারানোর সুবিধা পেল ভারত। হেড টু হেড নিয়মে নেশনস কাপের নক আউটে উঠল খালিদের দল।গ্রুপ পর্বে প্রথম ম্যাচে তাজিকিস্তানকে হারিয়েছিল ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচে ইরানের কাছে হারলেও নক আউটে ওঠার সুযোগ ছিল। তৃতীয় ম্যাচে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে জিতলে অঙ্ক সহজ হত। সেটাই পারেনি ভারত। চলতি প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে জঘন্য ফুটবল এ দিন খেলল তারা। গোলশূন্য ড্র হল খেলা।আফগানিস্তানকে হারাতে না পারায় ভারতের নজর ছিল ইরান বনাম তাজিকিস্তান ম্যাচের দিকে। ইরান তাজিকিস্তানকে হারালে বা খেলা ড্র হলে ভারত তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে খেলত। প্রথমার্ধে ইরানের খেলা দেখে মনে হচ্ছিল তারা তাজিকিস্তানকে হারিয়ে দেবে। প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল ইরান।দ্বিতীয়ার্ধে ছবিটা বদলে গেল। চলতি প্রতিযোগিতায় এই ম্যাচে নিজেদের সেরা ফুটবল খেলল তাজিকিস্তান। হাল ছাড়েনি তারা। দ্বিতীয়ার্ধে দু'টি গোল করে নেশনস কাপের আয়োজক দেশ। শেষ পর্যন্ত ২-২ গোলে শেষ হয় খেলা।এই গ্রুপের সবক'টি ম্যাচ হয়ে গেল। তিন ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ফাইনালে উঠল ইরান। ভারত ও তাজিকিস্তান দু'দলের পয়েন্টই তিন ম্যাচে ৪। তাজিকিস্তানের গোলপার্থক্য ১। সেখানে ভারতের গোলপার্থক্য -২। কিন্তু যে হেতু ভারত গ্রুপ পর্বে তাজিকিস্তানকে হারিয়েছে তাই তাজিকিস্তানের গোলপার্থক্য বেশি হলেও ভারত উপরে শেষ করল। ভারতের কোচ হিসাবে নিজের প্রথম প্রতিযোগিতায় স্বপ্ন দেখাচ্ছেন খালিদ।

সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ৫০ বছর পূর্তিতে মুখ্যমন্ত্রী

শিল্প ও চারুকলার সৃজনশীলতা যুব সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। ছাত্র ও যুব সমাজের মধ্যে শিল্প ও চারুকলা, সৃজনশীলতা যত ছড়িয়ে দেওয়া যাবে ততই সুস্থ সংস্ক'তির বিকাশ ঘটবে। শিল্প ও চারুকলার সঙ্গে যুক্ত থাকার একটা আলাদা ত'প্তি রয়েছে। শিল্পকলা সৃজনশীলতার মাধ্যমে একটা ভাষা সৃষ্টি করে। শিল্পকলার মাধ্যমে আরও বেশি করে মানব সম্পদ তৈরী করতে হবে। চারুকলার সাথে রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় স্তরের ছাত্রছাত্রীদের যুক্ত করতে হবে। আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সরকারি শিল্প ও চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ৫ দিনব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিল্প ও চারুকলার সাথে যুক্ত শিল্পীদের সৃজনশীলতার মাধ্যমে নিজেদের পরিচিতি বাড়াতে হবে এবং এর সাথে যুক্ত ছাত্রছাত্রীদের গতানুগতিক চিন্তাধারার বাইরে শিল্প ও চারুকলার ক্ষেত্রে নিজস্ব সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে তুলে ধরতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের শুধু সার্টিফিকেট অর্জন করলেই চলবে না।

নিজের সৃজনশীলতার বিকাশে সবথেকে বেশি জোর দিতে হবে। সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাজ্যের জনজাতিদের চিরাচরিত সংস্ক'তিকে তুলে ধরতে হবে এবং তা রাজ্যের বাইরের মানুষের কাছে পরিচিতিলাভের পথকে প্রশস্ত করতে হবে। নিজের সৃজনশীলতা তুলে ধরতে পারলে জীবন জীবিকাও সৃষ্টি হবে।

রাজ্যে শারদোৎসব সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্যাণ্ডেল বানানোর ক্ষেত্রে রাজ্যের চারু ও শিল্পকলার সাথে যুক্ত শিল্পীদের যুক্ত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে শিল্প ও চারুকলার মহৎ ভূমিকা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মূল মন্ত্র হল ভোকাল ফর লোকাল। সেই ক্ষেত্রে শিল্প ও চারুকলার সঙ্গে যুক্ত যুবক যুবতীরা তাদের এই শিক্ষাকে জীবন জীবিকা সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবেও গ্রহণ করতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার এই সরকারি চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়নে আরও উদ্যোগ নেবে। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে শিল্প ও চারুকলা শিক্ষার প্রসারে মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্যের অবদান অনস্বীকার্য।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, আগরতলা শিল্প ও চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষিকা সংঘমিত্রা নন্দী, স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন কমিটির কনভেনার ড. সুপ্রতীম পাল। ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে আলোচনা করেন সুপর্ণা সাহা। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা। সভাপতিত্ব করেন সরকারি শিল্প ও চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অভিজিৎ ভ-াচার্য। অনুষ্ঠানের আগে মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের শিল্পকর্মের একটি প্রদর্শনী স্টল ও ফটো গ্যালারি ও আর্ট এ'িবিশন পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে এই মহাবিদ্যালয়ের ৫০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী মহাবিদ্যালয়ের ২ জন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রকে, প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের এবং প্রাক্তন শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্মাননা প্রদান করেন।

উদয়পুর রেলস্টেশনে মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ সেপ্টেম্বর।। আবারো সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হল কুড়ি বছর বয়সী এক যুবকের। ঘটনা কাকড়াবন থানার অন্তর্গত হদ্রা এলাকার ২০ বছরের যুবক রিপন জমাতিয়ার। সংবাদ সূত্রে জানা যায় উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অলকানন্দ জমাতিয়ার একমাত্র ছেলে রিপন জমাতিয়া গতকাল বিকেল চারটার সময় বাবার থেকে বারোশো টাকা নিয়ে বিশ্রামগঞ্জ বাইকের শোরুমে বাইক মেরামতি করাবে বলে নিয়ে যায়।গতকাল রাত আনুমানিক নয়টা পঁচিশ মিনিটে বিশ্রাম গঞ্জ থেকে উদয়পুর আসার পথে বাগমা কড়ইয়ামুড়া শিব মন্দিরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরিতে সজোরে আঘাত করে , এতে ঘটনা স্থলেই প্রাণ হারান ২০ বছরের যুবক রিপন জমাতিয়া। এই খবর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় রাতে ছড়িয়ে পড়তেই রিপনের বাড়িতে- শোকের ছায়া নেমে আসে। রিপনের বাবা উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অলকানন্দ জমাতিয়া একমাত্র ছেলের বাইক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই টেপানিয়া স্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে ছুটে আসেন। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রিপন জমাতিয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রাতে রিপনের মৃতদেহ-গোমতি জেলার টেপানীয়াস্থিত জেলা হাসপাতালে মর্গে রাখা হয়। এখানে উল্লেখ থাকে যে গতকাল এই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন উদয়পুরের একজন কর্মরত সাংবাদিক ও এডিটর আয়ুব সরকার। উনার গাড়িতে লাইভ ভিডিও চলাকালে দেখা যায় রিপন অতিরিক্ত গতিবেগে সর্পিল আকারে বাইক চালাতে গিয়ে সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকা একটি লরির পেছনের চাকায় সজোরে আঘাত করে , সেখানেই রক্তাক্ত অবস্থায় গাড়ির নিচে বাইকে চাপা পড়ে থাকেন রিপন জমাতিয়া। সাংবাদিক আয়ুব আগরতলা থেকে আসার পথে এই ঘটনা চাক্ষুষ করে নিজ উদ্যোগে উনার গাড়িতে তুলে রিপনকে গোমতী জেলা হাসপাতালে দ্রুত নিয়ে আসেন। আজ দুপুরে ময়নাতদন্তের পর রিপন জমাতিয়ার নিথর দেহ তার নিকট আত্মীয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রাথমিক তদন্তি রিপোর্টে জানা যায় রিপনের মোট সাত জায়গায় আঘাত গুরুতরভাবে লেগেছে।ওর ফুসফুস ,মাথার মগজ ইত্যাদিতে প্রচন্ড আঘাত পাওয়ার পাশাপাশি ঘাড় ভেঙে যায়, কপাল এবং নাক দিয়ে রক্ত বেরুতে থাকে। রিপন জমাতিয়ার মৃতদেহ হদ্রাস্থিত তার নিজ বাড়িতে নিয়ে গেলে অগণিত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী এবং হিতাকাঙ্খীরা চোখের জলে রিপনকে শেষ বিদায় জানান। সম্পূর্ণ সনাতনী রীতিমেনে গোমতী নদীর তীরে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অভিভাবক মহল উত্তরোত্তুর সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করছেন ,ট্রাফিক দপ্তরকে আরেকটু কঠোর হওয়ার আবেদন করছেন।এই সাংবাদ শোনামাত্র উদয়পুর পুর পরিষদের পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার অলকানন্দ জমাতিয়াকে শোক বার্তা প্রেরণ করেন, গোমতি জেলা শিক্ষা আধিকারিক কল্যাণ ভদ্র , টেপানিয়া ব্লকের ডেপুটি আইএস সুব্রত জমাতিয়া, টেপানিয়ার আই এস ভগন সিং মলসুম, উদয়পুর মহকুমা সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক জগদীশ জমাতিয়া, চন্দ্রপুর কলোনি সি আর সির - সি আর পি অপুরাম সরকার, মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসের কাদের হোসেন, নিবেদিতা দাস, নিডেল চৌধুরী ,শংকরী রুদ্র পাল সহ অন্যান্য সহকর্মীরা সকাল থেকেই মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অলকানন্দ জমাতিয়াকে শান্তনা দেওয়ার জন্য উপস্থিত উনার বাড়িতে উপস্থিত থাকেন।

শারদোৎসবকে সামনে রেখে মেয়রের পৌরহিত্যে বৈঠক পুর নিগমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: দুর্গাপূজার আগেই আগরতলা শহর এলাকার নির্মীয়মান ড্রেনের এবং রাস্তার কাজ সম্পন্ন করা হবে। দুর্গাপূজার সময় যাতে পুণ্যার্থীদের কোন ধরনের অসুবিধা না হয় সেজন্য পুর নিগমের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দুর্গাপূজার আগেই আগরতলা শহরের সৌন্দর্যায়নে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে আগরতলা পুর নিগম কর্তৃপক্ষ।

এ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পুরনিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদারের পৌরহিত্যে আজ এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুর নিগমের মেয়র এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান।

তিনি বলেন, দুর্গাপূজার আগেই আগরতলা শহর এলাকার নির্মাণ সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা হবে। রাস্তাঘাটে চলাচল করতে এবং যানবাহন পার্কিং করতে যাতে কোন ধরনের অসুবিধা না হয় সেজন্য পুর নিগম প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিচ্ছে। পূজার আগেই আগরতলা শহরের সৌন্দর্যায়নে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। আগরতলা শহর এলাকাকে আলোয় আলোকিত করা হবে। এজন্য অতিরিক্ত আলোর ব্যবস্থা করা হবে।

শুধু তাই নয় ,মায়ের গমন অনুষ্ঠানকে আরো সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এজন্য দশমী কার্ড এলাকাকে পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। কোন ধরনের সাউন্ড বক্স বাজানো যাবে না। মা বোনদের উলুধ্বনি এবং ঢাকের আওয়াজে মায়ের গমন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। দশমী ঘাট ছাড়াও অন্যান্য ঘাট গুলিকে সৌন্দর্যায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়াও পুর নিগমের উদ্যোগে প্রতি বছরই বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নিগম এলাকার ক্লাবগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার প্রদানের জন্য ক্লাবগুলোকে বাছাই করে নিরপেক্ষ বিচারক মন্ডলী। এই বিচারক মন্ডলীর সদস্যদের নিয়ে পুর নিগমের কনফারেন্স হলে মঙ্গলবার এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পূজা উদ্যোক্তাদের চারটি জোনালে চারটি বিষয়ের উপর পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিটি জোনালের শ্রেষ্ঠ ক্লাব গুলিকে সুদৃশ্য ট্রফি এবং ২৫ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়। পাঁচটি বিষয়ের উপর বিবেচনা করে সারা আগরতলা শহর জুড়ে পাঁচটি করে সেরার সেরা পাঁচটি ক্লাবকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। সদৃশ্য ট্রফি এবং ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হয় সেই পূজা উদ্যোক্তাদের। মোট ২১ টি সুদৃশ্য ট্রফি ও আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। পূজা উদ্যোক্তারা যেন তাদের পূজা মণ্ডপে সামাজিক বিষয়ে বার্তা প্রদান পরে সেই আহ্বান জানান মেয়র।

যেমন এইডস প্রতিরোধের বার্তা, পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে বার্তা প্রতিটি ক্লাব যেন রাখে এই আবেদন রাখেন তিনি। পাশাপাশি প্রতিটি ক্লাবের প্রতি রেজিস্ট্রেশন করানোর আহ্বান রাখেন তিনি। সারা রাজ্য থেকে যারা দর্শনার্থীরা পূজা দেখতে আসবেন তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দের কথা চিন্তা করে যানজট মুক্ত , পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আগরতলা শহর রাখবে পুর নিগম। দুর্গাপূজাকে ঘিরে ষষ্ঠী থেকে প্রতিটা ক্লাবে পুর সাফাই কর্মী এবং ব্লিচিং পাউডারসহ অন্যান্য সামগ্রী প্রদান করা হয়। আবর্জনা দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার জন্য অতিরিক্ত গাড়ির ব্যবস্থাও করা হবে।

তিনি আরো বলেন, দশমী ঘাটে তিন শতাধিক প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। পাশাপাশি শহর সংলগ্ন ১৩ টি ঘাটে বাকি ৩০০ এর মত প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। এদিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিটি জায়গায় পুরো নিগমের অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করা হবে। পাশাপাশি দশমীঘাট এলাকায় ৫০ জন ঢাকী থাকবে প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য। সেই জায়গা কোন ধরনের বাদ্যযন্ত্র এবং সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে কোন পুজো উদ্যোক্তাই প্রবেশ করতে পারবে না। দুর্গাপূজা যেন সুন্দর ভাবে কাটে সেই দায়িত্ব সকলকে নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

মেলাঘর হাসপাতালের সোলার প্ল্যান্টে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লো এক যুবক

মেলাঘর, ৯ সেপ্টেম্বর: মেলাঘর মহকুমা হাসপাতালের সোলার প্ল্যান্ট থেকে ব্যাটারি চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লো এক ব্যক্তি। ধৃতের নাম আব্দুল সাত্তার, বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর।

জানা গেছে, সোমবার গভীর রাতে সে হাসপাতালে সোলার প্ল্যান্টে রুমে প্রবেশ করে এবং চুরি করার চেষ্টা করে। ওই সময় হাসপাতালের একটি বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার নিয়োজিত রক্ষী রাতে টহল দেওয়ার সময় আওয়াজ পেয়ে সেখানে যান। দেখতে পান,এক ব্যক্তি সোলার প্ল্যান্টের ব্যাটারি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তখনই ওই নিরাপত্তা রক্ষী সাহসিকতার সঙ্গে অভিযুক্তকে ধরে ফেলে এবং চিৎকার করে আশেপাশের লোকজনকে ডাকেন। পরবর্তীতে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে চোরকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

বিশেষ অভিযানে ৪৫ কেজি গাঁজা আটক

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: কাঠালিয়া—থালিবাড়ি সড়কে গাড়ি থেকে ৪৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ। গতকাল রাত প্রায় ১০টা নাগাদ যাত্রাপুর থানাধীন কাঠালিয়া—থালিবাড়ি সড়কের কামাইটিলা এলাকায় পুলিশের বিশেষ চেকিং অভিযানে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়।

এসআই বিজয় চক্রবর্তী, থানার পুলিশ সদস্য ও টিএসআর — এর যৌথ অভিযানে টিআর০৮-ই -০৭৩৪ নাম্বারের একটি অল্টো কে১০ গাড়ি আটক করে। তবে গাড়ির চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তল্লাশিতে গাড়ি থেকে মোট ৪৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে গাড়ি ও মাদক জব্দ করা হয়েছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এনডিপিএস আইনে যাত্রাপুর থানায় নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশি তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

লংতরাইভ্যালী মহকুমার ১৩কিমি রাস্তার কাজ দূর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালী, ৯ সেপ্টেম্বর: লংতরাইভ্যালী মহকুমার অন্তর্গত ছাওমনু পিডব্লিউডি-র অধীনে থাকা ছাওমনু থেকে ছৈলেংটা পর্যন্ত দীর্ঘ ১৩ কিলোমিটার রাস্তার কাজে ভয়াবহ দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। মাত্র ছয় মাস আগে কাজ শুরু হলেও, এর মধ্যেই একাধিক জায়গায় রাস্তার বেহাল দশা সামনে এসেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের কারণেই এই অবস্থা।জানা গেছে, কাজ শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই দুর্গাচড়া ও বাগছড়া এলাকায় নতুন রাস্তায় ফাটল দেখা দেয়। তড়িঘড়ি সেই ফাটল সারানো হলেও, গতকাল কার্পেটিং করার পর আজ সকালে ছৈলেংটা থেকে বাগছড়া পর্যন্ত রাস্তার বিটুমিন উঠে চিপস সরে যাচ্ছে। রাস্তার এই অবস্থা দেখে সাধারণ মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। তাঁদের আশঙ্কা, এই রাস্তা ২০-২৫ দিনের বেশি টিকবে না।অভিযোগ শুধু এই একটি রাস্তা নিয়েই নয়। ছাওমনু পিডব্লিউডি-র অধীনে থাকা প্রায় প্রতিটি রাস্তার কাজেই একই রকম নিম্নমানের বলে অভিযোগ জানিয়েছেন স্থানীয়রা। কাজ শেষ হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই রাস্তা ভেঙে যাচ্ছে, আর তারপর আবার নতুন টেন্ডার ডেকে সেই রাস্তা মেরামত করা হচ্ছে।

এতে সরকারি কোষাগারের বিপুল পরিমাণ টাকা অপচয় হচ্ছে। এই বিষয়ে পিডব্লিউডি দপ্তরের এসডিও রাজিব চাকমার কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। তিনি কেবল বলেন যে রাস্তাটি মেরামত করা হবে। তবে এলাকাবাসীর দাবি, মেরামতির বদলে এই দুর্নীতির মূল কারণ খুঁজে বের করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এই ঘটনা সরকারি প্রকল্পের কাজে স্বচ্ছতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে।

নাগরিক সমস্যার প্রতিবাদে আগরতলা পুর নিগমের সামনে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: পানীয় জল থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং নিকাশি ব্যবস্থার সংকটসর্বত্রই নাগরিক সমস্যায় জর্জরিত আগরতলা পুর নিগম এলাকা। অথচ এসব সমস্যার সমাধানে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না কর্তৃপক্ষএমন অভিযোগ তুলে আজ সদর জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়।

কংগ্রেস ভবন থেকে মিছিলটি বেরিয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আগরতলা পুর নিগম কার্যালয়ের সামনে পৌঁছায়। মূলত শহরবাসীর মৌলিক চাহিদা পূরণের দাবিতেই এদিনের কর্মসূচি হয়। কংগ্রেস কর্মীরা জানিয়েছেন, পানীয় জলের ঘাটতি, অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, অবৈজ্ঞানিকভাবে রাস্তা কাটার ফলে গ্যাস লাইনের সংকট এবং নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশায় জনজীবন বিপর্যস্ত। এর সঙ্গে স্মার্ট সিটির নামে যত্রতত্র রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির কারণে নাগরিক দুর্ভোগ আরও বেড়েছে। ফলে শহরে জলবাহিত রোগও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছে কংগ্রেস। মিছিল শেষে কংগ্রেস কর্মীরা পুর নিগমের মেয়রের নিকট একটি ডেপুটেশন প্রদান করতে গেলে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে তাদের আটকে দেয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে কংগ্রেস কর্মীরা পুর নিগমের গেটের সামনেই অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন। প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি অভিযোগ করে বলেন, পুর নিগম কর্তৃপক্ষ নাগরিক সমস্যাগুলিকে চেপে রেখে শুধু বড় বড় প্রকল্পের প্রচার করছে। অথচ সাধারণ মানুষ প্রতিদিন পানীয় জল ও নিকাশির সমস্যায় ভুগছেন। তিনি আরও জানান, স্মার্ট সিটির নামে রাস্তা কেটে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলা হচ্ছে। যদি অবিলম্বে নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিক করার পদক্ষেপ নেওয়া না হয় তবে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামা হবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন কংগ্রেস কর্মীরা।

ধর্মনগরে শ্রমিক নিগ্রহের প্রতিবাদে যান চলাচল স্তব্ধ, দুর্ভোগের শিকার জনগণ

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর : গতকাল রাতে উত্তর জেলার জেলা সদর ধর্মনগরে ভারতীয় মজদুর সংঘের (বিএমএম) কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে রণক্ষেত্রের পরিবেশ তৈরি হয়। শহরের ব্যস্ত সেন্ট্রাল রোড এলাকায় আচমকাই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হয় তীব্র হাতাহাতি ও সংঘর্ষ। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আব্দুল মুনাফ নামের এক ব্যক্তি। বর্তমানে তিনি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সামান্য কথাকাটাকাটিই মুহূর্তে ভয়াবহ সংঘর্ষে রূপ নেয়। স্থানীয় সূত্রের দাবি, বহুদিন ধরেই বিএমএসের নেতৃত্ব নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলছিল। সোমবার রাতের ঘটনা সেই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বেরই প্রকাশ্য বহিঃপ্রকাশ।ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রথমে ধর্মনগর থানার পুলিশ ও পরে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর) জওয়ানরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবুও রাতেই দুই পক্ষ থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে, পুলিশের সঙ্গে তর্কাতর্কিতেও জড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত থানার ওসি মিনা দেববর্মা ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বি. জরিন পুইয়া হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি সামাল দেন।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে উত্তেজনা থেমে থাকেনি। মঙ্গলবার সকালে বিএমএস কর্মী-সমর্থকেরা হামলার প্রতিবাদে ধর্মনগর শহর কার্যত অচল করে দেন। অবরোধ ও বিক্ষোভের জেরে সকাল থেকে শহরের রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।বিক্ষোভকারীদের দাবি হামলায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে এবং পুলিশের হেফাজতে থাকা বিএমএসের দুই কর্মীকে নিঃশর্তে মুক্তি দিতে হবে। এ ঘটনায় সাধারণ মানুষ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, শ্রমিক সংগঠনের এই অন্তর্দন্দ্ব এখন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য যন্ত্রণার কারন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে আইজিএমের শিশু বিভাগ এম ইউএস কিউ স্বীকৃতি পেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় যুক্ত হলো নতুন এক সাফল্যের পালক। আগরতলার ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়্যাল (আই.জি.এম) হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্ট এবার স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

ভারত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ন্যাশনাল হেলথ সিস্টেমস রিসোর্স সেন্টার (এন.এইচ.এস.আর.সি.) কর্তৃক হাসপাতালটি রাজ্যে সর্বপ্রথম এম.ইউ.এস.কিউ.এ.এন. (মুসকান কোয়ালিটি এস্যুরেন্স ফর নিউ বর্নস) শংসাপত্র লাভ করেছে।

গুণগত স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত নানাবিধ ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়্যাল (আই.জি.এম) হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্টের তিনটি ওয়ার্ড যথাক্রমে পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ড, পেডিয়াট্রিক ও.পি.ডি এবং এস.এন.সি.ইউ (নিউনাটাল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট) গুলোতে ন্যাশনাল হেলথ সিস্টেমস রিসোর্স সেন্টার (এন.এইচ.এস.আর.সি.) কর্তৃক গত ১২ ও ১৩ আগস্ট ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ের হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কিভাবে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে তা বহিরাজ্যের বিশেষজ্ঞ দল পরীক্ষা করে।

এই পরীক্ষা কালে আই.জি.এম হাসপাতাল ৬টি মানদণ্ডের সবকটি পূরণ করে ৮১.৪৫ স্কোর অর্জন করে এবং 'কোয়ালিটি সার্টিফায়েড' স্বীকৃতি লাভ করে। এম.ইউ.এস.কিউ.এ.এন. (মুসকান কোয়ালিটি এস্যুরেন্স ফর নিউ বর্নস) হল জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীন একটি বিশেষ উদ্যোগ, যার লক্ষ্য হল শিশুর স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন করা। এটি সরকারি হাসপাতালগুলিতে শিশুদের জন্য প্রদত্ত পরিষেবাগুলিকে গুণগতভাবে উন্নত ও নিরাপদ করতে সহায়তা করে। এম.ইউ.এস.কিউ.এ.এন. (মুসকান কোয়ালিটি এস্যুরেন্স ফর নিউ বর্নস) কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল শিশু ও নবজাতকের জন্য নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও গুণগত চিকিৎসা নিশ্চিত করা, শিশু ওয়ার্ড, শিশু বহির্বিভাগ ও বিশেষ নবজাতক পরিচর্য্যা কেন্দ্রগুলিতে (এস.এন.সি.ইউ) পরিষেবার গুণমান যাচাই করা এবং জাতীয় ও রাজ্যস্তরে গুণমানের ভিত্তিতে মূল্যায়ন ও সার্টিফিকেশন প্রদান করা। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃত মূল্যায়নকারী দল সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দিষ্ট ৬টি গুণমানের মানদণ্ড অনুযায়ী পরীক্ষা করে।

সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত স্কোর অর্জন করলে, সেই স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান 'এম. ইউ.এস.কিউ.এ. এন. কোয়ালিটি সার্টিফায়েড' স্বীকৃতি লাভ করে। এই স্বীকৃতি প্রমাণ করে যে, আই.জি.এম হাসপাতাল স্বাস্থ্য পরিষেবায় মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। এই সাফল্য রাজ্যের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত।

পিএম শ্রী সেকেরকোট স্কুলে নির্মিত হচ্ছে স্মার্ট টয়লেট

নিজস্ব প্রতিনিধি,প্রতিনিধি, ৯ সেপ্টেম্বর: সেকেরকোট দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে নির্মাণ হচ্ছে রাজ্যের দ্বিতীয় স্মার্ট টয়লেট। প্রথমটি হয়েছিল ছনখলা হাই স্কুলে। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহযোগিতায় আইআইইএসটি শিবপুর বি কলেজের সহায়তায় এনবি ইন্সটিটিউট ফর রুরাল টেকনোলজি (অর্কনীড়) এই স্মার্ট টয়লেট নির্মাণ করছে। নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। আর কিছু দিনের মধ্যেই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই টয়লেট উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।এ বিষয়ে এনবিআইআরটি এর কলকাতা সেন্টারের সিনিয়র আধিকারিক ড: রিচিক ঘোষ ঠাকুর জানান, স্মার্ট টয়লেট সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব। সাধারণত জলের কারণে কমিউনিটি টয়লেট গুলি ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। কিন্তু স্মার্ট টয়লেটের ক্ষেত্রে এই সমস্যা থাকেনা। কারণ সোলার প্যানেলের মাধ্যমে সাবমারসিবল থেকে জল উত্তোলন করা হয় টয়লেটের জন্য। সেন্সাস বসানো থাকে। অটোমেটিক উত্তোলন হয়। এরপর অতিরিক্ত জল স্কুলের মিড ডে মিল সহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যাবে। সোলার প্যানেলে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জল উত্তোলন ছাড়াও অন্য কাজে ব্যবহার হবে। ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথকভাবে তৈরি টয়লেটে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকবে। এবং থাকবে বৈদ্যুতিক পাখা। এগুলোও চলবে সোলার প্যানেলে উৎপাদিত বিদ্যুতে। সেন্সাস বসানোর কারণে কেউ টয়লেটে প্রবেশ করলে লাইট, ফ্যান চলবে এবং বেরিয়ে গেলে অটোমেটিক্যালি এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। টয়লেটের কার্যপ্রণালী ঠিকঠাক চলছে কিনা তা রিমোট মনিটরিং হবে। কোথাও ত্রুটি ধরা পড়লে মেরামতের ব্যবস্থা হবে। তিনি বলেন, এ প্রকল্পটি হচ্ছে অর্কনীড়ের অবৈতনিক সভাপতি অধ্যাপক (ডঃ) শান্তিপদ গণ চৌধুরীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। আইআইইএসটি শিবপুর বি কলেজের প্রফেসর কনিকা দাস ভট্টাচার্য্য , প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটরের তত্বাবধানে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। রাজ্যে আরও এমন স্মার্ট টয়লেট নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে বলে তিনি জানান। অর্কনীড়ের অবৈতনিক ভাইস প্রেসিডেন্ট কপিল বরণ ঘোষ বলেন টয়লেট নির্মাণে ফেরোসিমেন্ট ট্যাকনোলজি ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে রড সিমেন্টের ব্যবহার কম হয়। এবং ভূমিকম্প রোধক। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সন্তোষ কুমার রায় চৌধুরী এই অত্যাধুনিক পরিবেশবান্ধব স্মার্ট টয়লেট তৈরি করার জন্য অর্কনীড় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এনবিআইআরটি এর প্রজেক্ট অফিসার অনুপ দে বলেন প্রথমত আমরা স্কুল গুলোকে টার্গেট করেছি। স্কুলে ভালো মানের পরিবেশবান্ধব টয়লেট থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারও যথেষ্ট আন্তরিক। সংস্থার পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে আরো এ ধরনের টয়লেট নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas